BENGALEE TRANSLATION

OF

REPORTS OF

CASES

Determined in the

SUDDER DEWANNY ADAWLUT,

APPROVED BY THE COURT

For the year 1841.

VOL. 7, PART 1.

বাঙ্গালা রিপোর্ট

অর্থাৎ

সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের
নিষ্পন্ন যে সমস্ত মোকদ্দমা ঐ আদা
লতের সাব্যস্থ মতে
৭ পুস্তকের ১ খণ্ডে প্রচার হয়
তাহা
চলিত বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইয়া

কলিকাতা
নিমতলা বিধিমুন্দর যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল
ইং ১৮৪২ সাল

ADVERTISEMENT.

On the adoption of the Rules for examination of the candidates for Moonsiff ship by Lord G. Auckland the translator of the present work published the Bengalee Circular orders and constructions of the Sudder Dewanny and Nizamut Courts which not only afforded facility to the candidates, but became useful to the native Judicial officers, &c. who are now presented with a translation of reports of civil cases determined by the Court Should it be approved by the native community the former volumes of the work will be published and series completed.

RADARUMON BOSE.

বিজ্ঞাপন

শ্রীল শ্রীযুত লার্ড অকলেণ্ড বাহাদুর কর্ত্তৃক মুনছফি কর্ম্মাকাংক্ষি দিগের পরীক্ষা জন্য নিয়ম স্থাপন হওয়ায় সদর ও নেজামত আদালতের কনেষ্ট্রকষণ ও সরকিউলর আডর চলিত বঙ্গভাষায় প্রচার হইয়াছে এইক্ষণে সাধারণের অভিপ্রায় যে উক্ত আদালতের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্ট ঐ রূপ বঙ্গ ভাষায় প্রচার হয় এমতে এই খুদ্র পুস্তক অগ্রে প্রচার করাগেল দেশীয় সমাজে গ্রাহ্য ও ব্যবহার্য্য হইলে অপর পুস্তক ক্রমে অবিলম্বে প্রচার হইবেক।—

শ্রী রাধারমণ বসু।—

ইংরাজি পুস্তকের যে পৃষ্টায় যে মোকদ্দমা লিখিত হইয়াছে তাহা নিষ্পন্ন হওয়া দিবসের শির ভাগে লিখিত হইল।

সাস্ত্র সংক্রান্ত

সরা সংক্রান্ত

বন্দক

নানা বিষয়ক

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

শরণং

কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি।

পুস্তক ৭ খণ্ড ১।

বিষ্ণুচরণ সিংহ	...	আপীলাণ্ট	পৃষ্ঠা ১
দিগম্বরী দাস্যাদি	...	রেস্পাণ্ডেণ্ট	১৮৪১

১৪ জানের

আপীলাণ্ট হিসাবেরবাকীবাবদ্দিমায়সুদ১৯৮৩।।৶০ আনা পাওন জন্য জিলা বর্দ্ধমানের দেওয়ানী আদালতে এই নালিশ উত্থাপন করে।

ফৈরাদির দোকান সহর কলিকাতার হাটখোলায় ছিল এবং যে কারবার উপলক্ষে এই মোকদ্দমা উত্থাপন হয় তাহাও তথায় হইয়াছিল।

বিচার জন্য প্রধান সদর আমীন কাজি রছুল বক্সের নিকট সোপর্দ্দ হইলে ১৮৩৯ সালের ২৮ আগষ্টে নীচের লিখিত কারণে ফৈরাদির দাবী ডিসমিস হয়।

উভয়বিবাদির কারবার কলিকাতায়হইয়াথাকিল ও যদ্যপি তৎ সংক্রান্ত মকদ্দমাউত্থাপন কালিন উভয় বিবা

দিগরবাস জ লায় থাকে তবেতাহার বিচার জলা আদালতেহই বেক এবং আসামিয়ানে র মধ্যে কেহ যোত্রহীনআই নের আশ্রয় কলিকাতায় লইয়া থাকি লে অপর আসামিয়া- নের প্রতি কূলে বিচা রের প্রতি বন্ধক জিলা আদালতে হইবেক না।

১ কারণ। মোকদ্দমার কারণ সহর কলিকাতায় উত্থাপন হইয়াছে এমতে মফঃসল আদালতের অধিকার নাই।

২ কারণ। আসামিয়ানের মধ্যে মানিক ইনসা- লবেণ্ট অর্থাৎ যোত্রহীন আইনের আশ্রয় লইয়াছে এবং ফৈরাদী ঐ যোত্রহীন ব্যক্তির মহাজনের মধ্যে থাকন জন্য সুপ্রিম কোর্ট হইতে এত্তেলা পাইয়াছে।

উক্ত নিষ্পত্তি জজ আপীলে শ্রীযুত ডনবার সাহেব কর্ত্তৃক স্বাব্যস্থ থাকে।

সদরে খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত ডিঃ স্মিত সাহেব ফৈরাদীর দাবীর স্বত্বের বিচারের প্রতিকূলে নীম্নাদালতের আপত্য নীচের লিখিত কারণে অন্যথা করিলেন।

১ প্রথমত। প্রকাশ যে নালিশ উত্থাপন কালীন উভয় বিবাদির বাস জিলা বর্দ্ধমানের অধিকারে ছিল এমতে জিলা আদালতের অধিকার আছে।

২ দ্বিতীয়। আসামীয়ানের মধ্যে কেবল মানিক যোত্রহীন আইনের আশ্রয় লইয়াছে এমতে ৪ জর্জের ৯ আইনের ৭৩ ধারার ৪১ প্রকরণমতে তাহার নামে জিলা আদালতে নালিশ হইতে পারিবেক না নতুবা অপর আসামীর নামে নালিশের প্রতিবন্ধক নাই এমতে উক্ত মোকদ্দমার বিচার কারণ নীম্নাদালতে প্রেরিত হইল ইতি।

উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরি ও শ্রীমতী উজ্জ্বলমণি .... আপীলাণ্ট

ঈশ্বরচন্দ্র ও জয়নারায়ণ ও গঙ্গানারায়ণ পাল চৌধুরি .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা২ ১৮৪১

রেস্পাণ্ডেণ্ট ১৭৯৯ সালের ৭ আইনমতে বাকী খাজানার ডিক্রীর টাকা আদায়কারণ জিলা নদিয়ার দেওয়ানী আদালতে এই নালিশ উত্থাপন করে।

ফৈরাদী কহে যে উক্ত ডিক্রীর টাকা আদায় যোগ্য কোন জায়দাদ না পাওয়াতে তৎকালীন জারী করিতে পারে নাই পরে আসামীয়ানের মধ্যে উমেশচন্দ্র পাল চোধুরী রেস্পাণ্ডেণ্ট গণের নামে নালিশ করিয়া কতক টাকার ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রীজারী কালীন রেস্পাণ্ডেণ্টের জায়দাদ নীলাম করণের উদ্যোগে রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ ৭ আইনের ডিক্রী উত্থাপন করিয়া ঐ ডিক্রীর টাকা তাহার দেনায় বাদ পড়নের প্রার্থনা করিলে সরাসরি ডিক্রী ১২ বৎসরের অধিক কালগত বিধায় অগ্রাহ্য হওয়ায় ঐ সরসরি ডিক্রীজারী কারণ এই জাবেতা নালিশ উত্থাপন করে।

১৮ জানের ১২ বৎসর গতে সরসরি ডিক্রী জারী ঐ জন্য জাবেতা নালিশ ডিস মিস হইল।

আসামী আর২ আপত্যের মধ্যে কহে যে সরসরি ডিক্রীর তারিখ হইতে ১২ বৎসরের অধিককাল গত হইয়াছে এইক্ষণে উক্ত ডিক্রী জারীজন্য নালিশ হইতে পারে না।

জিলা জজ শ্রীযুত নিসবিট সাহেব ফৈরাদীর পক্ষে

ডিক্রী করিলে আসামী উমেশচন্দ্র চৌধুরি সদরে আপীল করে।

শ্রীযুত রাটরি সাহেব প্রথমত জিলা নিষ্পত্তি সাব্যস্ত করিয়াছিলেন পরে নাল্লিশের নিরূপিত সময় গত হওয়ার আপত্যে আপীলাণ্ট কর্তৃক পুনঃবিচারের দরখাস্ত হইলে তাহা গ্রাহ্য করণান্তর অভিমত করিলেন যে যেহেতু সরসরি ডিক্রীর তারিখ হইতে ১২ বৎসরের অধিক গত এবং তলব তাগদা কি দেওনের অঙ্গীকার করা হইয়াছে এমতো প্রমাণ হইতেছেনা যে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৪ধারার বর্জ্জনিয়ের অন্তর্গত হয় এমতে নালিশ অগ্রাহ্য জিলা ডিক্রী অন্যথা যোগ্য শ্রীযুত ডি, স্মিত সাহেবের ঐক্য মতে চূড়ান্ত হইল।

রাজা রঘনন্দন ও জদনন্দন ওদৈবকি
নন্দনসিংহ ...... আপীলাণ্ট
পৃষ্ঠা৩। শ্রীমতী নৃত্যপ্যারি ইং রেস্পাণ্ডেণ্ট

১৮৪১ রেস্পাণ্ডেণ্ট ভূমীর ওয়াশীলাত ও সুদ বাবদী
৯ জানের ৯৫০ টাকা পাওনজন্য এই মোকদ্দমা ১৮২৯সালের
সালিশের নি ৩০ মে তারিখে সারঙ্গেরজিলা আদালতে উর্থা
স্পত্তি ক্রমে পান করে।

ডিক্রী হওয়া পূর্ব্বে ঐ ভূমি লইয়া উভয়পক্ষের বিরদ্ধহইয়া
ভূমির পূর্ব্বকা নালিশ হওয়ায় সালিসের দ্বারা বিভাগ হইয়া ৫৫০
লের ওয়াসী বিঘা ভূমিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের ভোগ হইয়া ছিল

সালিশী নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বাদির ভোগ রহিত যত কাল ছিল তাহার উৎপন্ন ও সুদের দাবীতে এই নালিশ উত্থাপন করে। লাভের নালিশ প্রায় ১২ বৎ

আসামী জওয়াব দেয় যে ভূমি সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব মোকদ্দমা ১৮১৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর দিবসে সালিশে নিষ্পত্তি হয় ঐ সালিশি নিষ্পত্তি কি তদনু সারে আদালতে যে ডিক্রী হয় তাহার কোন হুকুমে ওয়াশীলাতের প্রসঙ্গ নাই তদবধি প্রায় ১২ বৎসর গত এইক্ষণে এমত নালিশ সম্ভবে না। সর গতে উৎপন্ন হওয়ায় সালিশ বিরোধি ভূমির সমস্ত বিবাদ নিষ্পত্তি করি

প্রধান সদর আমীন সৈয়েদ সুজাওদ্দিন আলি খা ১৮৩৩ সালের ৪ জানেয়ারি তারিখে ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করেন এবং জজ আপীল আসামীর অনোদ্যোগ জন্য নম্বর খারিজ ও তাহার সরসরি আপীল সদরে অগ্রাহ্য হইলে আসামীর দরখাস্ত মতে খাস আপীলের অনুমতি হয়। য়াছেন অন্য মানে ডিস মিস হইল।

শ্রীযুত ডিক সাহেব বিচার করিলেন যে বিরোধী ভূমি সম্বন্ধীয় উভয়ের যে কোন বিবাদ সালিশি নিষ্পত্তিতে পরিষ্কার হইয়াছে তাহাতে ওয়াশীলাতের কোন প্রসঙ্গ নাই প্রায় ১২ বৎসর গত ফৈরাদী ওয়াশীলাতের দাবী না করাতে অনুভব হইতেছে যে আসামীর প্রতি ফৈরাদীর দাবী বিষয়ে সালিশী নিষ্পত্তি চূড়ান্ত বোধ করিয়াছিল এমতে শ্রীযুত ডিক সাহেব আসামীর পক্ষে নিষ্পত্তি করিলেন।

শ্রীযুক্ত লিং ওয়ারনর সাহেব ওয়াশীলাতের

বিষয়ে ফৈরাদীর স্বত্ব থাকা বিধায় তাহা অন্যথা করিলেন যেহেতু কত টাকা আদায় হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিচার হয় নাই এমতে অভিমত করিলেন যে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য মোকদ্দমা নিম্নাদালতে ফিরিয়া পাঠান যায়।

শ্রীযুত স্মিত সাহেবের ঐক্যমতে শ্রীযুত ডিক সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইল।

পৃষ্টা৪। সত্য রণজিত পাল ইং ... আপীলাণ্ট

১৮৪১ হরিদাস বাবু ইত্যাদি ... রেস্পাণ্ডেণ্ট

২১ জানের

আশামীকর্ত্তৃক উত্থাপিত আদালতের অধিকার না থাকার আপত্যের বিচার না হইয়া ফৈরাদীর দাবির স্বত্বের বিচার হওয়াতেও অসম্পন্ন

রেস্পাণ্ডেণ্ট আফিঙ্গের লাট আমানতি বাবৎ কর্জ্জার টাকা পাওন জন্য ১৭২০।৶০ আনার দাবীতে এই নালিশ ২৪ পরগনার জিলা আদালতে উপস্থাপন করে।

আসামী জওয়াব দেয় যে উক্ত কারবার ২৪ পরগনার অধিকারে না হওন জন্য ঐ আদালতের অধিকার নাই।

আসামী যে অধিকারের আপত্য করে তাহার বিচার না করিয়া প্রধান সদর আমীন ও জজ ফৈরাদির দাবীর বিচার করিয়া ফৈরাদির পক্ষে ডিক্রী করেন।

সদর আদালতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত স্মিত সাহেব বিচার করিলেন যে ফৈরাদী কহে উক্ত কারবার জিলা ২৪ পরগনার মধ্যে ও

আসামী কহে সহর কলিকাতার মধ্যে হইয়াছে কিন্তু প্রবল অনুভব হইতেছে যে আসামীর আপত্য সত্য বিশেষ আসামীর বাটী হুগলি জিলা এমতে কোনস্থানে দেনা পাওনা হইয়াছে তাহার প্রমাণ লওয়া বিশেষ আবশ্যক তাহাতে যদ্যপি প্রমাণ হয় যে উক্ত কারবার ২৪ পরগনার মধ্যে হয় নাই তবে তথাকার আদালতের অধিকার থাকিবেক না এমতে উক্ত কারণে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার আবশ্যক হইল।

বিচার জন্য মকদ্দমার নথি ফেরত প্রেরিত হইল।

মোহন্ত শিবসহাই দাস ... আপিলাণ্ট

মোহন্ত সুকদেব দাস ... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পাটনা ৪ ১৮৩১

রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন লিখিত তমলিকনামা অন্য থা ও ঐ তমলিক নামার লিখিত জায়দাদ প্রাপণ জন্য ২০০০০ টাকার দাবীতে রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে যোত্রহীন রূপে জিলা বেহারের আদালতে এই নালিশ উত্থাপন করে।

আরজীতে লেখে যে পীড়িত ও অপারগ থাকন জন্য ফৈরাদী আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে না পারায় আসামীর পরামর্শমতে আপন সম্পত্তি অর্থাৎ রাজা খয়ালিরামের কটরার দেবালয় ও নানাপ্রকার বৃক্ষ সিবগঞ্জের বাগান সমরূপতি গ্রামের ২৫ বিঘা জমি ও ইজারা ও বন্ধকী ভূমি ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ নগদ গহনা ও তমসক ইত্যাদি ইং ১৮৩২

২৫ জানয়ারি .... রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন স্বাক্ষরিত দেবত্তর সম্পত্তির তমলিকনামা অন্যথা জন্য নালিশ করে যে গৃহীতা নিয়মমতকর্ম্ম

কবুলনাইকিন্তু নিয়মের বিষয়সাব্যস্থ না হওনজন্য ডিসমিস হইল।

সালের ২৫ নবেম্বর সন ১২৪০ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ তারিখে তমলিকনামা সুরত আসামীকে লিখিয়া দেয় ও তাহাতে অঙ্গীকারছিল যে ফৈরাদী সুস্থ হইলেঐ সম্পত্তিতে সর্ব্বপ্রকারে তাহার অধিকারহইবেক এবং কথায় নিয়ম ছিল যে ঐ জায়দাদের উৎপর্ণ হইতে দেবালয় মেরামত চাকরান মাহিয়ানা ও অতিথী সেবা হইয়া দরমাহা ২৫ টাকার হিসাবে শালিয়ানা ৩০০ টাকা করিয়া ফৈরাদির খরচ কারণ আসামী দিবেক।

ঐ আরজীতে আরো লিখিত আছে যে ঐ কথার নিয়মানুসারে আসামী তাহাকে দফায় ২ সর্ব্ব শুদ্ধা ৪০০ টাকা দিয়া পরে একেবারে রহিত করিয়াছে এইক্ষণে ফৈরাদির প্রার্থনা যে উক্ত নিয়মানুসারে টাকা পায় নতুবা তমলিকনামার নিয়মের অন্যথাচরণ হওনজন্য অর্পিত সম্পত্তিতে ভোগবান হয়।

আসামী জওয়াব দেয় তমলিতনামায় কোন নিয়ম ছিল না আর কহে যে সমরূপতি গ্রামের ২৫ বিঘা যে এই নালিশ ভুক্ত করিয়াছে তাহা ন্যায় পূর্ব্বক নহে কারণ রাজগির স্থানের দেবালয়ের সেবা জন্য উক্ত ভূমি অপর লিপির দ্বারা আসামীকে অর্পণ করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির তমলিকনামায় তাহার প্রসঙ্গ আছে।

পুস্তক ৭ খণ্ড ১।

তমলিতনামা

পট্টা ৪
১৮৪১
২৫ জানের

আমি সুকদেব দাস চেলা জয়রাম দাস মোতফা নানকসাইফকীর সাকিম সাহেবগঞ্জ সজ্ঞান ওস্বেচ্ছা পর্ব্বক এই তমলিকনামা লিখিয়া দিতেছি যে নীচের লিখিত সম্পত্তি অর্থাৎ রাজা খয়ালিরামের কঠরার দেবালয়ের শামিল এমারত ভূমি ও বক্ষাদি সাহেব গঞ্জের বাগান ও সমন্ধপতির ২৫ বিঘা জমি ও ইজারা ও বন্ধকী ভূমি ও নগদ গহনা ও তমসুক ইত্যাদি যাহা বলভদ্র দাস হইতে জয়রাম দাস ও জয়রাম দাস হ- ইতে আমি পাইয়া রাজগিরির দেবালয়ের সেবা কা- রণ সমন্ধপত্তির ২৫ বিঘা জমি ১৮৩৭ সালের ২৯ শ্রাবণ তারিখের লিপিক্রমে শিবসাই দাসকে দিয়ায়ে অবশিষ্ট সম্পত্তিতে পৈতৃক স্বত্বক্রমে এপর্য্যন্ত আ- মার ভোগ আছে তাহা আমি এইক্ষণে মোহন্ত শিব- সাই দাসকে অর্পণ করিলাম এই লিপির দ্বারা যে সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ হইল তাহাতে আমার সত্ব র- হিল না ইতি ২৫ নবেম্বর ১৮৩২ সাল ১৭অগ্রহায়ণ ১৮৪০ ফসলি।

সমন্ধপতির ২৫ বিঘা ভূমির লিপি।

আমি সুকদেব দাস চেলা জয়রাম দাস নানক শাঁহি ফকীর এই লিপি লিখিয়া দিতেছি মৌজে সমন্ধ পতিতে যে ২৫ বিঘা ভূমি আছে যাহা কোঙর

রামনারায়ণ রায় বলভদ্র দাসকে বিষ্ণুপ্রিতে দান
পৃষ্ঠা ৪ করিয়াছিলেন যাহা দানের দিবস হইতে অদ্যপর্য্যন্ত
১৮৪১ বলভদ্র দাস ও তাহার মৃত্যুপরে ক্রমে জয়রাম দাস
২৫ জানের ও আমার দখলে আছে ঐ ভূমি আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজগিরির দেবালয়ের সেবার নিমিত্তে মোহন্ত শিবদাস সাহিকে দিলাম ঐ মোহন্ত ও তাহার ওয়ারিসান ঐ ভুমী আবাদ করিয়া উৎপন্ন দেবালয়ে খরচ করিবেন ঐ ভূমীকি উপস্বত্বতে আমার কিম্বা আমার উত্তরাধিকারির স্বত্ব রহিল না ইতি।— ২৯ শ্রাবণ ১২৩৭ ফসলি।

প্রধান সদর আমীন ফতেআলি খাঁ বিবেচনা করিলেন যে উক্ত সম্পত্তি দেবত্তর ও আপসের হস্তান্তর যোগ্য নহে ও সমবন্ধ গ্রামের ২৫ বিঘা ভুমী যাহা অর্পণ লিপির দ্বারা হস্তান্তর হইয়াছে তাহা এ মোকদ্দমার অন্তর্গত হইতেপারে না বিধায় তাহা বাদে বাকী সম্পত্তি ফৈরাদির পক্ষে ডিক্রী করিলেন।

সদর আপীলে শ্রীযুত বিসকো সাহেব বিবেচনা করিলেন যে উক্ত দেবত্তরের অধ্যক্ষের প্রতি উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করণের ক্ষমতা আছে কি না অগ্রে স্থির করা আবশ্যক যে হেতু আপীলাণ্টকে উক্ত সম্পত্তি অর্পণ করায় মূল দানের অভিপ্রায়ের অন্যথাচরণ দৃষ্ট হইতেছে এবং সদর দেওয়ানীর রিপোর্টের চতুর্থ পুস্তকের ৩৪৩ পৃষ্ঠার লিখিত ভবানীপ্রসাদ চৌধুরির সহিত রাণী জগদিশ্বরীর মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ক্রমে এমত বস্তু হস্তান্তর হইতেপারে না এমতে

সমবন্ধপতি গ্রামের ২৫ বিঘা সমেত রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে নিষ্পত্তি যোগ্য।

শ্রীযুত লিং ওয়ারনরসাহেব অভিমত করিলেন ফৈরাদী যে দেবত্তর ভুমি আসামীকে অর্পণ করিয়াছেন তাহা বিধিপুর্ব্বক নহে কারণ দেবত্তর ভুমী যে নিমিত্তে দত্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন হস্তান্তর হইতে এবং ফৈরাদী ঐ তমলিকনামা অন্যথা জন্য নালিশ করিতে পারে না যেহেতু স্বয়ং লিখিয়া দিয়া দখল দেওয়াইয়াছে এইক্ষণে রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন কৃত কর্ম্মের অন্যথা করণে এবং অবিধি হস্তান্তরহওয়াজন্য আপীলাণ্ট উক্ত সম্পত্তি দখল পাওনে অযোগ্য এমতে আদেশকরিলেন যদ্যপি উত্তরাধিকারি স্বরূপ রেস্পাণ্ডেণ্টের চেলা থাকে তবে ঐ শ্রেণীর সন্যাসীরা রেস্পাণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ জনেক চেলাকে সেবাত নিযোগ করে যদ্যপি চেলা না থাকে ও উপরোক্ত মতে কার্য্য না হয় তবে ১৮১৭ সালের ১৯ আইনক্রমে যাহারা লোকেল এজেণ্ট নিয়োগ হইয়াছেন তাহারা ঐ দেবত্তরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

পরে শ্রীযুত ডেবিডস্মিত সাহেব শ্রবণ করিয়া উভয় জজের মতের অনৈক্যতায় অভিমত করিলেন যে শ্রীযুত বিস্কো সাহেব যে মোকদ্দমার দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন তাহাতে দেবত্তর সম্পত্তি বিক্রী হইয়া সর্ব্ব প্রকারে হস্তান্তর হইয়াছিল তাহা এ মোকদ্দমার নিস্পত্তি জন্য দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ইহাতে অবশ্য

সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট ১ ৩১৪ পৃষ্ঠা। নং ২৫ রক্ষিত [margin: পা স্টা ৪ / ১৮৩১ / ২৫ জা। ময়]

বিবেচনা করিতে হইবেক যে ঐ দেবত্তরে ফৈরাদির যে স্বত্ব ছিল তাহাই কেবল আসামীকে অর্পণ করিয়াছে এবং মেম্বর লিঃ ওয়ারনর সাহেবের মতের নৈক্যতায় ব্যক্ত করিলেন যে উক্তসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের বিষয় আদালতের কোন হুকুমের আবশ্যক নাই কেবল উভয় পক্ষে যে বিষয়ের বিবাদ তাহারি নিষ্পত্তির আবশ্যক এমতে নিষ্পত্তির পূর্ব্বে আদালতের পণ্ডিতকে আহ্বান পূর্ব্বক একত্র বৈঠক করিলেন এবং প্রশ্নমতে পণ্ডিত উত্তর করিলেন যে ঐ দেবত্তরের প্রতি ফৈরাদির যে স্বত্ব আছে তাহা ফৈরাদি আসামীকে দান করিতে পারে এ নিমিত্তে উক্ত তমলিকনামা বিধি পূর্ব্বক হইয়াছে যদি কোন হিন্দু অপর হিন্দুকে কোন নিয়ম ব্যতিরেক তমলিকনামা লিখিয়া দিয়া থাকিলে ঐ লিখিত পুনর্ব্বার অন্যথা করিতে পারে না এবং পণ্ডিত আরো অভিমত করিলেন যে সমরূপতি গ্রামের ২৫ বিঘা ভূমি যে বিষ্ণু প্রীতে বলভদ্র দাসকে দত্ত হইয়া ছিল ও উত্তরাধিকারিত্ব রূপে ফৈরাদিকে অর্শিয়া রাজগির দেবালয়ের সেবার কারণ ১২৩৫ সালের ২৯ শ্রাবণ তারিখে লিপি ক্রমে আসামীকে দান করিয়াছে তাহা বিধিপূর্ব্বক এমতে না চর লিখিতমতে নিষ্পত্তি করিলেন।

পৃষ্ঠা ৪ ১৮৪১ ২৫ জানের

রেস্পাণ্ডেণ্ট তমলিকনামা স্বীকার করিয়া কহে কথায় নিয়ম ছিল যে আরজীর লিখিত দেবালয়ের বরাদ্দ খরচ সেওয়ায় আপীলাণ্ট ৩০০ টাকা

বৎসর২ তাহাকে দিবেক রেস্পাণ্ডেণ্ট এইক্ষণে ঐ বরাদ্দ টাকা পাওন কিম্বা তাহা না দিলে তম লিতনামা অন্যথা হওন জন্য নালিশ করে আপীলাণ্ট উক্ত নিয়ম অস্বীকার হয় ঐ তমলিক নামা রেজেষ্টরি হইয়াছে তাহাতে কোন নিয়ম নাই এবং এমত প্রমাণ হইতেছে না যে যদ্দ্বারা ফৈরাদিকে ডিক্রী দেওয়াযায় অপর আসামীর উল্লেখ তমলিকনামা ও দানপত্র রেস্পাণ্ডের নালিশমতে অন্যথা হইতে পারে কি না তাহার বিচার আবশ্যক যেহেতু পণ্ডিত সুস্পষ্ট উত্তর করিয়াছেন যে ঐ লিপি যাহা ফৈরাদী লিখিয়া দিয়াছে তাহা ফৈরাদির নালিশক্রমে অন্যথা হইতে পারেনা অবশ্য তাহাতে বদ্ধ থাকিবেক এমতে নীম্নাদালতের নিষ্পত্তির অন্যথায় রেস্পাণ্ডেণ্টের দাবী ডিসমিস যোগ্য শ্রীযুত টগর সাহেবের ঐক্যমতে স্মিথসাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইল।

পৃষ্ঠা ৪ ১৮৪১ ২৫ জানেরু

দেবত্তর ভূমি যে আপসে বিক্রী হইবেক না পূর্ব্ব২ মোকদ্দমায় স্থির হইয়াছে তাহার অন্যথা এই মোকদ্দমায় হইল না কারণ ফৈরাদী এ মোকদ্দমায় নিয়মভঙ্গের আপত্য করে তাহার প্রমাণ না হওয়ায় ডিসমিস হয় এবং আদালত আরো বিবেচনা করিলেন তমলিনামার মজমূনে দেবত্তরের মূল অভিপ্রায়ের ব্যাঘাত নাই।

সেখ সফদর আলি ইং … আপীলাণ্ট

দত্তনারায়ণ ও রিটনাল রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্টা ৮
১৮৪১
১৩ জানের
পাপারপুর্থ
ণার কেবল দ
রখাস্ত ১৭৯৩
সালের ৩আ
ইনের১৪ধার
র অভিপ্রেত
দাবির নালি
শ গণ্যনহ।

রেস্পাণ্ডেণ্ট কুলবাড়িয়াপরগনারসম্বলপুর ও টিতর গ্রামের৮/১০ আনা অংশেরদাবিতে ১৮৩৪ সালের ৩ ডিসেম্বরতারিখে পাটনারজজাদালতে এই নালিশ উর্থাপনকরিয়া লেখে যে উক্তসম্পত্তি তাহাদিগের প্রপিতামহের ভ্রাতষ্পুত্র চনিলালের শুপার্জিত দায়ভাগ মতে তাহাদিগের প্রাপ্য।

প্রকাশ যে মৌজে সম্বলপুর ও চেতরা চুনিলাল ও মতিলাল উভয় ভ্রাতার শুপার্জিত চুনিলাল জেষ্ঠজন্য তাহার নাম জারিছিল প্রথমত মতি-লাল আপন স্ত্রী পুনা ও পরে চুনিলাল আপন স্ত্রী দেলাক্ক ও ১২২২ সালে দেলাক্ক লোকান্তর হইলে পুর্ণা উক্ত সম্পাত্তিতে ভোগবান হয় পরে চুনিলা-লের পীতামহের ভ্রাতষ্পুত্রের পুত্র বন্দুলালের সহিত বিবাদ হইয়া ৮ রকম পুর্ণার ও৮/ রকম বন্দুলালের হইলে তাহারা আপন২ অংশ বিক্রয় করায় নানা হস্তান্তর হইয়া আসামীয়ানের হস্ত গত হয় তাহার মধ্যে কেহ আসল ক্রেতার সন্তান কেহবা তাহাদিগের স্থানে ক্রয় করিয়াছে।

আসামী পৈত্রিক স্বত্ত্বের দাবি নিবারণে জওয়াব দেয় যে বহুকাল গত হইয়াছে বিধায় এ মোকদ্দমা বিচার যোগ্য নহে আরু কহে পর্ণা যে

উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে তাহা ঐ সম্পত্তির স্বামির দেনা যোধ ও সতকার্য্যের নিমিত্তে এমতে তাহা বিধিপূর্ব্বক হইয়াছে। পৃষ্ঠ ৮ ১৮৪১ ১৩ জানেরু

প্রধান সদর আমীন অযুধ্যাপ্রসাদ তেওারি তমাদিআইয়ামের বিষয় সংখেপে লিখিয়া স্বত্বের বিচারে কহেন যে উক্ত সম্পত্তি বারম্বার হস্তান্তর হওয়ায় ও ফৈরারাদী তাহা জ্ঞাত থাকিয়া আপত্য না করায় ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস যোগ্য।

জজআপীলে শ্রীযুত রিবিনসা সাহেব ঐ প্রধানের নিষ্পত্তির অন্যথায় ফৈরাদীর দাবি ডিক্রী করিলেন।

সদরে খাষআপীল গ্রাহ্যহইলে শ্রীযুত লিং-ওয়ারনর সাহেব কহেন আমার বিবেচনায় মোকদ্দমার কারণ উর্থাপণ চুনিলালের মৃত্যুকাল হইতেগণ্য চুনিলাল ১২১৮ ফষলি ১৮১১ ইংরাজিতে লোকান্তর হয় তদ্বিধি প্রায় ২৪ বৎসর গতে ইং ১৮৩৪ ও ফং ১২৪১ সালে এই মোকদ্দমা উর্থাপণ যদ্যপি উক্ত সম্পত্তির নালিশ জন্য পাপর পাওনের প্রার্থণায় রিতলালের পীতা ফতেসিংহ ও দত্তনারায়ণের পীতা অজিতসিংহ ১৮২২ সালের ২৩ নবেম্বর তারিখে জেল আদালতে দরখাস্ত করিয়াছিল কিন্তু তাহারদিগের জিবদ্দসা পর্য্যন্ত অপর কোন তদ্বির করেনাই ফতেসিংহের

পাঁৰ্ষ্ঠা ৮
১৮৪১
১৩ জানের

মৃত্যুর পর ৫ বৎসর গতে তাহার পুত্র রিতলাল ঐ পাপর গ্রাহ্যের প্রার্থণায় দরখাস্তকরে এমতে পাপর গ্রাহ্য জন্য প্রথম দরখাস্ত চুনিলালের মৃত্যুর পরে ১১ বৎসর গতে হয় কিন্তু উচিতছিল ১২ বৎসরের মধ্যে নালিশ হইতে পারে এমত বিবেচনায় পাপর প্রার্থণা করে তাহা প্রথম ফৈয়াদী ও তাহার মত্যুপরে তাহার পুত্র ৫ বৎসর পর্য্যন্ত করেনাই এমতে ঐ প্রথম দরখাস্ত তমাদিআইয়ামের নিবারক ও ফৈরাদীর নালিশ গ্রাহ্য যোগ্য হইতে পারে না।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন মোকদ্দমা উর্থাপণের কারণ আমার বিবেচনায় চুনিলালের স্ত্রী দেলাব্বর মৃত্যুকাল হইতে গণ্য কারণ অবশেষে ঐ সম্পত্তির অধিকারিনী ছিল এবং তাহার মৃত্যুরপর ১৬ বৎসর গতে এই নালিশ হয় কিন্তু পাপর প্রার্থণায় দরখাস্ত হওনাবধি নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত ৭ বৎসর গত হইয়াছে তাহা ঐ ১৬ বৎসরে বাদ পড়িলে মোকদ্দমার বিচারের প্রতিবন্দক হইতে পারে না কিন্তু আরজীর অপর ভ্রমজন্য নানসুট করিয়া নূতন নালিশের অনুমতি করিলেন।

শ্রীযুত টকর সাহেব কহেন মোকদ্দমা উর্থাপণের কারণ দেলাব্বর মৃত্যুকাল হইতেই গণ্য কিন্তু তাহার মৃত্যু ১২২২সালের আষাঢ় ও

১৮১৫ সালের জুলাই মাসে এবং দত্তনারায়ণের পীতা অজিতসিংহ ১৫ বৎসর ও রিতনারায়ণের পীতা ফতেসিংহ ৯ বৎসর নাবালগ থাকে ফতেসিংহের পুত্র রিতলাল তাহার পীতার মৃত্যুপরে ৫।৬ বৎসর ও দেলাব্বর মৃত্যুপরে ১৫ বৎসর গতে পাপরপাওন প্রার্থণায় দরখাস্তকরে রেস্পাণ্ডেণ্টগণ আপত্য করে যে তাহাদিগের পীতা দেলাব্বর মৃত্যু পর ১২ বৎসর মধ্যে পাপর প্রার্থণায় দরখাস্ত করিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগের উচিতছিল যে পাপর গ্রাহ্যের তৎপর উদ্যোগ করিয়া ১২ বৎসরের মধ্যে দাবির নালিশ করে তাহা তাহারা কি তাহাদিগের উত্রাধিকারিরা না করায় নালিশের মেয়াদ অতিত হইয়াছে ৮১৩।১০৩৬ সংখ্যক কনেষ্টকষণের অভিপ্রায়মতে অজিতসিংহ ও ফতেসিংহের কেবল পাপর প্রার্থণার দরখাস্ত ১৭৯৩ সালের ৩ আঃ ৪ ধাঃ মতে নালিশ গণ্য হইতে পারেনা এমতে শ্রীযুক্ত লিং ওয়ারনরের সহিত ঐক্য মতে চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল।

কিনি দাসির জাতি হরিশ্চন্দ্র চন্দ আং
৺রামচন্দ্র চন্দ্রের নাবালগ পৌত্র
কালিকৃষ্ণচন্দ্রের গার্জিন রামনা
রায়ণ মিত্র ও রসময় বসু ..... রেঃ

১৮
৩০ জানু
মকদ্দমে
দ্বিতীয়
উইল সুপ্রিম
কোর্টেপ্রোবে

কিনি দাসী তালুক জদুরবেড় ইত্যাদির দখল

প্রার্থণায় জেলা ২৪ পরগণার দেওয়ানী আদালতে এই নালিশ করে।

ট হইলেও তাহার যথার্থা যাথার্থের বিচার মফস্বল আদালতে হইবেক।

আরজীতে লেখে ফৈরাদীর স্বামি রাজচন্দ্র চন্দ্র ও প্রীতরামচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণচন্দ্র ও রামচন্দ্র চন্দ্র চারিসহদর ছিল ফৈরাদীরস্বামি ১২০৪সালে আপনসুপার্জিতধনে নদীয়ার রাজার স্থানে বিরোধি সম্পত্তি ক্রয় করিয়া আপন নাম রেজেস্টরি পূর্ব্বক ১২৩১ সাল পর্য্যন্ত অবিবাদে ভোগবান থাকিয়া আপন স্ত্রী ফৈরাদী ও আপন ভ্রাতা রামচন্দ্র চন্দ্রের পুত্র জানকীনাথকে পোষ্যপুত্র রাখিয়া লোকান্তর হইলে তাহার স্বামির জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরিশ্চন্দ্র নামক পুত্র ও রাজকৃষ্ণচন্দ্র আপন স্ত্রী বিমলা দাসীকে রাখিয়া লোকান্তর হয় অপর ভ্রাতা রামচন্দ্র বর্ত্তমাণ থাকায় ফৈরাদী অপারগ ও জানকীনাথ নাবালগ জন্য ফৈরাদীর পক্ষে ফৈরাদীর স্বামির ত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং জানকীনাথ ১৮২৫ সালে সুন্দরবনের কমিসরিতে আপনাকে পোষ্যপুত্র বলিয়া ফৈরাদীর সহিত আপনাকে মৃত রাজচন্দ্রের ওয়ারিস জানাইয়া দরখাস্ত করিলে কমিসনরসাহেব তদ্বিষয়ের এজহার ঐজানকীনাথের পীতা রামচন্দ্রের স্থানে লইয়া ছিলেন পরে ঐ রামচন্দ্র অন্যায় পূর্ব্বক উক্ত সম্পত্তির উপস্বত্ত তছরূপকরে ও জানকীনাথের দ্বারায় দরখাস্ত করায় যে সেব্যক্তি রাজচন্দ্র চন্দ্রের পোষ্যপুত্র নহে রামচন্দ্র

চন্দ্রের চতুর্থ পুত্র ও তাহার সংসার হইতে পৃথক হয়
নাই ১২৩৭ সালে জানকীনাথের লোকান্তর হইলে ঐ পৃষ্ঠা ১১
সনের কার্ত্তিকমাসে রামচন্দ্র আপন পুত্র শ্রীনাথচন্দ্র ১৮৪১
ও পৌত্র কালিকৃষ্ণ চন্দ্রকে রাখিয়া লোকান্তর হয় যে ৩০ জানুয়ের
হেতু ফৈরাদী তাহার উত্তরাধিকারি এমতে উক্ত
সম্পত্তি পাওন প্রার্থণায় কালিকৃষ্ণের গেরজিনের
নামে এই নালিশ করে।

আসামী জওাব দেয় যে রাজচন্দ্র ও রামচন্দ্র দুই সহদরে অপর পরিবারের সহিত পৃথক্ হইয়া অংশ মত আপন২ সম্পত্তিতে ভোগবান ওবিরোধি সম্পত্তি সাধারণের ধনে ক্রয় করিয়া সাধারণে ভোগবান ছিল রাজচন্দ্র চন্দ্র ১২৩১ স্বালে মৃত্যুকালিন আপন অংশ উইলের দ্বারায় আপন ভ্রাতা রামচন্দ্রকে দান করিয়া আপন স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার তাহার প্রতি দেন এবং জানকীনাথের পোষ্যপুত্র হওনের বিষয় অস্বীকারহইয়াকহে যে তাহা স্বত্য হইলেও ফৈরাদীর পক্ষে লভ্য দায়ক নহে কারণ জানকীনাথ রাজচন্দ্রের পর গত হইয়াছেন ও তাহার স্ত্রী এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান ফৈরাদী আপন স্বামির অংশ পাওন জন্য জানকীনাথের দ্বারায় রাজচন্দ্রের পোষ্যপুত্র স্বীকার করাইয়া নানা আদালতে দরখাস্ত করাইয়াছিল কোথাও কৃতকার্য্য হয় নাই।

প্রধান সদর আমীন মুনসী হাফিজার্দ্দন ১৮৩৫ সালের ১৩ জানের আসামীর উল্লেখিত উইল কৃত্রিম

পৃষ্ঠা ১১
৮।৮২৯

ও ফৈরাদীর স্বামির সুপার্জ্জিত ধনে বিরোধি বস্তু ক্রয় সম্পূর্ণ প্রমাণ বিবেচনায় ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করেন।

জজ্ঞাপীল কালিন ফৈরাদী লোকান্তর হইলে তাহার স্বামির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হরিশ্চন্দ্র তাহার স্থলাভিক্ত হয়।

জেলাজজ শ্রীযুত কেরিক্রাপ্টসাহেব আসামীর উল্লেখিত উইল শুপ্রেমক্রোটে প্রোবেট হইয়াছে বিধায় তাহা গ্রাহ্য পূর্ব্বক ঐ প্রধানের নিষ্পত্তি অন্যথা করেণ।

সদরে খাষ আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত ইস্মিথ সাহেব কহেন শুপ্রেমক্রোটে উইল প্রোবেট হইয়াছে বিধায় তাহা গ্রাহ্য ও তাহার যথার্থ অযথার্থের বিচার হইতে পারেনা যে জেলা জজ বিবেচনা করিয়াছেন তাহা আমার বিবেচনা সিদ্ধ নহে কারণ যে বস্তু আমাদিগের অধিকারে ও যে উইল ও তাহার আপত্য আমাদিগের আদালতে উপস্থিত তাহা কেবল শুপ্রেম ক্রোটে প্রোবেট হইয়াছে বিধায় তাহার যথার্থ যথার্থের বিচারের প্রতিবন্ধক হইতে পারেনা যে হেতু উক্ত উইল জাল ও আসামীয়ান যে পোষ্যপুত্রের বিষয় অস্বীকার তাহার বিচার বত্তমান বাদি প্রতিবাদির [illegible] যোজনিয় নহে এমতে প্রধান সদর আমীনের লিখিত কারণে তাহার নিষ্পত্তি স্থাব্যস্থ যোগ্য।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেবের ঐক্যমতে তাহাই চূড়ান্তহইল।

চট্টগ্রামের কালেক্টর ... আপীলাণ্ট
কম্বর আলি শুবাদারের স্ত্রী মলাকাবাণু রেঃ

পৃষ্ঠা ১১
১৮৪১

২ ফিবরেল কোম্পানির কাগজ ক্রয়জন্য টাকা আমানত করিয়া কাগজ পাওনের পূর্ব্বে মৃত্যু হওয়ায় উত্তরাধিকারিগণ যেটাকরে দাবিকরে তাহা অগ্রাহ্য ও কাগজ বিক্রয় হইয়া টাকা পাওনের যোগ্য হইল।

রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন স্বামি উক্ত শুবাদারের আনামতি ৫০০০ টাকার অংশ ১৯৭৯৸০ টাকা পাওন প্রার্থণায় অপরসরিক ও কালেক্টরের নামে ১৮৩৫ সালের ২৭ জুন তারিখে জেলা চট্টগ্রামের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া কহে যে উক্ত অংশ তাহার ও তাহার নাবালগ কণ্যার প্রাপ্য কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করায় মনযোগ করেননা।

কালেক্টর জওাব দেয় যে উক্ত শুবাদার কোম্পানীর কাগজ খরিদ জন্য ৫০০০ টাকা কালেক্টরি তহবিলে আমানত করিলে শুবাদারের নামে ঐ টাকার কাগজ পাওন জন্য একোণ্টেণ্ট জানরেলের নিকট রিতমত সরটীফিকাট পাঠানো যায় কাগজ ঐ শুবাদারকে দেওনের পূর্ব্বে শুবাদার লোকান্তর হইলে তাহারসংবাদ একোণ্টেণ্ট জানেরেলের নিকট করাগিয়াছিল একোণ্টেণ্ট জানেরেল প্রত্যুত্তরেলিখেন যে টাকা কর্জ্জা খাতায় কোম্পানির তহবিলে জমা হইয়াছে গবর্ণমেণ্টকর্তৃক দেনা সোধের হুকুম ঘোষণা না হইলে দেওয়া হইতে পারেনা মৃত শুবাদারের উত্তরাধিকারিগণ মাজিষ্টরিতে আপনাদিগের স্বত্ত্ব প্রমাণ করিয়া আনামতি সটীফিটের পৃষ্ঠে রীতমত

রসীদদিলে ঐ কাগজ তাহারা পাইতেপারে উত্রাধি-
কারি গণ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় কালেক্টর
পৃষ্ট ১৩ টাকা না দিয়া দেওয়ানীতে বিবাদ ভঞ্জন জন্য অনু-
১৮৪১ মতি করেন এবং কহেন এমত মোকদ্দমায় কালেক্টর
২ ফিবরেল কোন পক্ষ হইতে পারে না।

অবসিষ্ট আসামীয়ান আপন২ অংশের দাবি করিলেক।

এডিসনেল অর্থাৎ অতিরিক্ত জজ শ্রীযুত টরণ সাহেব বিচার করিলেন যে আমানতি টাকার রীতি মত সার্টীফিকীট একোণ্টেন্ট দপ্তরে পাঠাইতে কালেক্টর বিলম্ব করায় শুবাদার মৃত্যুর পূর্ব্বে কোম্পানির কাগজ পায়নাই এমতে আসল ৫০০০ টাকা ও শুদ আমানতের তারিখ হইতে পরিষোধ পর্য্যন্ত ও আদালতের খরচা কালেক্টরের বিপক্ষে ডিক্রী যোগ্য ও তাহা মৃত শুবাদারের উত্রাধিকারিরা অংশমতে পাইবেক।

কালেক্টর সাহেব সদর আপীল করিলে শ্রীযুত ইস্মীথসাহেব কহেন যে জজ কি কালেক্টরের এমত ক্ষমতা নাই যে যেটাকা কোপানির কাগজ খরিদ জন্য সরকারি তহবিলে জমা হইয়াছে তাহা গেজেটের দ্বারায় গবর্ণমেণ্টের হুকুম প্রচার ভিন্ন শুবা-দারের উত্রাধিকারিগণকেফিরিয়াদেন এমতে কালে-ক্টরের প্রতি বিলম্বের অভিযোগ হইতে পারে না

বিশেষ উত্তরাধিকারি গণের মধ্যে বিবাদ হলে দেওয়ানীতে নালিশ করণের আদেশ ভিন্ন কালেক্টর অপর কি হুকুম করিতে পারেন এমতে জেলা নিষ্পত্তি অন্যথা ও কালেকটর কোনমতে খরচা দেওনের যোগ্য নহে পরে অংশের বিষয় ফত্তয়া লইয়া আদেশ করিলেন যে সদরের রেজেষ্টর সাহেব একোণ্টেণ্ট জানরেলের দপ্তর হইতে কোম্পানির কাগজ আনাইয়া বাজার দরে বিক্রয় করিয়া এই উপদেশে চট্টগ্রামের জজ্‌ আদালতে পাঠান যায় যে ঐ টাকা হইতে আদালতের খরচা দিয়া বাকী ফত্তয়ার লিখিত মতে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারি গণে বিভাগ করেন।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেবের ঐক্য মতে চূড়ান্ত হইল।

পৃষ্ঠা ১৫
১৮৪১
১০ ফিবরেল

শ্রীমতি রামধনী দেব্যা আপীলাণ্ট
রুদ্রনারায়ণ চৌধুরি ইং রেস্পাণ্ডেণ্ট

স্থাবরাস্থাবরের এক নালিশ হওয়ায় নিম্নাদালতস্থাবরের ডিক্রীকরিয়া অস্থাবরের নিমিত্তে পৃথক নালিশের আদেশ করেন তাহার অন্যথায়

আপীলাণ্ট আপন পীতা গোবিন্দদাস চৌধুরির স্থাবরাস্থাবর বস্তু পাওন জন্য মুরসিদাবাদের দেওয়ানী আদালতে এই নালিশ করে।

প্রধান সদর আমীন স্থাবর বস্তুর একতেহাই ডিক্রী করিয়া অস্থাবরবস্তুর প্রথক নালিশের অনুমতি করেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন যে ফৈরাদী স্থাবরাস্থাবর উভয় বস্তুর এক নালিশ করি-

স্থাবরাস্থাবর
উভয়ের স
ম্পত্তির বিচা
রের আদেশ
হইল।

য়াছে তাহাতে প্রধান সদরআমীন যে স্থাবরেরডিক্রী করিয়া অস্থাবরের প্রতি পৃথক নালিশের আদেশ করিয়াছেন তাহা বিধিপূর্ব্বকনহে এমতে মোকদ্দমার নথি এই আদেশে ঐ প্রধানের নিকট পাঠানো যায় যে উপরোক্ত উপদেশমতে মোকদ্দমারবিচারকরেন।

চতুর্ভুজ রামানুজ দাস আপীলান্ট

মোহন্তহরনারায়ণদাসহর

বংশস্বহায় ও রঘুবংশ স্বাহায় ... রেঃ

পঞ্চা ১৫
১৮৪১
১৩ ফিবরেল
কোন ব্যক্তি
কাহার দেনা
র জামিন হ
ইয়া লোকান্ত
র হইলে ঐ
দেনা আদায়
করণমতেজা
মিনের সম্পত্তি
দাইকহইবেক

মোহন্ত আদুমল রামানজদাস প্যারিলালকে জামিন দিয়া লক্ষ্মণ দাসের স্থানে ইজারা লইয়াছিল ইজাদ্দার ও জামিন দার উভয়ের লোকান্তর হইলে আসামী মোহন্ত হরিনারায়ণদাস ইজাদ্দার আদুমল রামানুজ দাসের স্বত্বাধিকারি ও অপর আসামীগণ অর্থাৎ হরবংশ স্বহাই ও রঘুবংশ স্বহায় প্যারিলা-লের স্বত্বাধিকারিহয় এইক্ষণে আপীলাণ্ট আপনাকে লক্ষ্মণ দাসের উত্রাধিকারি জানাইয়া ভাগলপূরের জেলা আদালতে রেস্পাণ্ডেণ্ট গণের নামে এই নালিশ করে।

আসামী হরবংশ স্বহায় ও রঘুবংশ স্বহায় জওাবদেয় যে ইজাদ্দার সমস্তবাকী আদায় করিয়াছে

প্রধান সদর আমীন মৌলবি মাজিদ খাঁ ফৈরা-দীর সমস্ত দাবি ঐ তিন আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী করেন।

জেলা জজ শ্রীযুত ওয়াইট সাহেব কহেন যেহেতু ফৈরাদী যে লক্ষ্মণ দাসের ওয়ারিস এমত প্রকাশ নাই এমতে ঐ প্রধানের নিষ্পত্তি অন্যথা যোগ্য। পৃষ্টা ৯৫ ১৮৪১ ১৩ ফিবরেল

সদরে খাষ আপীল হইলে শ্রীযুত বিক্ষোসাহেব অল্পটাকা বাদে ঐ প্রধানের নিষ্পত্তি যথার্থ বোধে স্থাব্যস্থ করিলেন।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেব শ্রীযুত বিক্ষোসাহেবের সহিত ঐক্যতায় ইজাদ্দারের উত্রাধিকারি হরিনারায়ণ দাসের বিপক্ষে সমস্ত দাবি ডিক্রী করিয়া অপর আসামীয়ানকে এই কারণে মুক্ত করেন যে জামিনি নামায় লিখিত আছে যে যদি ইজাদ্দার না দেয় ও ইজারা ক্রোকেরদ্বারা আদায়নাহয় তবে জামিন দাইক হইবেক এস্থানে এমত প্রকাশ নাই যে জামিন প্যারিলাল জীবদ্দসায় বাকী আদায় জন্য তলব করা হইয়াছিল এমতে তাহার উত্রাধিকারিরা দাইক হইতে পারে না।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন যে জামিনিনামা প্রতিপোষক তমসুক যাহাকে শাস্ত্রে দান প্রতিভু ন্যায় কহাযায় এমতেউক্ততমসুক মৃতজামিনের উত্রাধিকারিকে বদ্ধ করিতে পারে অতএব শ্রীযুত বিক্ষো সাহেবের মতের ঐক্যতায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল।

মেকনাটিনের হিন্দুলা দ্বিতীয় পুস্তক ২৮৫ পৃষ্টা দৃষ্টা আবশ্যক।

রাজাকৃষ্ণচন্দ্র ও ঈশ্বর রামচন্দ্র আঃ
মহানন্দ রায় .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ১৬
১৮৪১
১৩ ফিব্রুয়ারি

মৃত্যুবন্ধক দে ওনিয়ার উত্রাধিকারি বলিয়া কোনব্যক্তি রনামে রীতমত নালিশ করিয়াবন্ধকী বস্তু বয়বাত হওনের ডিক্রী উপযুক্ত আদালতে হইয়া থাকিলেও ঐ বস্তু মুক্তকরণজন্য যথার্থ উত্রাধিকারির প্রতি প্রতিবন্ধক হইবেক না।

রেস্পাণ্ডেণ্ট ফতেসিংহ পরগণার ॥৹ আনা হিস্যা পাওনজন্য ৩সনসদরমালগুজারি ১৩২৪৭৩৮/ টাকার দাবিতে রাজা উদ্বন্ত সিংহের উত্রাধিকারির নামে যোত্রহীন রূপে মুরসীদাবাদের দেওয়ানী আদালতে ১৮৩৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর তারিখে এই নালিশ করে।

আরজীতে লেখে যে বিরোধি পরগণার জমিদার পরমানন্দ রায় ১২২৬ সালে নিসন্তান পরলোক প্রাপ্তহন তাহার মৃত্যুর পূর্ব্ব ঐ সনের আস্বীন মাসে এক উইল পত্র সাক্ষর করিয়া আপন স্ত্রী প্রতিমাসুন্দরীর প্রতি পোষ্যপুত্র করণের অনুমতি দেন তদনুসারে ঐ প্রতিমাসুন্দরী যে বাদীকে পোষ্য পুত্র করে এবং তাহার বৈধ কর্ম্ম ঐ সনের অগ্রহায়ণ মাসে সম্পূর্ণ হয় এমতে যে বাদী মৃত পরমানন্দের ত্যক্ত বস্তুর বিধিপূর্ব্বক উত্রাধিকারি কিন্তু আসামীয়ান ঐ ত্যক্ত সম্পত্তির অধিক অংশ পরগণে ফতেসিংহ সম্বলিত এই ওজরে দখল করে যে পরমানন্দ রায় আসামীয়ানের পিতা উদ্বন্ত সিংহের নিকট সমস্ত জমিদারি ১২২৬ সালের ২৬ জৈষ্ঠ তারিখে ১৭৭০০০ টাকায় বন্দক রাখিয়া ছিলেন ঐ বন্দকী বস্তু বয়বাত জন্য প্রতিমাসুন্দরীর নামে নালিশ করিয়া

১৮২৩ সালের ৬ ফিবরেল তারিখে মুরসীদাবাদের ক্রোর্ট আপীলে বয়বাতের ডিক্রী ও তদনুসারে ১২২৯ সালে দখল পাইয়াছে যেহেতু ফৈরাদী উক্ত মোকদ্দমায় কোন পক্ষ ছিলনা এমতে তাহার স্বত্ব লোপ হইতে পারেনা বিধায় এই নালিশ করে।

পৃষ্ঠা ১৬
১৮৩১
১৫ ফিব রল

আসামীয়ানের প্রবল আপত্য এইযে পরমানন্দ রায় বন্দকী কর্জ্জার টাকা মেয়াদ মধ্যে পরিশোধ না করায় আসামীয়ানের পীতা রাজা উদ্বন্ত সিংহ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাক্রমে বয়বাতের এতলা ঐ পরমানন্দের স্ত্রী প্রতিমাসুন্দরী যাহার নাম তৎকালিন সদরে রেজষ্টরি ও মপস্বলে দখল ছিল তাহার প্রতি জারি করেনতত্রাপি টাকা পরিষোধ না হওয়ায় দেওয়ানীতে নালিশ করিয়া বিরোধি পরগণা বয়বাতের ডিক্রী পান ও ঐ ডিক্রী সদরে সাব্যস্থ থাকিলে ও তাহা জারিক্রমে ঐ পরগণাতে ভোগবান হইয়া লোকান্তর হইলে আসমীয়ান তাহার পুত্র বিধায় দখল করিতেছে যেহেতু উক্ত মোকদ্দমারবিচার উপযুক্তাদালতে পূর্ব্বে একবার হইয়াছে এমতে ১৭৯৩ সালের ৩ আঃ ১৬ ধাঃ ক্রমে উক্ত মোকদ্দমার অপর বিচার হইতে পারে না বিশেষ আসামীয়ানের পীতা ক্রোর্ট আপীল হইতে বিরোধি পরগণার যে ডিক্রী পাণ তাহাও ১২ বৎসরের অধিক গত হওয়ায় নালিশ করণ জন্য যে কাল নির্দ্ধার্য্য আছে তাহাও উত্তির্ণ হইয়াছে।

পৃষ্ঠ ১৬
১৮৪১
১৫ ফিবরেল

জেলাজজ শ্রীযুত রসল সাহেব কহেন যে মোকদ্দমার যথার্থ পক্ষে কোন সন্দেহনাই কারণ পরমানন্দ রায়কর্তৃক রাজাউদ্বন্তসিংহকে বন্দকী পত্র লিখিয়া দেওয়া ও উদ্বন্তসিংহ ক্রোটআপীলের ডিক্রী ক্রমে উক্ত পরগণায় ভোগবানহওয়া ও তদনরূপ প্রতিমাসুন্দরী আপন স্বামির অনুমতি ক্রমে ফৈরাদীকে পোষ্যপুত্র করা শুষ্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে এইক্ষণে ক্রোটআপীলের উক্ত ডিক্রী ফৈরাদীর বিপক্ষে সাব্যস্থ থাকে কি না তাহারি বিচার আবশ্যক যেহেত্ত ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার লিখিত বয়বাতের এতলা ফৈরাদী কি ফৈরাদী নাবালগ জন্য তাহার গারজিনের প্রতি জারি করাহয় নাই এবং ক্রোট আপীল যে মোকদ্দমায় বন্দকী বস্তু ডিক্রী করিয়াছেন তাহাতে ফৈরার্দী কোন পক্ষ ছিল না এমতে উক্ত জমিদারিতে ভোগবান জন্য ফৈরাদীর যে স্বত্ব আছে তাহা উক্ত ডিক্রীক্রমে লোপ হইতে পারে না অতএব ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করিয়া উৎপন্নের হিসাব নিষ্পত্তি করণজন্য আদেশ করিলেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত টকর সাহেব কহেন যে এই মোকদ্দমার বিবাদ বন্দকীপত্র লইয়া অতএব বন্দকী বস্তু বয়বাত হওন জন্য যে নিয়মে কার্য্য করিতে হয় ও ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার নুটীস বন্দক দাতা কি তাহার উত্তরাধিকারির প্রতি যে জারী করিতে হয় তাহা হইয়াছে কি না এবং

নুটীস জারী কালিন পরমানন্দ রায়ের উত্রাধিকারি　　পৃষ্টা ১৬
কে ছিল ও রেস্পাণ্ডেণ্ট যে পরমানন্দ রায়ের পোষ্য　　১৮৪১
পুত্র তাহা ঐ নুটীস জারীর পূর্ব্বে রাষ্ট ছিল কি না　　১৫ ফিবরেরি
তাহারি বিচার আবশ্যক কিন্তু এস্থলে প্রকাশ যে যে লিপির দ্বারায় প্রতিমাসুন্দরী পোষ্যপুত্র করণ জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় তাহা ১২২৬ সালে লিখিত হইয়া ছিল তৎকালিন বন্দক দাতাকে নুটীস দেওন জন্য বন্দক গৃহীতা আদালতে কোন দরখাস্ত করে নাই এবং ঐ সনের অগ্রহায়ণ মাসে রেস্পাণ্ডেণ্ট পোষ্য পুত্র হইলে তাহার পক্ষে রামসুন্দর রায়ের সহিত রাজা উদ্বন্ত সিংহের যে অপর মোকদ্দমা ক্রোটআপীল ও সদরে উপস্থিত হয় তাহাতে পষ্ট লিখিত ও প্রমাণ হইয়া ছিল যে রেস্পাণ্ডেণ্ট পরমানন্দ রায়ের পোষ্যপুত্র এমতে নুটীস জারী কালিন রেস্পাণ্ডেণ্ট যে পরমানন্দের উত্রাধিকারি রাষ্ট ছিল তাহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই অতএব প্রতিমাসুন্দরীকে পরমানন্দের উত্রাধিকারি বলিয়া তাহার প্রতি নুটীস জারী করায় বিধিপূর্ব্বক হয় নাই বিশেষত প্রতিমা সুন্দরী রাজা উদ্বন্তসিংহের নালিশি মোকদ্দমার জওাবে লিখিয়া ছিলেন যে যদ্যপি উক্ত জমিদারি সদরে তাহার নামে লেখে তত্রাপি রেস্পাণ্ডেণ্ট পোষ্যপুত্র বিধায় তাহাতে তাহারি স্বত্বাধিকার তাহার বিচার ক্রোটআপীলে হয় নাই অতএব নুটীস অসিদ্ধ ও ক্রোট আপীলের মোকদ্দমায়

ষ্টা ১৬
১৮৪১
ানের

রেস্পাণ্ডেণ্ট কোন পক্ষে না থাকায় তাহার স্বত্বের হানি হইতে পারে না অপর নালিশের কাল অতিক্ত হইয়াছে বিধায় নালিশ হইতে পারে না যে আপীলাণ্ট আপত্য করে তাহাও গ্রাহ্য নহে কারণ ক্রোট আপীলে ডিক্রী হওয়া পরে তাহার অধিক অংশ রেস্পাণ্ডেণ্ট নাবালগ ছিল এবং প্রাপ্ত ব্যবহারের পর ৫। ৬ বৎসর পরে এই নালিশ করায় বিচারের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না এইক্ষণে ক্রোট আপীলের ডিক্রী সদরে স্বাব্যস্থ থাকার বিষয় যে আপীলাণ্ট অপর আপত্যকরে তাহার বিচার আবশ্যক এস্থলে প্রকাশ যে রেস্পাণ্ডেণ্ট নাবালগ কালিন সদরে দরখাস্ত করায় হুকুম হইয়াছিল যে নাবালগের অন্তরঙ্গ রামনারায়ণ রায় খরচার জামিন ও উকীল ফিচ দাখিল করিয়া তিনমাসের মধ্যে আপীল করিলে গ্রাহ্যহইবেক রামনারায়ণ তাহা না করায় রেস্পাণ্ডেণ্টের আপীল ডিসমিস গণ্য হইতে পারে না এমতে রেস্পাণ্ডেণ্ট সর্ব্বপ্রকারে বন্দকী জমিদারি মুক্ত করণের ও ক্রোট আপীলের ডিক্রীক্রমে ভোগ রহিত কালের ওয়াসীলাত পাওনের যোগ্য জেলা জজ্জ ওয়াসীলাতের বিষয়ে যে হুকুম দিয়াছেন তাহার কিঞ্চিত শুধারা করণ জন্য অপর হাকীমের নিকট অর্পণ হইল।

যুত ডিক সাহেব কহেন রেস্পাণ্ডেণ্টের উচিত ঐ নিষ্পত্তি অন্যথা জন্য পুনবিচারের দরখাস্তকরে

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব শ্রীযুত টকর সাহেবের সহিত ঐক্যমতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিলেন।

লাল পরমেশ্বর বক্স আপীলাণ্ট
রাজা উদন্তপ্রকাশসিংহ ..... রেঃ

পৃষ্ঠা ১৯
১৮৪১
১৬ ফিবরেল
যে মালগুজারি ভূমির সদর জমার নিরূপণহয়না তাহাতে ফেরাদী বিক্রীত মূল্যেরদাবি নাকরিয়ানিরূপাত জমার থারহারি মতেদাবির মূল্যকরায় মোকদ্দমা ননসুট হইল।

রেস্পাণ্ডেণ্টের পীতা রাজা গোপালসরণ সিংহ তালুক বগসরের সামিল মোকিমপুর গ্রামের অন্তর্গত দাএরা ভূমির দখলের প্রার্থণায় সাহাবাদের জেলা আদালতে এই নালিশ উর্থাপণ করিয়া কহে যে আসামীয়ান উক্ত ভূমি অমরপুর গ্রামের ভূমি বলিয়া দখল করে ইত্যাদি এবং বেদখল কালিনের ওয়াসীলাতের দাবি না করিয়া ঐ ভূমির তিন সনা সদর জমা ৩০০ টাকা বলিয়া দাবির মূল্য করে।

আসামী জওয়াব দেয় ঐ ভূমি তাহার তালুকের সামিল এবং বহুকাল পর্য্যন্ত অবিবাদে ভোগকরিয়া আসিতেছে।

প্রধান সদর আমীন সৈএদ মনওর আলি ১৮৩৪ সালের ২৬ দিসেম্বর বিচার করিলেন যে নালিসের আরজিতে ভূমির যথার্থ বিবরণ লিখিত হয়নাই কারণ পূর্ব্ব ফৌজদারী রোয়দাদে দৃষ্ট যে উক্ত ভূমি উভয় গ্রামের পৈয়স্তিচর কিন্তু নালিশি আরজীতে তাহা লেখে না এমতে ফেরাদীর নালিশ নানসুট যোগ্য।

এডিসনেল জেলা জজ শ্রীযুত লেন সাহেব ঐ

প্রধানের নিষ্পত্তির অন্যথায় কতক ভূমি ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করেণ।

পৃষ্টা ১৯
১৮৪১
১৬ ফিবরেল

উভয় পক্ষের দরখাস্ত মতে সদরে খাষ আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত বিস্কো সাহেব ফৈরাদীর সমস্ত দাবি ডিসমিস করেন।

শ্রীযুত ডিকসাহেব কহেন যে এই মোকদ্দমারদাবি ঐ ভূমির বিক্রীত মুল্যে হইবেক এমতে ফৈরাদীর ভুল শুধরা কারণ তেতম্মা দরখাস্ত লওন জন্য নথি নিম্নাদালতে পাঠানের যোগ্য।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন যে যে বিষয়ের উপর দাবির মুল্য হিসাব হইয়াছে তাহাতেই ভ্রম নত্তবা কেবল হিসাবের ভ্রম নহে যে তেতম্মা দরখাস্তের দ্বারা শুধরা করণ জন্য ফৈরাদী অনুমতি প্রাপ্ত হইবেক বিশেষ যে মালগুজারির ভূমি দখলের প্রার্থণা করে তাহার সদর জমার নির্দ্ধার্য্য নাহওয়ায় ফৈরাদীর উচিত ছিল সদর জমার হারহারি ক্রমে দাবি না করিয়া বিক্রীত মুল্যে দাবি করে তাহা না করায় এ মোকদ্দমা নানসুট ও নুতন নালিষ করণ জন্য ফৈরাদী অনুমতি প্রাপ্য যোগ্য।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেবের ঐক্যমতে শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেবের নিষ্পত্তি চুড়ান্ত হইল।

মসম্মাত চুত্তল আপীলাণ্ট

রমজান আলি ও মসম্মাতভিতি রেঃ

আপীলাণ্ট পাটনার দেওয়ানী আদালতে

১৮৩৫ সালের ১৫ সেতম্বর তারিখে মৃত মির সেলামত আলির স্থাবরাস্থাবর বস্তু প্রাপণের প্রার্থণায় এই মোকদ্দমা উর্থাপণ করিয়া কহে যে আপীলাণ্ট পূর্ব্বে হিন্দু ছিল মছলমান ধর্ম্মাবলম্বি হইয়া মোছলমানের রীতমত ১৮১৮ সালে ঐ মৃত মিরকে বিবাহ করিলে তাহার দেনমোহরে ঐ মির ১০০০০ টাকার কাবিননামা লিখিয়া দেয় ঐ মিরের মৃত্যুপরে তাহার সম্পত্তিতে আসামীয়ানকে ঐ মিরের পুত্র ও কন্যা বলিয়া জেলা জজ ১৭৯৯ সালের ৫ আইন ক্রমে দখল দেওয়াইয়াছেন কিন্তু আসামিয়ানের সহিত ঐ মিরের কোন সম্পর্ক ছিলনা ফৈরাদী ঐ মিরের স্ত্রী ও বিধিপূর্ব্বক উত্তরাধিকারি।

পৃষ্ঠা ২০
১৮৪১
১৫ মার্চ
হিন্দু স্ত্রী মোছলমান হওয়া অস্বীকারের পর মত মোছলমানের স্ত্রীও উত্তরাধিকারি বলিয়া তাহার সম্পত্তিতে দাবি করিয়াছিল তাহা তাহার অশুদ্ধার হেতুতে লোপ হইল।

আসামী মির সেলামত আলির সহিত ফৈরাদীর বিবাহ অস্বীকার হইয়া জওাব দেয় যে ফৈরাদী হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগে মছলমান ধর্ম্মাবলম্বি হয়নাই এনতে তাহার স্ত্রী হইতে পারে না।

ফৈরাদী আপন দাবি প্রমাণ জন্য কাবিননামা দাখিল ও শ্রুত সাক্ষীর দ্বারায় কাবিননামা ও বিবাহ প্রমাণ করিলেক।

আসামী আদালতের এক রুবকারী দাখিল করে তাহাতে প্রকাশ যে ফৈরাদী আপন ভগির সংযোগে আপন মৃত মাতার সম্পত্তি পাওন অভিলাষে ঐ কাবিননামার তারিখের পর ১২ বৎসর গতে পাটনার জেলা আদালতে দরখাস্ত করিয়া

কহে যে ফৈরাদী হিন্দুই আছে মোছলমান ধর্ম্মাবলম্বি কি যাত্যান্তর কি এমত কোন কর্ম্ম করেনাই যে তাহাতে তাহার মৃত মাতার সম্পত্তিতে যে স্বত্ব আছে তাহা লোপ হয়।

জেলা জজ শ্রীযত টেম্পীলয় সাহেব কহেন যে ফৈরাদী যে হেতুতে দাবি করে তাহা বিশেষ রূপে অস্বীকার হওয়ার পর তাহার এ নালিশ গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

সদরে আপীল হইলে আদালতের কাজি ব্যবস্থা দেন যে হেতু নথিতে ফৈরাদীর মোছলমান ধর্ম্মে অশ্রেদ্ধা প্রকাশ এমতে সরার মতে ফৈরাদীর দাবি লোপ হইয়াছে তদনুসারে শ্রীযুত ব্যারলো সাহেব জেলা নিষ্পত্তি স্থাবস্থ করিয়া খরচা আপীলাণ্টের জেম্বা করিলেন।

আনন্দরাম চক্রবর্ত্তি আপীলাণ্ট
হেয়দর আলি ইত্যাদি ... রেঃ

পার্ট ২১
১৮৪১
৩০ মার্চ
একপক্ষবাকী খাজনার সর সরি নালিশও অপর পক্ষ ঐ খাজনার কবু লতি অন্যথা

আপীলাণ্ট জেলা চট্টগ্রামের কালেক্টরিতে ব কী খাজনার দাবিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে সরসরি মতে নালিশ ও রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ খাজনার কবুলতি ও পাট্টা অন্যথা জন্য দেওয়ানীতে জাবেতা নালিশ করে সরসরি মোকদ্দমা কালেক্টর কর্তৃক আপীলাণ্টের পক্ষে ও জাবেতা মোকদ্দমা প্রধান

সদর আমীন কর্তৃক রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে নিষ্পত্তি হয়।

জেলা জজ শ্রীযুত ব্লেক সাহেব কালেক্টরের সরসরি নিষ্পত্তি অসিদ্ধ করেন।

সদরে খাষআপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন যে সরসরি নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে নালিশ না হইয়া অন্যথা হইতে পারে না এবং অন্যথা না হওয়া পর্য্যন্ত স্বাব্যস্থ থাকিবেক কবুলতি অন্যথার নালিশে নিম্নাদালত যে সরসরি ডিক্রী অন্যথা করেন তাহা তাহাদিগের ভ্রম ভিন্ন নহে এমতে ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস করিয়া সরসরি নিষ্পত্তি অন্যথা জন্য নূতন নালিশের অনুমতি দেওয়া উচিত।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন নিম্নাদালতের ভ্রমের বিষয় শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেব যাহা কহিয়াছেন তাহাতে আমি অসম্মত নহি কিন্তু আদালত কোন অনিয়ম কর্ম্ম করিলে তাহার প্রতিফল ফৈরাদীর প্রতি ঘটানো ন্যায় সিদ্ধ নহে কারণ প্রধান সদর আমীন ১৮৩২ সালের ৮ আইনের ১৪ ধারাক্রম কর্ম্ম করিলে এমত ঘটিত না এমতে মোকদ্দমার নথি নিন্নাদালতে এই আদেশে পাঠানো যায় যে যেমত কবুলতি অন্যথা হইয়াছে সেইরূপ সরসরি ডিক্রী অন্যথা কারণ তেতম্বা দরখাস্ত দাখিল জন্য প্রথম আদালত ফৈরাদীর প্রতি আদেশ করেন।

জনাজাবেতা নালিশ করিয়া উভয় পক্ষ উভয় আদালতে ডিক্রী পাইল সরসরি নিষ্পত্তি অন্যথা কারণ তেতম্বা দরখাস্ত দাখিল জন্য ফৈরাদীর প্রতি অনুমতি হইল।

শ্রীযুত ডিক সাহেবের ঐক্যমতে শ্রীযত ইস্‌র্মাথ সাহেবের মত চূড়ান্ত হইল।

শ্রীমতিলাল চাঙ্গড়ারি আপীলাণ্ট
শিবপ্রসাদ বকসী ও রামপ্রসাদ
বকসী ও গৌরি সিংহ ..... রেং

পৃষ্ট. ২২
১৮৪১
৫ আপরিল
মিথিলার সা স্ত্রানুসারেমৃত স্বামির পৈত্রীক বিভুক্ত সম্প ত্তিতে জীবদ্দ সাপর্য্যান্তভো গবান থাকন ও অবিভক্তস ম্পত্তিতে খোর পোষ পাওনের যোগ্য।

রেস্পাণ্ডেণ্ট ত্রিহুতের জেলা আদালতে আপীলাণ্ট ও অপর তিন স্ত্রীলোক অর্থাৎ ভোলা ঝাঙারি ও রাজরাণীঝাঙারি ও দণ ঝাঙারিরনামে এই নালিশ করিয়া প্রার্থণা করে যে সরবর সিংহের সম্পত্তি চকআলিয়া ওরকম ।।০ আনা মহলতালঙ্গজীওমনজা গ্রামের নিষ্কর ভূমির অদ্ধেক অংশে তাহাদিগের নামজারি করণের হুকুম কালেক্টরের প্রতি হয় আরজিতে লেখে যে ফৈরাদীগনের পিতা দয়াল সিংহ আপন পীতা সরবর সীংহের সম্পত্তির যে অর্দ্ধেক অংশ পাইয়াছিল তাহাতে ফৈরাদীগণ অবিবাদে ভোগবান আছে এবং তাহাদিগের পীতার ভ্রাতা রঘবর সীংহের পুত্র ঈশ্বর দত্ত যে অর্দ্ধেক পাইয়াছিলেন তাহাও তাহাদিগের প্রাপ্য কারণ ঐ ঈশ্বর দত্ত ঐ অর্দ্ধেক অংশে জিবৎমান পর্য্যন্ত ভোগবান থাকিয়া সন১২৪০ ফষলিতে নিঃসন্তান ভোলা ঝাঙারি ও রাজরাণীঝাঙারি দুইস্ত্রীরাখিয়া লোকান্তর হয় কিন্তু উক্ত অংশে তাহাদিগের নামজারির দরখাস্ত করায় আসামিয়ানের আপত্য মতে কালেক-

টর সাহেব দেওয়ানীতে নালিষের আদেশ করিয়াছেন।

রাজরাণী জমারি ভিন্ন অপর আসামীয়ান জওয়াব দেয় যে সরবর সিংহের সম্পত্তি মাজের কর্ম্মকর্ত্তাকর্ত্তৃক বিভাগ হইয়া তাহার দুই পুত্র দয়াল সীংহ ও রঘুবর সীংহ আপন২ অংশে প্রথক২ ভোগবান হইয়া ছিলেন রঘুবর সিংহের অংশ তাহার পুত্র ঈশ্বর দত্ত ও ঈশান দত্তে ও ঈশ্বর দত্তের অংশ তাহার স্ত্রীগণে ও ঈশান দত্তের অংশ তাহার পুত্রগণে ও পুত্রগণের অংশ তাহাদিগের স্ত্রী বণু জমারি ও নালিচী জমারিতে ক্রমে অধোগামি হইয়াছে এমতে ফৈরাদীর দাবি নিতান্ত অমূলজ।

৩ ষ্টা২২ ১৮৪১ ৫ আপরিল

প্রধানসদরআমিন মুজাআবদল্লা দেশ বিচার করিলেন প্রমাণ যে মুনজা গ্রামের নিষ্কর ভূমিব্যতিরেক অপর সম্পত্তি দয়াল সীংহ ও রঘুবর সিংহ উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিভাগ হইয়াছে এমতে বিভুক্ত সম্পত্তির দাবি ডিসমিস ও অবিযুক্ত সম্পত্তির দাবি ডিক্রী যোগ্য।

জেলা জজ শ্রীযুত ডেশুট সাহেব ফৈরাদীর পক্ষে সমস্ত সম্পত্তির ডিক্রী করিয়া ঈশ্বর দত্তের স্ত্রী ও ঈশান দত্তের পুত্রবধুর পক্ষে খোর পোষের আদেশ করিলেন শ্রীযুত ডেশুড সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত ওগুফিণ্ড সাহেব জজ হইয়া পুন বিচারের

অনমতি প্রাপ্তান্তর অপর কারণে শ্রীযুত ডেশ্বুড সাহেবের নিষ্পত্তি সাব্যস্থ করেন।

পৃষ্টা ২২.
১৮৪১
৫ আপরিল

ঈশান দত্তের পুত্রবধু লালচী ঈমারির দরখাস্ত মতে সদরে খাষ আপলি গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত বিস্কো সাহেব কহেন ফৈরাদী নালিষ করে যে বিভাগ হয় নাই কিন্তু কতক সম্পত্তির বিভাগ হওয়া সম্পূণ প্রমাণ এমতে জেলা নিস্পত্তির অন্নথায় ফৈরাদীর দাবি ডিস মিস যোগ্য।

শ্রীযুত নিঃ ওয়ায়নর সাহেব কহেন যে পণ্ডিতের ব্যবস্থা মতে আপীলাণ্ট জিবদ্দসাপর্য্যন্ত বিভুক্ত বস্তুতে ভোগবাণ থাকিতে পারেন কিন্তু অবিভুক্ত সম্পত্তিতে পারেননা এমতে জেলা নিস্পত্তি শুধারা যোগ্য।

শ্রীযুত ডিক সাহেব জেলা ডিক্রী স্বাব্যস্থ করেন।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন সরবরসিংহের দুই পুত্র দয়ালসিংহ ওরবুবরসিংহরঘুবরসিংহেরদুইপুত্র ইশ্বরদত্ত ও ঈশানদত্ত ঈশ্বর দত্তের দুই স্ত্রী বিমলা ও রাজেশ্বরি আসামি ছিল পরে লোকান্তর হয় ঈশান দত্তের দুইপুত্রের মধ্যে কণিষ্ঠপুত্র রামচরণের স্ত্রী আপীলাণ্ট বর্ত্তমান মিথিলা সাস্ত্রক্রমে স্বামির বিভুক্ত পৈত্রিক সম্পত্তিতে স্ত্রী জিবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগবান ও বিভুক্ত না হইয়া অপর অংশীর সহিত সাধারণে থাকিলে খোর পোষ পাওনের যোগ্য যে হেতু এ মকদ্দমায় মালগুজারির ভূমি বিভাগ

হওয়া প্রমাণ এমতে আপীলাণ্ট তাহার স্বামির অংশে জিবদ্দশাপর্য্যন্ত ভোগবান থাকনের যোগ্য অতএব শ্রীযুত মিঃ ওয়ারনরের সহিত ঐক্যমতে জেলা ডিক্রী শুধারা হইল।

রসীকচন্দ্র নেউগী আপীলাণ্ট
উমাচরণ ও গোপীকৃষ্ণ ও
নবিনকৃষ্ণ বাড়ুয্যা রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ২৫
১৮৪১
৮ আপরিল
একতমসুকের অধিক খাত কের মধ্যে অনেক শুপ্রেম ক্রোটের অধিন থাকায় তাহার নামে ঐ ক্রোটে নালিশ হওয়ায় অপরের নামে জেলাআদালতে নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক না।

আপীলাণ্ট তমশুকী বাবুদি মায় শুদ ১৭৬৮৩ টাকা পাওন জন্য ২৪ পরগণার দেওয়ানী আদালতে এই নালিষ করে।

আরজিতে লেখে যে রেস্পাণ্ডেণ্টগন এক তমশুকে ১০০০০ টাকা কর্জ্জকরিয়া টাকা না দেওয়ায় তাহাদিগের মধ্যে উমাচরণ কলিকাতায় থাকায় কেবল তাহার নামে শুপ্রেমকোর্টে নালিষ ও ডিক্রী পাইয়া কলিকাতার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কতক টাকা পাইয়াছে এইক্ষণে সমস্ত আসামীয়ানের নামে জেলায় নালিষ করিয়া সকলের জায়দাদ হইতে টাকা আদায়ের প্রার্থণা করে।

আসামিয়ান গোপীকৃষ্ণ ও নবিনকৃষ্ণ জওয়াব দেয় যে তাহারা ঐ খতের দাইক নহে কারণ উমাচরণ তাহাদিগের নাম আপন২ হস্তে লিখিয়া দস্তখত করিয়াছেন তাহারা তৎকালীন নাবালগ ছিল।

উমাচরণ জওয়াব দেয় যে ১৭৯৩ সালের ৩

পৃষ্ঠা ২৫ আইনের ১৬ ধারাক্রমে এ নালিষ গ্রাহ্য যোগ্য
১৮৪১ নহে যেহেতু এ মোকদ্দমার বিচার পূর্ব্বে উপযুক্ত
৮ আপরিল আদালতে হইয়াছে।

জেলা জজ শ্রীযুত বিক্সোসাহেব কহেন আসামিয়ানের মধ্যে উমাচরণের নামে শুপ্রেমক্রোটে পূর্ব্বে নালিষ হইয়াছে এক্ষণে ঐ তিন আসামীর নামে জেলায় অপর নালিষ হইতে পারে না তাহা হইলে শুপ্রেম ক্রোটের বিচারের প্রীতি হস্তনিক্ষেপ করা হয় যাহা জেলা আদালতের ক্ষমতার অতিক্রম এ মতে উমাচরণের বিপক্ষে ডিক্রীজারির হুকুম দিয়া অপর আসামীয়ানকে মুক্ত করিলেন।

সদরআপীলহইলে শ্রীযুতইস্মীথসাহেব ওবেরলো সাহেব কহেন প্রমাণ হইতেছে যে আসামিয়ান সকলেই তমশুকে স্বাক্ষরকরিয়াছে এবং সাধারণে ও প্রত্যেকে ঐ তমশুকের দাইক আছে টাকা আদায় না হওয়ায় ও উমাচরণ কলিকাতায় থাকায় কেবল তাহার নামে শুপ্রেমক্রোটে নালিষ হইয়াছে ঐ ক্রোটের ডিক্রীজারিতে টাকা আদায় না হওয়ায় সমস্ত আসামীয়ানের নামে জেলা আদালতে এই নালিষ করে এবং ইহাও প্রমাণ যে আসামিয়ান গোপীকৃষ্ণ ও নবিনকৃষ্ণ খত দস্তখত কালিন প্রাপ্ত ব্যবহার ছিল তাহাদিগের নামে জেলায় নালিষের প্রতি জেলার জজ যে আপত্য করেন তাহা ন্যায়

পূর্ব্বক নহে এমতে জেলা জজ যে ঐ দুই আসামীকে মুক্ত করিয়াছেন তাহা অন্যথা হইল

মসম্মাৎ জোরাওন কুমারি আপীলাণ্ট
চৌধুরি দমনসিংহ ও মসম্মাৎ
সূর্য্যকুমারি ইত্যাদি ... রেস্পাণ্ডেণ্ট

আপীলাণ্ট আপন মৃত স্বামির সম্পত্তিতে আপন নাম কালেক্টরিতে জারি হওন প্রার্থনায় ত্রিহুতের জেলা আদালতে এই নালিশ উর্থাপন করে।

আরজীতে লেখে যে ফৈরাদীর স্বামি উপেন্দ্র সিংহ আপনসুপার্জিত ও পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভোগবান থাকীয়া ১২৩০ সালে লোকান্তর হইলে তাহার নিহিত সম্পত্তিতে ফৈরাদী ভোগবাণ হইয়া তাহার স্বামির ভ্রাতা উদাসিংহকে আদায় তহসীলের মোক্তার করিয়া উদাসিংহ বর্ত্তমানে ও তাহার মৃত্যুপরে উক্ত সম্পত্তিতে ফৈরাদীর স্বয়ং ভোগ ছিল পরে উদাসিংহের স্ত্রী সূর্য্যকুমারীর সহিত বিবাদ হওয়ায় উক্ত সম্পত্তি অর্দ্ধা অর্দ্ধি বিভাগ হইলেও তদনুসারে ফৈরাদী কালেক্টরিতে আপন নাম জারি কারণ দরখাস্ত করিলে উদয় দত্ত আপত্য করে যে উদয়সিংহ ফৈরাদীর স্বামীর সম্পত্তিতে উত্ত্রাধিকারি রূপে ভোগবান হইয়া উইল পত্র মতে উক্ত সম্পত্তি তাহাকে দান করায় সে ব্যক্তি

পৃষ্ট ২৬
১৮৪১
১৯ আপরিল
পৈত্রীক বস্তু বিভাগহওয়া প্রমাণ নাহইলে সাধারণ ভোগঅনুভব হইবেক এবং পৈত্রীক সম্পত্তিতেসাধারণ ভোগথাকিলে অবিরাস্ত্রী মিথিলা শাস্ত্র ক্রমে খোরপোষ পাওনের যোগ্য বিভুক্তসম্পত্তিতে জীবনাবধিহস্তান্তর করণ বিনে উপস্বত্ব ভোগি থাকিবেক।

পৃষ্টা ২৬
১৮৩১
১৯আপরিল

তাহার উত্রাধিকারি হইয়াছে এমতে কালেক্টর নামজারীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া দেওয়ানীতে এই নালিশের আদেশ করেন ফৈরাদী কালেক্টারের হুকুম অন্যথা ও সূর্য্যকুমারীর সহিত রফার সম্পত্তিতে আপন নামজারি জন্য এই নালিষ করে।

কোন২ আসামী জওয়াবদেয় যে দায়ভাগ মতে ফৈরাদীর দাবি গ্রাহ্য নহে।

জেলা জজ শ্রীযুত ওওফিও সাহেব বিচার করিলেন যে ফৈরাদীর স্বীকারমতে প্রকাশ যে তাহার স্বামি উপেন্দ্র সিংহের মৃত্যুপরে তাহার ভ্রাতা উদয়সিংহ লোকান্তর হয় এবং ফৈরাদীর পক্ষে এমত প্রমাণ নাই যে উপেন্দ্র ও উদয়সিংহ উভয় ভ্রাতার মধ্যে উক্তসম্পত্তি বিভাগ হইয়াছিল এমতে অনুভব সিদ্ধ যে বিভাগ হয় নাই এবং মিথিলার সাস্ত্র মতে উপেন্দ্র সিংহের মৃত্যুপরে তাহার সম্পত্তি তাহার ভ্রাতাকে অর্শিয়াছে ঐ ভ্রাতার অবর্ত্তমানে তাহার স্ত্রী অধিকারি ফৈরাদী কেবল খোর পোষ পাওনের যোগ্য উদাসিংহের স্ত্রীর সহিত যে আপোষ নিষ্পত্তি হয় তাহা কোন মতেই সিদ্ধ নহে কারণ সূর্য্যকুমারী জিবনাবধি ভোগের স্বত্বাধিকারি ফৈরাদী কেবল খোর পোষ পাওনের যোগ্য এমতে ফৈরাদীর নালিষ ডিসমিস যোগ্য।

সদর আপীলে শ্রীযুত ইস্মিথ সাহেব কর্তৃক জেলা নিষ্পত্তি স্থাযস্থ হইল।

মহম্মাত আমিনা ও মহম্মদ আমির
ও সেরজান বিবি .... আপীলাণ্ট
কত্ত খাঁ .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ২৭
১৮৪১
২০ আপরিল
মোছলমান স্ত্রীর স্বামির বর্ত্তমানে অপর বিবাহ অসিদ্ধ ঐ স্ত্রীর সম্মত না থাকিলেও দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক তাহার স্বামিকে অর্পণ করা হইবেক।

রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন স্ত্রী মহম্মাত আমিনাকে পাওন জন্য ময়মনসিংহের জেলা আদালতে এই নালিশ উর্থাপন করে আরজীতে লেখে যে গগণ ঠাঙ্গর নামক একব্যক্তি ১২৩১ সালের আশ্বীন মাসে রীতমত কাবিন নামা লিখিত হইয়া তাপন কন্যার সহিত ফৈরাদীর বিবাহ দিয়া ছিল এবং ৭ বৎসর পর্য্যন্ত ফৈরাদীর সহিত সহবাসে থাকা পরে ১২৩৮ সালে ঐ আমিনার মাতা সেরজান বিবি ঐ আমিনাকে লইয়া আপন নিকট রাখে নানামত চেষ্টায় না পাওয়ায় অপরের সহিত তাহার স্ত্রীর বিবাহের সম্ভবনা জানিয়া এই নালিশকরে

আসামীয়ান জওাব দেয় যে ১২৩১ সালে আমিনার বয়ক্রম ৩ বৎসর ছিল ফৈরাদী বলপূর্ব্বক সেরজান বিবি ও তাহার কন্যা আমিনাকে ধৃতকরিয়া আটক রাখিয়া ছিল এমতে তাহার দরখাস্ত পোলিষে হইয়াছিল অসঙ্গতি ক্রমে তদ্বির হয় নাই ১২৪৩ সালে ঐ আমিনার পীতা গগণ ঠাঙ্গরের মৃত্যু হইলে ঐ আমিনার মাতা তাহার বিবাহ মহম্মদ আমিরের সহিত দিয়াছে।

প্রধান সদর আমীন মৌলবি জলালদ্দিন ১৮৩৮

পৃষ্ঠা ২৭ ১৮৪১ ২০ আপরিল

সালের ২১ আপরিল তারিখে বিচার করিলেন প্রমাণ যে গগণ ঠাঙ্গর ও সেরজান বিবি ফৈরাদীর স্থানে ১২৩১ সালের আষাঢ়ে ২০০ টাকা লইয়া তাহাদিগের কন্যা আমিনার সহিত বিবাহ দিয়াছে এবং সরারমতে বৈধিক কর্ম্ম হইয়া ৭ বৎসর পর্য্যন্ত স্বামির সহিত সহবাসে ছিল আরু প্রমাণ যে একবাঁদির যোগে রাত্রকালে আমিনা তাহার স্বামির বাটী হইতে বলপূর্ব্বক আনিত হইয়া মহম্মদ আমিনার সহিত বিবাহহইয়াছে এমতে দ্বিতীয়বার বিবাহ তসিদ্ধ আমিনা তাহার স্বামিকে অর্পণ করা হয়।

জেলা জজ শ্রীযুত টরণ সাহেব ঐ প্রধানের নিষ্পত্তি সাব্যস্থ করেণ।

সদরে খাসআপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত বিঙ্কো সাহেব অভিমত করিলেন যে মোকদ্দমার বিশেষ গতিকে ফৈরাদী আমিনাকে পাইতে পারেনা কেবল ক্ষতি পূরণের ডিক্রী পাইতে পারে।

শ্রীযুত ডিক সাহেব ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস করিয়া ক্ষতিপূরণ জন্য নালিশের অনুমতি করিলেন

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন এই মোকদ্দমা ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারাক্রমে সরার মতে নিষ্পত্য যোগ্য এমতে প্রশ্নক্রমে প্রধান কাজী ফত্ত্বয়া দেন যে আমিনার বিবাহ সরার মতে বিধিপূর্ব্বক হইয়াছে এইক্ষণে ফৈরাদী আমিনাকে ত্যাগ না করিলে আমিনা অপর বিবাহ করিতে পারে না

আমিনা সম্মত না থাকিলেও তাহার স্বামিকে অর্পণ হইবেক ঐ ফতয়া ও সদরের রিপোর্টের ৫ পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠার লিখিত আবদুল ও হাবের সহিত মসম্মাত হিন্দুর মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যানুসারে শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি সাব্যস্থ করিলেন।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেবের ঐক্যমতে শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইল।

হেজর সাহেব ... আপীলাণ্ট
মহারাণী কমলকুমারী ... রেঃ
মহারাণী কমলকুমারী ... আঃ
হেজর সাহেব ... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পর্ট্টা ২৯
১৮৪১
২২ আপরিল
আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তি প্রতিপক্ষের প্রতি অপমানের কথা লিখিলে যদ্যপি ঐ আদালতকে অবিজ্ঞা করনজন্য দণ্ড যোগ্য তত্রাপি তাহার নামে অপর নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না।

মহারাণী মাজিষ্টরীতে যে এক দরখাস্ত করেন তাহাতে হেজর সাহেবের প্রতি কদউক্তি ও অপমানের কথা লেখায় তাহার ক্ষতি পূরণ জন্য হেজর সাহেব ১০০০০ টাকারদাবিতে জেলার দেওয়ানী আদালতে এই নালিশ করেন।

প্রকাশ যে মৃত বর্দ্ধমান রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রী বসন্তকুমারীর পক্ষে হেজর সাহেব ফৌজদারীতে এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে ঐ রাজার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী ঐমহারাণী ও দেওয়ান প্রাণচাঁদ রায় ঐ বসন্ত কুমারিকে অবিধিপূর্ব্বক আটক রাখিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তরে ঐ মহারাণী যে সমস্ত কথা ব্যক্ত করেন তৎ

ঘটীত এই মকদ্দমা উর্থাপন হয়।

পৃষ্টা ২৯ আসামী উক্ত কথা ব্যক্তকরা স্বীকার পূর্ব্বক কহেন যে
১৮৪১ আপন জওয়াবের পোষকতায় লিখিত হইয়া ছিল।
৫ আপরিল জেলা জজ শ্রীযুত ওয়াইট সাহেব অভিমত করিলেন যে যেহেতু আসামী উক্ত কথা কহন বিষয়ে নির্দ্দোষী হওনের উপায় কীছু করিলেক না এমতে ফৈরাদীর ক্ষতি পুরন জন্য ৫০০ টাকা ও খরচার ডিক্রী হয়।

হেজর সাহেব ক্ষতি পুরন ন্যুনহওয়া ও মহার ণী এমত মোকদ্দমা বিচার যোগ্য নহে বিধায় উভয় সদর আপীল হইলে।

শ্রীযুত নিঃ ওয়ারনর ও শ্রীযত ইশ্মীথ সাহেব বিবেচনা করিলেন ফৈরাদী আসামীর প্রতি ফৌজদারিতে যে দাবি করিয়াছে ও তাহার প্রত্যুত্তরে আসামি যে উক্ত কথা কহিয়াছে তাহা অন্যায় ও আদালতকে অবিজ্ঞা করণ জন্য মাজিষ্টর কর্তৃক দণ্ডের যোগ্য ছিল কিন্তু তজ্জন্য ফৈরাদি মাজিষ্টরিতে কোন দরখাস্ত করে নাই এইক্ষণে উক্ত কদউক্তি জন্য অপর নালিশ করিতে পারে কি না তাহারি বিচার আবশ্যক কিন্তু এমত বিষয়ের মকদ্দমা পূর্ব্বে সদরে হয় নাই ইংলিষ লা ও রীতির প্রতি বিবেচনা করাগেল তাহারো এমত অভিপ্রায় নহে যে মকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের দরখাস্তের লিখিত বিষয়ের ক্ষতি পরনের নালিশ মকদ্দমা

সংক্রান্ত ব্যক্তির প্রতিকূলে হয় এমতে অভিপ্রেত হইল যে দূনামের নালিশ যে হইয়াছে তাহা নালিশ যোগ্য নহে।

ফৈরাদী কহেন যে তিনি মাজিষ্টরিতে কোন পক্ষ ছিলেন না বিধায় তিনি অপর ব্যক্তি গণ্য যেহেতু তিনি বসন্তকুমারির মোক্তার স্বরূপ মাজিষ্টরের বিচার কালিন উপস্থিত ছিলেন এমতে তাহার উক্তাপত্য গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

নবকুমার চৌধুরি ইং ... আপীলাণ্ট

নবকৃষ্ণ সা .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পষ্টা ৩০

১৮৪১

২৮ আপরিল

বন্দকীবস্তুক্রয় করিয়াবন্দকী টাকা বন্দকগৃহিতার নিমিত্তে আমানত রবিলে বন্দকী বস্তু বয়বাতের প্রতি বন্দকের প্রতি সম্পূর্ণকরণ হইবেক।

রেস্পাণ্ডেণ্ট তালুক পাইকর পুরা ইত্যাদিতে ভোগবাণ হওনজন্য ময়মুনসিংহের জেলা আদালতে এই নালিশ উর্থাপন করে

আরজীতে লেখে যে উক্ত সম্পত্তির স্বামি রাম দয়াল নস্কর উক্ত সম্পত্তি ফৈরাদির নিকট বন্দক রাখিয়া ছিল মেয়াদ গতে টাকা না দেওয়ায় ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাক্রমে বয়বাতের নুটীসজারি করিলে আসামী নবকুমার বন্দকীদেনা আদালতে আমানত করিয়া কহে যে রামদয়াল নস্কর বন্দকি বস্তু তাহার স্থানে হস্তান্তর করিয়াছে ফৈরাদী তৃতীয়ব্যক্তির স্থানে টাকা না লইয়া বন্দকী বস্তু প্রমাণ জন্য এই নালিশ করে

সদর আদালতের নিষ্পত্তি।

আসামী নবকুমার চৌধুরি জওয়াব দেয় যে

পৃষ্টা ৩০ বয়বাতের পূর্ব্ব উক্ত সম্পত্তি তাহার নিকট হস্তান্তর

১৮৪১ হইয়াছে এমতে বন্দকী বস্তু মুক্তকরণ জন্য সম্পূর্ণ

আপরিল ক্ষমতা রাখে।

প্রধান সদর আমিন মৌলবি জলালদ্দিন কহেন যখন ফৈরাদীর পাওনা আদালতে আমানত হইয়াছে তখন তাহাকে লইতে হইবেক বিধায় সম্পত্তি প্রাপনের দাবি ডিসমিস যোগ্য।

জেলা জজ শ্রীযুত টরন্স সাহেব কহেন যে বন্দক দাতা ভিন্ন অপরের স্থানে ফৈরাদি টাকা লইতে পারে না এমতে ঐ প্রধানের নিষ্পত্তি অন্যথা ও ফৈরারীর দাবি ডিক্রী যোগ্য।

সদরে খাষ আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত নিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারা ক্রমে নটীসজারি কালিন কি পরে বন্দকি পত্র দাখিল হয় নাই মিছিলে দৃষ্ট হইতেছে বন্দকীপত্র না হইয়া কয়ালা লিখিত হইয়াছিল এমতে উক্ত মকদ্দমা নানশুট ও ফৈরাদী নূতন নালিসের অনুমতি পাওন যোগ্য।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন যে অপর এক মকদ্দমা আপীলে এই আদালতে উপস্থিত আছে তাহাতে আপীলাণ্টের উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর বিষয়ের সংশ্রব রাখে তাহার বিচার অসম্পূর্ণ ও অপর অনুসন্ধান জন্য জেলায় পাঠানো গিয়াছে তাহা

নিষ্পত্য না হওয়া পর্য্যন্ত এ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে না কিন্তু এ মোকদ্দমায় জেলা জজ যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার অভিপ্রায় যে বন্দক দাতার হস্তান্তর করায় বন্দকি সম্পত্তি প্রাপ্তব্যক্তি কর্তৃক বন্দকি দেনা আমানত হওয়ায় বয়বাত না হওনের প্রতি সম্পূর্ণ কারণ।

শ্রীযুত বেরলো সাহেবের সহিত শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেবের ঐক্যমতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল।

বিবি সাহেবন ... আপীলাণ্ট

বিবি হিঙ্গন ও বিবি বুধন ’রেঃ

পৃষ্টা ৩১
১৮৪১
১৮ মে

বিবাহের পণের দাবিতে মৃত মোছলমানের উত্তরাধিকারি গণের নামে নালিশ করিলেআসামীয়ানের মধ্যে কেহ স্বীকার করিলেও ঐ স্বীকারকরা ব্যক্তির বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারেনা।

আপীলাণ্ট আপন দেএন মোহর ৪১০১৬ টাকার বাকী ৩৫৮৮৯ টাকার দাবিতে ত্রিহুতের জেলা আদালতে এই নালিশ উর্থাপণ করিয়া কহে যে মৃত সা গোলাম এমামদ্দিনের সহিত তাহার বিবাহ কালিন উক্ত পণস্থির হইয়াছিল এইক্ষণে তাহার মৃত স্বামির সম্পত্তি তাহার কন্যা গণের দখলে আছে।

আসামী হিঙ্গন বিবি জওয়াব দেয় যে ফৈরাদীর পণ দশ ডেরম স্থির হইয়াছিল তাহা গোলাম এমামদ্দিন কর্তৃক দেওয়া হইয়াছে।

অপর আসামী বুধন বিবি নালিশের এত্তলা পরওয়ানা পাওয়া স্বীকার করিয়া তাহাতে লেখে যে ফৈরাদীর দাবি যথার্থ।

প্রধান সদর আমীন আবদুলওয়াহেদ খাঁ কহেন

বুধন বিবি এতলার পৃষ্ঠে যে লিখিয়াছেন তাহাতে দাবি স্বীকার প্রমান হইতে পারে না তদ্ভিন্ন ফেরাদী আপন দাবি প্রমান করিতে না পারায় তাহার দাবি ডিসমিস যোগ্য।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন সা গোলাম এমামদ্দিনের সহিত আসামীয়ানের মাতা ফেরাদীর বিবাহ কালিন যে কাবিন নামা লিখিত হয় তাহা ফেরাদী উপস্থিত করিতে পারিলেক না এবং তদ্বিষয়ের শ্রুত সাক্ষী যে উপস্থিত করে তাহাতেও প্রমাণ হইল না আসামীয়ানের পক্ষে একব্যক্তি যে এতলা পরওয়ানার পৃষ্ঠে দাবিস্বীকার করিয়াছে তাহাতেও তাহার বিপক্ষে ডিক্রী হইতে পারেনা কারণ দাবির যেরূপ গতিক তাহাতে দাবি বিভাগ অথবা একজনার পক্ষে ডিসমিস ও অপরের বিপক্ষে ডিক্রী সম্ভবে না যে হেতু উভয়েই কন্যা তুল্য রূপে পীতার সম্পত্তিতে ভোগবাণ আছে বিশেষ বধন বিবির স্বীকার করা পষ্ট সাজস বোধ এমতে নিম্নাদাতের ডিক্রী স্বাব্যস্ত যোগ্য।

রামরতন রায় ইত্যাদি আঃ
সম্ভুচন্দ্র রায় রামমোহন ঘোষাল
ও আশুতোষ দেব ...... রেঃ

পৃষ্ঠা ৩২.
১৮৪১
২০ মে
বন্দকীবস্তু বয়
বাবত মোক

আপীলাণ্ট বন্দকী বস্তু বয়বাত জন্য রেস্পাণ্ডেণ্ট

সম্ভুচন্দ্র রায়ের নামে এই নালিশ জেলা ২৪ পরগ- ণার দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করে।

আসামী উপস্থিত হইল না।

রামমোহন ঘোষাল ও আশুতোষ দেব আপত্য করে যে সম্ভুচন্দ্র আসামীর স্থানে ডিক্রী বাবুদী তাহা দিগের অনেকগুলিনটাকা পাওনাআছেএবংপ্রার্থণা করে যে তাহাদিগের হক রক্ষা পায়।

প্রধানসদরআমীন মৌলবী হফিজদ্দিনখাঁ কহেন যে বন্দকথাকা সম্পূর্ণ প্রমাণ ও বয়বাত হওন জন্য নিয়মিতউদ্যোগকরা হইয়াছে এমতেফেরাদীরদাবি ডিক্রী যোগ্য মোজাহেমেরা সম্ভুচন্দ্রের অপর বস্তু ক্রোক বিক্রয়েরদ্বারায় আপন পাওনা আদায়করে।

মোজাহেমেরা জজ আপীল করিলে এডিসনল জজ শ্রীযুত গ্রেণ্ট সাহেব বিচার করিলেন যে আপী লাণ্ট গণ সম্ভুচন্দ্রের বিপক্ষে যে ডিক্রী পাইয়াছে ঐ ডিক্রীর টাকা উড়াইবার নিমিত্তে যে বাদী ও আসা- মী একযোগ হইয়া এই নালিশ করিয়াছে এমতে ঐ প্রধানের নিষ্পত্য অন্যথা যোগ্য।

দেনায় মোজাহেমের আপত্য অগ্রাহ্য হইলে মোজাহেম আপীল করিতে পারিবেক।

সদরে খাষ আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি বহাল্য করেন।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন সদর আদা- লতের রিপোর্টের ৫ পুস্তকের ২৯৬ পৃষ্ঠার লিখিত এমদাদ আলি ও কাদের বক্স ইত্যাদির মোকদ্দমা

ক্রমে রামগোপাল ও আশুতোষ দেব আপন হক রক্ষার্থ জজ আপীল করিতে পারে এবং ফৈরাদী যে বন্দকের নালিশ করে তাহা নিতান্ত চাতুরি এমতে জজের নিষ্পত্তি সাব্যস্থ যোগ্য।

শ্রীযুত রিড সাহেব উক্ত পুস্তকের ৩০৪ পৃষ্ঠার লিখিত আইমন বিবির সহিত এবরাহিম খাঁর মোকদ্দমা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনরের নিষ্পত্তি সাব্যস্থ করিলেন।

পৃষ্ঠা ৩১
১৮৪১
২৭ মে
দায়ভাগ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় যদি কেহ আপত্য করে যে তৎসংক্রান্ত বস্তু আসামীর পীতার দেনার ডিক্রী জারীতে ক্রয় করিয়াছে তত্রাপী ঐ বস্তু উভয় বিবাদির মধ্যে নিষ্পত্তি হইয়া মোজা

শ্রীমতি শুর্য্যকুমারি আপীলাণ্ট
দৃষ্ট দমন সীংহ ও শ্রীমতি
জোরাওর কুমারি…রেস্পাণ্ডেণ্ট.

আপীলাণ্ট আপন মত স্বামির সম্পত্তিতে কালেক্টরি সেরেস্তায় আপন নাম জারিকারণ ত্রিহুতের জেলা আদালতে এই নালিশ উর্থাপন করে।

আরজিতে লেখে দৌলত ওর সীংহের দুই পুত্র উপেন্দ্র সিংহ আসামী জোরাওর কুমারির স্বামি ও উদাসিংহ ফৈরাদি সূর্য্যকুমারির স্বামি দুই সহদর সাধারণে অবিভক্ত পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভোগবাণ ছিলেন উপেন্দ্র সিংহের লোকান্তরে তাহার অবিভক্ত অংশ দায়ভাগ মতে ফৈরাদির স্বামিকে অর্শে ফৈরাদীর স্বামির মৃত্যুপরে ফৈরাদীকে বর্ত্তে কিছুকাল পরে উভয় অংশীর মধ্যে বিবাদ হইয়া

ফৈরাদী আপন স্বামি ও দেবরের উভয় অংশে আপন নামজারিকারণ কালেক্টরিতে দরখাস্তকরেএবং ফৈরাদীর স্বামির অন্তরঙ্গ দষ্টদমন সিংহের পিতা উদয় দত্ত আপত্য করে যে উদয়সিংহ উইলপত্র ক্রমে তাহাকে দান করিয়াছে এমতে কালেক্টর ফৈরাদীর দাবি অগ্রাহ্য করিয়া দেওানীতে নালিশ করিতে কহেন।

হেমিআপত্য অপব নালিশে নিষ্পত্তি হইবেক।

আসামিয়ান দাবি অস্বীকার হইয়া জওাবদেয় যে দায়ভাগমতে এমত হইতে পারেনা দুষ্টদমন সিংহ অধিকান্ত কহে যে ফৈরাদীর স্বামি উদাসিংহ কর্তৃক এক উইলপত্র তাহার পিতা উদয় দত্তের পক্ষে লিখিত হইয়াছে।

জেলা জজ শ্রীযুত ওগুফিগু সাহেব দুষ্ট দমনের কথিত উইলপত্র অগ্রাহ্য করিয়া কহেন যে হেতু সন্তান অভাবে মৃত স্বামির সম্পত্তিতে স্ত্রীর জিবনাবধি অধিকার এমতে ফৈরাদীর দাবি ডিক্রী যোগ্য কেবল হয় পরপুসা নামক একগ্রামে আচম্বিত লাল মোহন্তের আপত্যক্রমে ঐ ডিক্রীর অন্তর্গত করিলেন না।

ঐ গ্রামের দাবিতে সদর আপীল হইলে আচম্বিত লাল জওাব দেয় যে উদয় দত্তের প্রতিস্থলে ডিক্রীজারির নিলামে উক্তগ্রামের এক অংশ ক্রয় করিয়াছে।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন যে জেলা জজ যে

হয় পুরপুসাগ্রাম ব্যতিরেক ডিক্রী করিয়াছেন তাহা বিধিপূর্ব্বক হয়নাই তাহার উচিতছিল উদাসিংহের দখলি অপর বস্তু যেমত উভয় বিবাদির মধ্যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন উক্ত গ্রামও সেইরূপ উভয় বিবাদির মধ্যে নিষ্পত্তি করেন তবে ঐ ডিক্রীজারি কালিন কেহ আপত্য করিলেও আপত্যের প্রতি বলবত কারণ থাকিলে ৭৪৪ সংখ্যা কনেষ্ট্রকসন মতে ঐ আপত্যকারির প্রতিস্থলে ঐ ডিক্রীজারি না করিয়া ডিক্রীদারকে জাবেতা নালিসের আদেশ করেন এমতে জেলা ডিক্রী শুধারামতে যেরাদির সমস্তদাবি ডিক্রী যোগ্য।

শ্রীযুত রিড সাহেবের ঐক্যমতে তাহাই চূড়ান্ত হইল।

মহম্মাত উজিরন …… আপীলাণ্ট
মহম্মদ হোসেন খাঁ রেস্পাণ্ডেণ্ট
মহম্মাত উজিরন …… আপিলাণ্ট
মহম্মাত খবরন…… ইং রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্টা ৩৪
১৮৪১
৭ জুন
মৃতমোছলমানের স্ত্রীদেএন মোহরের দাবিতে আদালতের ডিক্রীকি মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারির সম্মত ব্যতি

রেস্পাণ্ডেণ্ট গণ মৃত দোস্তালি খাঁর নিস্থিত সম্পত্তি পাওন জন্য এই দুই নালিশ আপীলাণ্টের নামে জেলা বেহারের দেওয়াণী আদালতে উর্থাপন করিয়া কহে যে তাহারা ঐমৃত ব্যক্তির উত্রাধিকারি কিন্তু ঐ মৃতব্যক্তির স্ত্রী আপীলাণ্ট আপন

দেএন মোহরের দাবিতে ১৭৯৯ সালের ৫ আইন ক্রমে দেওাণী আদালতের হুকুমে দখল করে ঐ হুকুম ও আপীলাণ্টের দখল অন্যথাজন্য রেস্পাণ্ডেণ্ট কতৃক এই নালিশ হয়।

রেক তাহার স্থাবর সম্পত্তিতে ভোগবান হইতে পারেন মেকনাটনের সংগ্রেহের ২৭৫ পৃঃ দৃঃ

প্রধান সদর আমিন ফতে আলি খাঁ ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী দেন।

সদর আপাল হইলে শ্রীযুত রাটরি সাহেব কহেন ফৈরাদীরা দাবি করে যে তাহারা মৃত দোস্ত আলিখাঁর উত্রাধিকারি কিন্তু আসামীয়ান দেএন মোহরের দাবিতে আদালতের হুকুমে দখল পাইয়াছে উত্রাধিকারিরা তাহাতে আপত্য করে যে হেতু সরার মতে মৃত মোছলমানের স্থাবরের বস্তু উত্তরাধিকারির সম্মত কি আদালতের ডিক্রী ব্যতিরেক দেএন মোহরের পরিবর্ত্তে তাহার স্ত্রী পাইতে পারেনা এমতে দেএন মোহর যথার্থ কি অযথার্থ তাহার প্রমাণ জন্য ঐ বিধবা কে নালিশ করিতে হইবেক এইক্ষণে ১৭৯৯ সালের ৫ আইন ক্রমে সরসরি বিচারে যে উত্রাধিকারিরা ভোগ রহিত হইয়াছে তাহাতে পুণর্ব্বার ভোগ স্থাপন ও আপীল ডিসমিস যোগ্য।

শিব গোলাম সিংহ আপীলাণ্ট

শুলতান সিংহ .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ৩৫ ১৮৪১ ১২ জুন

আপীলাণ্টের সম্পাত্তি আদালতের হুকুমে

ডিক্রী জারি ক্রমে নিলাম

হওয়াসম্পত্তির বিক্রয়অসিদ্ধ জন্য ঐ সম্পত্তির স্বামিকর্ত্তৃক আপত্যের দরখাস্ত প্রথমত আপীলআদালতে১৮২৫ সালের ৭আইনের ৫ধারামতে অগ্রাহ্য হইলেও জাবেতানালিশের প্রতিউক্তাইনকি ১১২৯ সংখ্যক কথে ষ্ট্রুকযথে নিষেধ নাই।

ডিক্রীজারিতে সাহাবাদের কালেক্টর কর্ত্তৃক নিলাম হওয়ায় ও রেস্পাণ্ডেণ্ট ক্রয় করিলে বেজাবেতা নিলাম হওয়ার আপত্যে ঐ নিলাম অন্যথার প্রার্থনায় আপীলাণ্ট বারম্বার মুতফরকা দরখাস্ত করিয়াছিল তাহা গ্রাহ্য না হওয়ায় ঐ নিলাম অন্যথা জন্য এইনালিশ সাবাদের জেলা আদালতে উপস্থিত করিয়া আর২ আপত্যের মধ্যে কহে যে নিলামের নুটীস আইনের নিরূপিত সময়ের মধ্যে জারি হয় নাই।

প্রধাণ সদর আমীন সৈয়দ মনওর আলি ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রীকরিলে জজাপীলে এডিসনল জজ শ্রীযুত ফ্রেঙ্ক সাহেব তাহা অন্যথা করিয়া কহেন যে নিলাম সংক্রান্ত এমত অনিয়ম প্রমাণ নাই যে নিলাম অন্যথা হইতে পারে।

সদরে খাষ আপীল হইলে শ্রীযুত মিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন যে আপীলাণ্টের সম্পত্তি বাবু দয়াল সিংহের প্রাপ্ত ডিক্রী জারিতে ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন ক্রমে ১৮৩৫ সালের ১৬ জুলাই তারিখে কালেকটর কর্ত্তৃক নিলাম ও ঐ নিলাম অন্যথা জন্য আপীলাণ্টের দরখাস্ত জেলা আদালতে অগ্রাহ্য হইলে সদর আপীল করে তাহাও শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেবের বিচারে অগ্রাহ্য হয় পুনর্ব্বার জেলায় দরখাস্ত করিলে জজ তাহাতে হুকুম লেখেন যে জাবেতা নালিশ ভিন্ন আপীলাণ্টের উপায় নাই কিন্তু জজ যে এমত হুকুম লেখেন তাহাতে তাহার

সাধ্যাতিরেক কারণ উভয় বিবাদির যে বিরোধ ডিক্রীর সহিত সংশ্রপ রাখে ও তাহাতে যে হুকুম হয় তাহা অন্যথা জন্য ১১২৯ সংখ্যা কনেষ্ট্রকসন মতে অপর নালিশ হইতে পারেনা এবং ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণ মতে প্রথম আদালতের হুকুমের প্রতি ২ প্রকরণের লিখিত সরাসরি আপিল ভিন্ন জাবেতা নালিশের বিধি নাই এমতে ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস যোগ্য।

পৃষ্ঠা ৩৫
১৮৪১
১২ জুন

যেহেতু আইন সংক্রান্ত বিবাদ এমতে অপর দুইজজের একত্র বৈঠকের বিবেচনা যোগ্য।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব ও শ্রীযুত বারলো সাহেব কহেন যে ১১২৯ সংখ্যা কনেষ্ট্রকসন এ মকদ্দমায় সংশ্রপ রাখেনা তাহা কেবল যে বিষয় নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহারি জারি বিষয়ে সম্পর্ক রাখে বাবু দয়াল সিংহ ও আপীলাণ্টের সহিত যে বর্ত্তমান মকদ্দমা উপস্থিত তাহা কোনমতে উক্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তির সহিত সংশ্রপ রাখে না ডিক্রীজারি দ্বারা নিলাম অন্যথা জন্য যে এই মকদ্দমা উর্থাপন হইয়াছে তাহা নিতান্ত প্রথক বিষয় ও নালিশ উর্থাপনের বিশীষ্ঠ হেতু অপর ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ ধারা জারির পূর্ব্বে কেবল জাবেতা নালিশের দ্বারায় বেজাবেতা নিলাম অন্যথা হইত উক্ত ৫ ধারাক্রমে যে সরসরি অনুসন্ধানের নিয়ম হইয়াছে তাহা জাবেতা নালিশের পরিবর্ত্তে গন্য কি

অনিয়ম নিলামের আপত্য সরাসরি বিচারে অন্যথা হইলে জাবেতা নালিসের প্রতিবন্ধক হইতে পারেনা যে হেতু মকদ্দমার গতিকে প্রকাশ যে নিলামের নুটীশ ৩০ দিন পূর্ব্বে জারি না হইয়া ২৮ দিন পূর্ব্বে জারি হইয়াছে এমতে এমত নিলাম বিশেষ অবিধি অবশ্য অন্যথা যোগ্য অতএব জেলা নিষ্পত্তির অন্যথায় আপীল ডিক্রী হইল।

রামতনু মণ্ডল ... আপীলাণ্ট
গঙ্গানারায়ণ বাড়ুয্যা ইং রেঃ

পষ্ট ৩১
১৮৪১
১৬ জুন
ভুম্যাধিকারি কর্ত্তৃক নিষ্কর ভুমি বাজে আপ্তের মোকদ্দমায় নিষ্করভূমির দাবির নিয়মানুসারে দাবিনা করিয়া একসনা উৎপন্নের দাবিতে নালিশকরায় ফেরাদীর দাবি নাস্‌শুট হইল।

আপীলাণ্ট ১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারাক্রমে নিষ্করভূমি বাজে আপ্তের দাবিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে জেলা বর্দ্ধমানের কালেকটরিতে এক সনা উৎপন্নের দাবিতে নালিশ করিলে কালেক্টর ও জেলা জজ শ্রীযুত ইস্মিথ সাহেব স্বত্ত্বের বিচার করিয়া কালেক্টর ডিক্রী ও জজ ডিসমিস করেন।

সদরে খাষ আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত লিং ওয়ারনর সাহেব কহেন এই মকদ্দমার দাবি নিষ্কর ভূমির নিরূপিত মূল্যে না হইয়া একসনা উৎপন্নের দাবিতে হওয়ায় ৫৭৬ সংখ্যা কানেকষ্টকসন মতে অবশ্য নানশুট যোগ্য নুতন নালিশ জন্য ফৈরাদী অনুমতি পাইতে পারে।

শ্রীযুত বারলো সাহেবের ঐক্যমতে চূড়ান্ত হইল।

তিত্তরাম হালদার ইং ... আপীলাণ্ট
মৃত আসরফ খাঁর স্ত্রী পানু রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ৩৭
১৮৪১
১১ জুন

মেয়াদাতিক্তে মেয়াদিপাট্টা রবিবাদস্থলে পাট্টা উপস্থিত নাকরায় ও মোকদ্দমারঅপর গাতিকে পাট্টা দেওনিয় সরসরিমতে পাট্টাদারকে বেদখলকরণের অযোগ্য হইয়া পাট্টা অন্যথা জন্য নালিশের আদেশহইল।

রেস্পাণ্ডেণ্ট দুইবিঘা ভূমির দখল ও বেদখল কালিনের ও য়ানিলাতের দাবিতে জেলা ২৪ পরগণার দেওাণী আদালতে এইনালিশ উর্থাপন করে আরজীতে লেখে ফৈরাদীর স্বামি আসরফ খাঁ নিৰ্দ্ধিত খাজানায় আসামীর স্থানে কতক ভূমির চৌরস্থাই পাট্টা লইয়া তাহাতে এমারত করিয়াছিল তাহার মৃত্যু পরে আসামী তাহাকে বেদখল করিয়াছে।

আসামি জওাব দেয় যে ফৈরাদীর স্বামি ঐ ভূমির পাট্টা এই নিয়মে লইয়াছিল যে আসামিয়ানের প্রয়োজন হইলে এমারতের মূল্য যাহা সালিশে নিৰ্দ্ধার্য্য হইবেক তাহার সিকিঅংশ লইয়া ভূমিছাড়িয়া দিবেক এবং আপনস্বেচ্ছাপূৰ্ব্বক ছাড়িয়া দিলেই ঐ সিকিমূল্য পাইবেক আসরফ খাঁ এমারত আরম্ভ করিয়া কিছুকাল পরে মহাজনের দেনায় পলায়ন করিলে খাজানার অনেকগলিন টাকা বাকীপড়ে ঐ বাকীর বন্দবস্ত কারণ ফৈরাদীর উত্রাধিকারি গণের প্রতি আসামি ঐ জমিতে নুটীশ জারি করিয়াছিল কেহ হাজির না হওয়ায় অপারের সহিত বন্দবস্ত করিয়াছে।

জেলা জজ শ্রীযত বেরোএল সাহেব ফৈরাদীর

পক্ষে ডিক্রী করিলে সদর আদালতে আপীল হয়।

পৃষ্ঠা ৩৭ ১৮৪১ ১৭ জুন

শ্রীযুত রাটরি সাহেব কহেন যেহেতু ফৈরাদী আপন দাবিপ্রমাণ করিতে পারেনাই এমতে জেলা নিষ্পত্তি অন্যথা যোগ্য।

শ্রীযুত টকরসাহেব কহেন আপীলাণ্ট স্বীকার করে যে সেব্যক্তি ফৈরাদীর স্বামিকে উক্তভূমির পাট্টা দিয়াছে কেবল আপত্য করে যে ঐ পাট্টায় নিয়ম ছিল এবং ফৈরাদীর স্বামি বাকীপাড়িয়া পলায়ন করে কিন্তু তাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই এবং যে কবুলতি দাখিল করে তাহা জওাবের সহিত ঐক্যনহে আপীলাণ্ট গণ জওাবে যে নিয়মের কথা স্বীকার করিয়াছে তাহা গ্রাহ্য করিলেও ঐ নিয়ম সম্পূর্ণ করণ ব্যতিরেক ফৈরাদীকে বেদখল করিতে পারে না এমতে নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি স্বাব্যস্থ যোগ্য।

শ্রীযুত ডিক সাহেব কহেন অপর অনুসন্ধান জন্যনথি জেলায় পাঠান উচীত।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর কহেন ফৈরাদীর স্বামি আসরফ খাঁ বহুকালাবধি বিরধি ভূমিতে ভোগবান ছিল বিধায় শ্রীযুত টকর সাহেবের সহিত এইমাত্র ঐক্য হইতে পারি যে আসামি সরাসরিক্রমে ফৈরাদিকে বেদল করিতে পারে না নতুবা জেলা নিষ্পাত্তির লিখিত ফৈরাদীর খামির চিরস্থাই পাট্টা

প্রমাণ হওনের বিষয় ঐক্য হইতে পারিনা কারণ পাট্টা দাখিল নাই ও ফৈরাদি আপত্য করে যে তাহাতে নিয়ম ছিল এবং উভয়ের কোন পক্ষই যথা বিধি প্রমাণ করেনাই এমতে আসামি যেপর্য্যন্ত স্বাব্যস্থ না করে যে ফৈরাদী নিয়মের বহির্ভূত কর্ম্ম করিয়াছে সেপর্য্যন্ত বিরোধি ভূমি ফৈরাদীর দখলে থাকে ও আসামি পাট্টা অন্যথা জন্য নালিশ করে।

টকরসাহেবের পূণ বিবেচনায় শ্রীযুত লিঃ ওয়া-রনরের মতেই জেলা নিষ্পত্তি শুধারা হইল।

আজাইব সিংহ ইং আপীলাণ্ট

হাজি বেগম .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ৩২ ১৮৪৯ ২৩ জুন চতুসীমার মধ্যে একখণ্ড ভূমির নালিশ করিয়া নালিশের আরজীতেযতভূমিলেখে তাহারঅধিক হওাতে ওসমুদয় খণ্ড পাওনের ব্যাঘাত হইলনা

রেস্পাণ্ডেণ্ট ২০৪ /২ কাঠা নিষ্কর ভূমির দখল পাওন জন্য যাহা ১৮২৪ সালের ১৫ আইন মতে মাজিষ্টর কর্তৃক আসানীর দখলেছিল জেলা সাহা-বাদের দেওয়াণী আদালতে এই নালিশ করে উভয় বিবাদীর মধ্যে উভয় ভূমির সিমানার বিবাদ ফৈরা দী উক্ত ভূমির দাবিতে চৌহদ্দির মধ্যগত একখণ্ড ভূমি আরজিতে লিখিয়াছে এবং আসামী কহে উক্ত খণ্ড তাহার ভূমির অন্তর্গত।

প্রধান সদর আমীন মনুয়রআলি খাঁ ফৈরাদীর পক্ষেডিক্রীকরিলে জজাপীলে তাহা স্বাব্যস্থ থাকে।

ফৈরাদীর দাবিরঅধিক জেলা আদালতে ডিক্রী হওয়ার আপত্যে সদরে খাসআপীল গ্রাহ্য হইলে

রাটরি সাহেব কহেন যেহেতু নালিশ করিলে ইষ্ট্যাম্প মাশুল জন্য দাবির মূল্য করিতে হয় এমতে মাজিষ্টরি আমিন যে ২০৪/২ বিঘা জরিপ করিয়াছিল তদনুসারে ফৈরাদী এ মোকদ্দমার দাবি করিয়াছে যদ্যপি মুনছফি আমিন ২৪৩ বিঘা জরিপ করে ও তদনুসারে নিম্নাদালতে ডিক্রী হয় তাহা আরজীর লিখিত চত্তসীমার মধ্যের ভূমি ব্যতিরেক নহে এমতে নিম্নাদালতের নিষ্পত্তি স্বাব্যস্থ যোগ্য যে হেতু আপীলাণ্ট কহে দাবির অধিক ডিক্রী হইয়াছে এমতে অপর জজের নিকট অর্পণ হয়।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব কহেন যে হেতু প্রধান সদর আমীন ও জজ যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহাতে কত বিঘা ভূমি তাহার সংখ্যা নাই কেবল আরজীর চৌহদ্দিমত একখণ্ড ভূমি ডিক্রীতে লিখিত হইয়াছে এবং বিবাদ একখণ্ড ভূমি লইয়া ভূমির সংখ্যা লইয়া নহে এমতে শ্রীযুত রাটরি সাহেবের মতের ঐক্যতায় চূড়ান্ত হইল।

পৃষ্ঠা ৪০
১৮৪১
২৬ জুন

নুরন নেসা বেগম আপীলাণ্ট
নওাব সৈয়দ হোসন আলি
খাঁ .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

মবিলম্বেদেও
। যোগ্য দেএ
।মোহরেরদা

আপীলাণ্ট দেএন মোহর বাবদি ৬০০০০ টাকার দাবিতে ১৮৩৭ সালের ৬ মে তারিখে আপন স্বামি

রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে মুরসীদাবাদের দেওয়ানী আদালতে এই নালিশ করে। বিবহুকালগতে অগ্রাহ্যত

আসামী জওয়াব দেয় প্রথমত চলিতাইন মতে নালিশ উর্থাপণের কাল অতিত হইয়াছে দ্বিতীয়ত্ত সম্পূর্ণ দেএন মোহরের অদ্ধেক অবিলম্বে দেওন যোগ্য। দ্ভিন্ন দেএন মোহরের দাবি ত্যাজ্যকরা ব্যতিরেক স্বামি বত্তমানে হইবেক না।

জেলা জজ শ্রীযুত বুশুল সাহেব কহেন অবিলম্বে দেওন যোগ্য দেএন মোহরের দাবি সদর রিপোর্টের ১ পুস্তকের ১০৩ পৃষ্ঠার লিখিত নজিবুল্লার সহিত দোর দানা খাওনের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ক্রমে বহু কাল গতে গ্রাহ্য যোগ্য নহে দ্বিতীয় সরার মতে মৌলবী যে ফত্তয়া দেয় যে দেএন মোহর অবিলম্বে দেওন যোগ্য নহে তাহা স্বামি বত্তমানপর্য্যন্ত ত্যজ্য করা না হইলে পাইতে পারে না যদ্যপি এস্থানে প্রমাণ যে উভয় পক্ষ সতন্ত্রং বাস করিতেছে তত্রাপি ফৈরাদী যে ত্যজ্যকরা হইয়াছে এমত প্রমাণ নাই এমতে ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস যোগ্য।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত টকরসাহেব নিম্নাদালতের নিষ্পত্তি স্থাবস্থ করেন।

নন্দকুমার পোদ্দার হং আপীলাণ্ট

রাবিনসনসাহেব ···· রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ৪০
১৮৩১
২ জুলাই

আপীলাণ্ট নিরূপীত মূল্যে চিনির সরবরাহ করণের সওদা রেস্পাণ্ডেণ্টের সহিত করিয়াছিল ফৌজদারীম কদ্দমার খরচা পাওনের

আলিশের বিচার দেওয়াণী আদালতকরিতে ক্ষমবান নহেন।

চিনি সরবরাহহইলে ফৈরাদী কহে কোম্পানির টাকা আসামী কহে সিক্কা টাকার হিসাবে দিতে হইবেক মাল ফৈরাদীর নৌকায় থাকায় ও ফৈরাদী তাহা লইয়া যাইতে উদ্দতো হওয়ায় আসামী নদীয়া জেলার সান্তিপুরের দারগার নিকট দরখাস্ত করিলে দারগা ফৈরাদীকে আটক করিয়া সিক্কা টাকা দেওয়ায় ফৈরাদী মাজিষ্টরিতে নালিশ করিলে দেওয়াণীতে নালিশ করণ জন্য উপদিষ্ট হয় এমতে ফৈরাদী নিচের লিখিত হিসাব মতে ১২৬।/ টাকা পাওন জন্য নদীয়ার জেলা আদালতে এই নালিশকরে

কোম্পানি সিক্কাটাকার তফাত . ৫৭ ৸৶০

ফৌজদারী আদালতের ... খরচা ৬৮।৵০

১২৬।/০

জেলা জজ শ্রীযুত নিষবিট সাহেব ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত বিড সাহেব কহেন কিপ্রকার চিনি দেওনের সওদা হইয়াছিল নিম্নাদালতে তাহার কোন বিচার হয়নাই এমতে উক্ত বিষয়ের বিচারজন্য নথিফিরিয়া পাঠানের যোগ্য।

মাজিষ্টরি আদালতে খরচার বিষয় ৩৬৭ সংখ্যক কনেষ্ট্রকসনে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে এমত মকদ্দমার বিচার দেওানী আদালতে হইবেক না এমতে নিমনাদালত যে খরচা দেওনের আদেশ

করিয়াছেন তাহা অন্যথা কিন্তু ফৌজদারি আদালতে রেস্পাণ্ডেণ্টের যে খরচা হইয়াছে তাহা পাওন জন্য মাজিষ্টরের নিকট দরখাস্ত করিতে পারে।

শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব জেলা ডিক্রী অন্যথা করিয়া ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস করেন।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহের ঐক্যমতে শ্রীযুত রিড সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইল।

ডোমন সিংহ ইঃ আপীলাণ্ট
অসুর সিংহ চৌধরি ..... রেঃ

পৃষ্টা ৪১
১৮৪১
৩ জুলাই

আসামী যদি জওয়াবে আপত্যকরে যে সদর আপীল হওন জন্য ফৈরাদী দাবির মূল্য অধিক করিয়াছে তবে ১৮০৮ সালের ১৩আইনের ৫ ধারা ক্রমে তাহার বিচার করিতে ও ডিক্রীতে ডিক্রী হ

রেস্পাণ্ডেণ্ট মোকররি পাট্টাই ভূমিতে দখল পাওন জন্য ২৪ পরগণার জেলা আদালতে এই নালিশ করিয়া কহে যে যে জমিদারিতে ঐভূমি ঐ জমিদারির মালিক আসামী তাহাকে বেদখল করিয়াছে এবং বেদখল কালিনের উপস্বত্ব সম্বলিত ৫০০৭ টাকার দাবি ও আরজীর কোন ভুল শুধারা জন্য তেতম্বা দরখাস্ত করে।

আসামী দাবি অস্বীকার হইয়া জওয়াবে লেখে যে দাবির মূল্য অধিক করিয়া আরজীতে লিখিয়াছে।

প্রধান সদর আমীন রায় রাধাগোবিন্দ দাবির মূল্য ঘটিত আসামীর আপত্যের বিচার না করিয়া ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করেন।

ওয়াসল্লাত্তি বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক যেহেতু জারী কালিন অপরকাগজ দৃষ্ট করণের আবশ্যক না থাকে।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন যে নিম্নাদালতের নিষ্পত্তি যথার্থ হয়নাই কারণ ফৈরাদী যে দাবি করিয়াছে তাহার আপীল সদরে হইতে পারে আসামী যেরূপ কহে তাহা জজাদালতেই চুড়ান্ত হয় এমতে প্রধান সদর আমীনের উচিত ছিল যে পূর্ব্বে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৫ ধারা ক্রমে দাবির মূল্য ঘটিত আসামির আপত্যের বিচার করেন তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমা সদর আপীল যোগ্য ছিলকি না তাহার বিবেচনা হইত অপর যে ভূমি দখলের নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা ফৈরাদীর দাখিলি ফর্দ্দ ও তেতম্মা দরখাস্তে যাহার ঐক্যনাই বরাত দিয়াছেন ডিক্রীতে বিস্তারিত করেন নাই ইহাও এক প্রকার অসম্পূর্ণ নিষ্পত্তি কারণ যে ভূমির ডিক্রী হইবেক তাহার বিশেষ ডিক্রীতে লেখা আবশ্যক তাহা হইলে জারী কালিন অপর দলিল দৃষ্টের আবশ্যক থাকেনা এমতে উক্ত বিষয় শুধারা হওন জন্য নিম্নাদালতে প্রেরিত হইল।

আদালতের উক্ত হুকুম ক্রমে অনুভব সিদ্ধ যে আসামী কর্ত্তৃক অধিক মূল্য দাবির আপত্তা স্বাব্যস্থ ও আপীল ঘটিত প্রকারন্তর হইলে দাবি ডিসমিস নতুবা অধিক দাবির খরচা ফৈরাদীর জেম্মা করিলেই ন্যায় হইবেক।

কৃষ্ণপ্রসাদ বাড়ুয্যা ... আঃ
রামচরণ পাঁড়ে রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ৪২
১৮৭১
২১ জুলাই

একব্যক্তির বন্দকরাখাবস্তু অপরের ডিক্রী জারিতে বিক্রয় হইলে ও বন্দকী বস্তু বয়বাহু হওনের ব্যাঘাতহই বেকনা এবং কোনবিষয়ের আপত্যনাথাকিলেও বিশেষকার নাদিয়া দালতের বিযুক্তি শুধারা হইতে পারি বেক।

রেস্পাণ্ডেণ্ট মেদনিপূরের জেলা আদালতে আপীলাণ্ট ও কৃষ্ণপ্রসাদ রায়ের নামে এই নালিশ করিয়া কহে যে আসামী কৃষ্ণপ্রসাদ রায় রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে এক বৎসর মুদ্দতে ১০০০ টাকা কর্জ্জ লইয়া কোন ভূমি সম্পত্তি বন্দক রাখিয়া ছিল মেয়াদ মধ্যে টাকা না দেওয়ায় ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারা ক্রমে নটীস বন্দক দাতার প্রতি জারী করে ঐ নটীসের মেয়াদ গত হওনের পূর্ব্বে আসামী কৃষ্ণপ্রসাদ বাড়ুয্যা ঐ বন্দক দাতার নামে শুখত বাবুদী নালিশ ও একতরফা ডিক্রী করিয়া রেস্পাণ্ডেণ্টের বন্দক রাখা ভূমি নিলাম করায় রেস্পাণ্ডেণ্ট আপত্য করিলেও আদালত কর্তৃক ডিক্রীদার দেবাক টাকা পায় যে হেতু রেস্পাণ্ডেণ্টের বন্দক রাখা বস্তু নিলাম করাইয়া সমস্ত টাকা কৃষ্ণপ্রসাদবাড়ুয্যা লইয়াছে এমতে বন্দকী টাকা মায় শুদ পাওন জন্য কৃষ্ণপ্রসাদ রায় ও কৃষ্ণপ্রসাদ বাড়ুয্যার নামে ফৈরাদী এই নালিশ করে।

প্রধান সদর আমীন আবদুসমদ কৃষ্ণপ্রসাদ বাড়ুয্যাকে মুক্ত করিয়া ফৈরাদীর দাবি কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ রায়ের প্রতিজলে ডিক্রী করেন।

জজ আপীলে শ্রীযুত ইষ্কীন সাহেব কহেন যে বন্দকি সম্পত্তি বিক্রয়ের উৎপন্নে অগ্রে ফৈরাদির স্বত্ব এবং কৃষ্ণপ্রসাদ বাড়ুয্যা যে সমস্ত টাকা লইয়াছে তাহা তাহাকে ফিরিয়া দিতে হইবেক এমতে উভয় আসামির প্রতিকূলে ফৈরাদীর দাবি ডিক্রী যোগ্য।

পৃষ্ঠা ৪২
১৮৪১
২১ জুলাই

সদরে খাষ আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত বেরলো সাহেব কহেন ৮৯৮ সংখ্যক কনেষ্টকসনে আদেশ আছে যে কট-কবলাদার কেবল বন্দকি বস্তু দখলের নালিশ করিবেক কৃষ্ণপ্রসাদ বাড়ুয্যার ডিক্রীতে যে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে তাহাতে তাহার স্বত্ব লোপ হয় নাই কারণ ঐ সম্পত্তিতে কৃষ্ণপ্রসাদ রাএর যে স্বত্ব ছিল তাহাই বিক্রয় হইয়াছে বিশেষ ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৭ প্রকরণে আদেশ আছে যে নিলাম খরিদার মোজাহেমের জওাব দেহি করিবেক এমতে নিম্নাদালতের উভয় নিষ্পত্তি অন্যথা ও বন্দক গৃহীতার ক্ষমতা আছে যে রিতমত বন্দকী বস্তু বয়বাতের নালিশ করে।

যদ্যপি বন্দক দাতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিপক্ষে প্রধান সদর আমিন যে ডিক্রী করিয়াছেন তাহার প্রতিকূলে আপত্য জজ আপীল কি খাষ আপীল কোন আপীলেই হয় নাই কিন্তু ৯৯৭ সংখ্যক কনেষ্টকসন মতে সদরের ক্ষমতা আছে যে পৃথক

আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি কর্তৃত্ব করেন এমতে নিম্নাদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা ও যৈরাদীর এ দাবি ডিসমিস বন্দকী বস্তু বরবাত জন্য যৈরাদী অপর নালিশ করে।

পদ্মলোচন দাস........ আপীলাণ্ট
ইথর গরি নিএর বিবি রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ট ৪৩
১৮৪১
২৫ আগষ্ট

শুপ্রেমকোর্টের ডিক্রীক্রমে বন্দকীবস্তুতে লা আদালতের ডিক্রীতে নিলামহওয়ায় ঐ কোর্টের ডিক্রীদার ঐ বন্দকী বস্তু পুন বিক্রী জন্য নালিশ করিলে তাহা ভি হইল।

পীতর বিলিএর্ড নামক একব্যক্তি রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে ৩ তমশুক দিয়া কতক টাকা কর্জ্জকরিয়া মাতবরি জন্য ঢাকা মোকামের একবাটীর অপর বন্দকি পত্র লিখিয়া দিয়াছিল রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ পীতর বিলিএর্ডের ওশী ইলি জেবেত বিলিডের নামে শুপ্রেমকোর্টে নালিশ করিয়া ১৮২৯ সাল হইতে সতকরা ৮ হিসাবে শুদসমেত ৯৩৩৬ ।।৶২ গণ্ডার ডিক্রী ১৮৩৭ সালের ১৮ জানের তারিখে পাইয়াছিল এবং খয়রন বিবি নামক একব্যক্তি ইলিজিবিথ বিলি এর্ডের নামে ৩০০৲ টাকার নালিশ ও ঢাকার সদর আমিন আদালতে ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রীজারিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের বন্দকি বাটীতে রেস্পাণ্ডেণ্টের স্বত্ব রাখিয়া বিক্রয় করাইলে আপীলাণ্ট যে মূল্যে ক্রয়করে তাহাতে উভয় যৈরাদী ও খরবন বিবর টাকা আদায় হয় না এমতে শুপ্রেমকোর্টের ডিক্রীর সমস্ত টাকা পাওন জন্য ঐ বাটী পনর্ব্বার

বিক্রয়ের প্রার্থনায় ঢাকাজেলা আদালতে রেস্পাণ্ডেণ্ট এই নালিশ করে।

প্রধান সদর আমিন মেস্তর রেইলি ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করেন।

সদরে আপীল হইলে শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন যেপর্য্যন্ত বন্দকি বস্তু হইতে রেস্পাণ্ডেণ্টের বেবাক টাকা আদায় না হয় সে পর্য্যন্ত ঐ বস্তুতে তাহার স্বত্ব এবং আপীলাণ্ট ঐ স্বত্ব রক্ষাকরিয়া ক্রয় করিয়াছে এইক্ষণে আপীলাণ্টের স্থানে শুপ্রেমকোটের ডিক্রীর বেবাক টাকা আদায় না হইলে ঐ বাটী বিক্রয় হইয়া আদায় হইবেক এমতে আপীল ডিসমিস হইল।

লালুরাম দুলাল .... আপীলাণ্ট
সেখ মহম্মদ ইস্মাইল রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্ঠা ৪৪
১৮৪১
৭ সেতম্বর
ক নব্য ক্তিআ
শনপ্রতিকুলে
ডিক্রীস্বী কা
রক্করায় ঐ
ডক্রীর অন্য
াজনা আপা
া গ্রাহ্য যো
াহইলন।

আপীলাণ্ট তমশ্শুকি বাবুদি আসল ও শুদ ২৪০৪।৶১০ টাকার দাবিতে কটকের জেলা আদালতে এই নালিশ উত্থাপন করে।

তমশুকে লিখিত ছিল যে তিনমাস গতে ফৈরাদী আসামীর নামে নালিশ করিলে আসামী কবুল ডিক্রী দিয়া আসামির কোন ভূমি সম্পত্তির খাজানা ও অপর পাওনা ফৈরাদীর দেনায় বরাত করিয়া দিবেক আসামির অপর মহাজনের দেনাদিয়া একবৎসরের মধ্যে ফৈরা

দীর টাকা পরিসোধ না হইলে অপর কোন পাওনা টাকা বরাত করিয়া দিবেক এবং ঐ বরাত হইতে ফৈরাদী আসল টাকা আদায় করিয়া লইবেক যদি আসামি আদালতে উপস্থিত হইয়া ফৈরাদীর দাবি স্বীকার না করে তবে মোকদ্দমা এক তরফা নিষ্পত্তি ও শুদ ভিন্ন আসল টাকা ঐ তমশুকের লিখিত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আদালত আদায় করিবেন তদ্ভিন্ন ফৈরাদী অপর উপায় কি আসামির অপর সম্পত্তি বিক্রয় করাইতে পারিবেক না।

পৃষ্ঠা ৪৪
১৮৪১
৭ সেপ্তম্বর

প্রধানসদর আমিন কাজি গোলামরশুল ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করেন।

জজ আপীলে শ্রীযুত হেথরন সাহেব তাহা অন্যথা করিলে সদরে খাস আপীল হয়।

প্রকাশ যে ফৈরাদী প্রধান আমিনের নিষ্পত্তি জারিকরিলে আসামি দুইবার দাবি স্বীকার পূর্ব্বক টাকা আদায়ের মেয়াদ করিয়া পরে জজাদালতে আপীল করে এবং প্রধান সদর আমিনের ডিক্রীর দিবস হইতে ৩ বৎসর ৭ মাস গতে বিশেষ কারণে জজ আপীল গ্রাহ্য হয়।

সদর জজ শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন যে অনুভব হইতেছে যে উভয় পক্ষের মধ্যে যে নিয়ম তাহা ভ্রম প্রযুক্ত তমশুকে লিখিত না হইয়া থাকিবেক কিন্তু তদ্বিষয়ের বিচারের আবশ্যক রাখে না যেহেতু

পষ্ট প্রমাণ যে আসামি প্রধান সদর আমিনের ডিক্রীর বিচার স্বীকার পূর্ব্বক দুইবার টাকা আদায়ের মেয়াদ করিয়াছে এমতে তাহা এইক্ষণে অন্যথা করিতে পারেনা অতএব জেলা জজের নিষ্পত্তি অন্যথা ও প্রধান সদর আমিনের ডিক্রী স্থাবস্ত যোগ্য।

শ্রীযত টকর সাহেবের ঐক্য মতে চূড়ান্ত হইল।

ফিলিক্স লোপস ইত্যাদি আপীলাণ্ট
চৌধুরি ভীমসিংহ ····· রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্টা ৪৫
১৮৪১
৭ সেতম্বর
বন্দকীবস্তু বন্দকগৃহিতার দখলে নাথাকিলে বন্দক গৃহিতাকে বিক্রয়সিদ্ধজন্য নুটাসেরমেয়াদ ১ বৎসর হতে ১২ বৎসর মধ্যে নালিশ করিতে হইবেক।

রেস্পাণ্ডেণ্ট চই পরগণার শিবানন্দপুর গ্রামের দখল প্রার্থনায় ভাগল পুরের জেলা আদালতে এই নালিশ করে।

উক্তগ্রামের অধিকারি কালেশ্বর সিংহ ইত্যাদি মুরসিদাবাদ ক্রোট আপীল কৃত ফৈরাদীর প্রাপ্ত ডিক্রীরদেনা আদায় করিতেনা পারায় ১২২৯ সালের ১৬ মাঘ ইং ১৮২২ সালের ২৮ জানের তারিখে ফৈরাদীর নিকট উক্তগ্রাম বন্দক রাখিয়া লিখিয়া দেয় যে ১২৩০ সালের ৩০ ভাদ্র ইং ১৮২২ সালের ২৮ জানের তারিখে ঐ ডিক্রীর অন্দরে ৫৪৭০ টাকা আদায় না করিতে পারিলে ঐ টাকার মাতবরি কারণ যে শিবানন্দপুর গ্রাম বন্দক আছে তাহা ফৈরাদীর হইবেক ফৈরাদী ঐ একরার বন্দক পত্র

স্বরূপ জানিয়া ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারায় লিখিত নুটীস ঐ গ্রামের মালিকের নামে জারি করিয়া ১৮২৬ সালের ২০ সেতম্বর তারিখে জাবেতা নালিশ করণজন্য উপদিশ্য হইয়া ১৮৩৯ সালের ১৪ মে তারিখে পাপর পাওন প্রার্থনায় দরখাস্ত ও ১৪ আগষ্ট তারিখে নালিশের আরজী দাখিল করে যেহেত উক্ত একরারের পর আপীলাণ্ট গণ বিরোধি গ্রাম ক্রয় করিয়া ভোগবাণ আছে এমতে তাহারদিগকে এই নালিশে প্রতিপক্ষ করে। পৃষ্টা ৪৫ ১৮৪১ ৭ সেপ্তম্বর

আপীলাণ্ট কহে যেঁ বহুকাল গত বিধায় এ নালিশ গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

প্রধান সদর আমিন মৌলবি মহম্মদ মাজিদ কহেন যে ফৈরাদীর দাবি স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে এবং ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণ মতে বন্দকি বিষয়ে বহুকাল গত হওয়ার আইন খাটে না এমতে ফৈরাদীর নালিশ ডিক্রী যোগ্য।

সদর আপীলহইলে শ্রীযুত বেরলোসাহেব কহেন ৮১৩ সংখ্যক কনেষ্ট্রকষণ মতে এ নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে না কারণ পাপর গ্রাহ্য জন্য দরখাস্ত ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারা ক্রমে নালিসের আরজী গণ্য নহে বিশেষ ফৈরাদী জাবেতা নালিশ জন্য উপদিষ্ট হইয়া ১২ বৎসরগতে পাপরপাওনের দরখাস্ত করে এমতে জেলা নিষ্পত্তি অন্যথা যোগ্য।

শ্রীযুত নিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন প্রধান সদর

আমিন যে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারা৪ প্রকরণ এ মোকদ্দমায় খাটাইয়াছেন তাহা যথার্থ হয় নাই কারণ তাহা কেবল বন্দকীবস্তু বন্দকগহীতার দখলে থাকিলেই খাটীবেক নতুবা বন্দক গৃহীতাকে অবষ্য নটীসের মেয়াদ ১ বৎসর গতে ১২ বৎসর মধ্যে নালিশ করিতে হইবেক এমতে শ্রীযুত বেরলো সাহেবের মতের ঐক্যমতে চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল।

মহম্মদ হোসেন .... আপীলাণ্ট

মল্লিক নাজির হোসন ইত্যাদি রেঃ

পৃষ্ঠা ৪৬

১৮৪১

২৩ সেপ্তম্বর

প্রধান সদর আমীমের নিষ্পত্তি রেষ্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া জজঅনাথাক রায়অবিধিজন্য জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হইল।

আপীলাণ্ট ২০০ বিঘা ভূমির দাবিতে বেহারের জেলা আদালতে নালিশ করিয়া প্রধান সদর আমিনের বিচারে ডিক্রী পায়।

জজাপীলে এডিসনল জজ শ্রীযুত স্কইণ্টীন সাহেব রেষ্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া ঐ প্রধানের নিষ্পত্তি অন্যথা করেন।

সদরে খাষ আপীল হইলে শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত বিড সাহেব কহেন যে প্রতি পক্ষের প্রতি এতলা জারি না করিয়া প্রধান সদর আমিনের নিষ্পত্তি অন্যথা করায় আইন ও রিতীর অন্যথা হইয়াছে এমতে এডিসনল জজের নিষ্পত্তি অন্যথা ও রীতমত বিচার জন্য মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠানের যোগ্য।

রাজা গোপালস্বরণ সিংহ আঃ
মারটেণ্ডেল সাহেব ..... রেঃ

পৃষ্ঠা ৪৭
১৮৪১

২৭ সেপ্তম্বর বন্দকীপত্রের নিয়মমত বন্দকদাতা বন্দকগৃহীতাকে বন্দকী বস্তু দখল না দেওয়ায় বন্দক গৃহীতা কর্তৃক মেয়াদের পূর্ব্বে আসল ও সুদের দাবি ডিক্রী হইল।

রেস্পাণ্ডেণ্ট আসল ও শুদ ৪৪৩৩১ টাকা পাওন জন্য সাহাবাদের জেলা আদালতে এই নালিশ উর্থাপণ করে।

আরজীতে লেখে যে ফৈরাদীর পূর্ব্ব পুরুষ জানরেল মরটেণ্ডেস আপীলাণ্টের জায়দাদ বন্দক রাখিয়া ২০ বৎসর মেয়াদে ২৮০৬৯ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল এবং স্থির ছিল যে বন্দকী বস্তু বন্দক থাকা পর্য্যন্ত বন্দক গৃহিতার দখলে থাকিবেক বন্দকী টাকা বন্দক গৃহিতা কর্তৃক বন্দক দাতাকে বেবাক দেওয়া হইলেও বন্দক দাতা উক্ত নিয়ম মতে বন্দকী বস্তুতে দখল দেয়নাই এমতে ফৈরাদী মায়শুদ টাকা পাওন জন্য এই নালিশ করে।

আসামী জওাবদেয় যে যে টাকা কর্জ্জ দেওনের কথা ছিল তাহা আসামী পায়নাই।

জেলা জজ ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করিলে সদরে আপীল হয়।

শ্রীযুত রাটরি সাহেব কহেন জেলা নিষ্পত্তি অন্যথা যোগ্য যে হেতু উভয় সম্মতিতে ২০ বৎসর মেয়াদে কর্জ্জ লওয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার ১৪ বৎসর এপর্য্যন্ত উত্তির্ন্ন হয়নাই এমতে উক্ত দেনার নালিশ এইক্ষণে হইতে পারেনা উক্ত জায়দাদ বন্দক

গৃহীতার দখলের বিষয় কহেন যে বন্দক গৃহীতার দখলে ছিল কিন্তু তাহার মৃত্যু পরে উত্তরাধিকারি উপস্থিত না থাকায় আপীলণ্ট উক্ত জায়দাদ দখল করিয়াছে এমতে রেস্পাণ্ডেণ্টের উচিত ছিল বন্দকী মেয়াদ পর্য্যন্ত দখল থাকন জন্য নালিশ করে।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেব কহেন যে জেলা ডিক্রী স্বাব্যস্থ যোগ্য যেহেতু প্রমাণ যে বন্দকদাতা সমস্ত টাকা পাইয়াছে বন্দক গৃহীতাকে জায়দাদ দখল দেয়নাই এমতে বন্দক দাতার নিতান্ত নিয়ম ভঙ্গকরা হইয়াছে বিধায় ফৈরাদী সদর আদালতের ৫ পঞ্চম রিপোর্ট পুস্তকের ১১৭ পৃষ্ঠার লিখিত কানাইলালের সহিত নির্ম্মল পাইনের মোকমার নিষ্পত্তি ক্রমে টাকার নালিশ ও আদায় করিতে পারে।

শ্রীযুত টকর ও বারলো সাহেবের ঐক্যমতে শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনরের মত সিদ্ধ হইল।

পৃষ্টা ৪৮ আনন্দ বিহারিলাল ও পুরন্দর মেহতু আঃ

১৮৪১ শিবচরণ তেওারি ... ... রেঃ

৫ জত্তবর রেস্পাণ্ডেণ্ট সারঙ্গের জেলা আদালতে শ্রীগোবিন্দসিংহ গৌরগোবিন্দ সিংহ ওআনন্দ বিহারিলাল ও পুরন্দর মেহতু আপীলাণ্ট ও গঙ্গাদয়াল সাহুর নামে এই নালিশ করে।

আরজীতে লেখে যে মৌজে নসিরা বনওারি

ডিক্রীজারীতে কালেক্টরক র্তৃক নিলামহ ওায় নিলামিই

লালের পুত্র শ্রীগোবিন্দ সিংহ গৌর গোবিন্দ সিংহ ওজয়গোবিন্দ সিংহের এজমালি তালুকছিল শ্রীগোবিন্দ গৌরগোবিন্দ স্বয়ং ও নাবালগ ভ্রাতা জয়গোবিন্দের পক্ষে ফৈরাদীর নিকট উক্ত মৌজা বন্দক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া দেনা পরিষোধ পর্য্যন্ত উক্ত মৌজা ফৈরাদীর দখলে রাখিয়া পরে বলপূর্ব্বক বেদখল করিলে ফৈরাদী উক্ত মৌজার দখল পাওনের দাবিতে এই নালিশ করে বিচার হওনের পূর্ব্বে শ্রী গোবিন্দ সিংহ আপন অংশ ফৈরাদীকে বিক্রয় করিয়া প্রধান সদর আমীনের নিকট দরখাস্তকরিলে ১৮৩৪ সালের ২৩ জানের দিবসে নিচের লিখিত মতে ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী হয় অর্থাত উক্ত মৌজায় শ্রী গোবিন্দ সিংহের এক তেহাই অংশে খরিদ শুরত ফৈরাদীর স্বত্ব হইল ও গৌরগোবিন্দ সিংহের এক তেহই অংশে তাহার দেনা পরিসোদপর্য্যন্ত ভোগবানথাকিবেক এবং নাবালগ জয় সিংহের দেনা জেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দ সিংহের স্থানে আদায় হইবেক ইতিমধ্যে আসামী গঙ্গাদয়ালসিংহ ঐ ভ্রাতাদিগের বিপক্ষে ডিক্রী পাইয়া ঐ ডিক্রী জারিতে উক্ত মৌজা কালেক্টর কর্তৃক বিক্রয় হইলে আসামি আনন্দ বেহারি লাল ও পুরন্দর মেহতু ক্রয় করে বিক্রয় হইলে পর ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ জন্য ফৈরাদী সরাসরিতে দরখাস্ত করে তাহাতে

স্তাহার বিক্রীত গ্রামেজারী না হওয়ায় নিলাম অসিদ্ধ হইল।

জাবেতা নালিশের হুকুম হইলে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ জন্য এইনালিশ উত্থাপন হয়।

পৃষ্ঠা ৪৮ ১৮৪১ ৫ অক্টবর

আসামি আনন্দবেহারি লাল ও পুরন্দর মেহন্ত জওাব দেয় যেহেতু ঐ সম্পত্তির নিলামের ইস্তাহার কালীন ফৈরাদী আপত্য করেনাই এমতে বর্ত্তমান নালিশ গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

ফৈরাদী দর জওাবে লেখে বিক্রীত ইস্তাহার বিক্রীত মৌজায় জারি হয় নাই এমতে জ্ঞাত ছিল না।

প্রধান সদর আমিন মৌলবি ফজলল হক কহেন ১৮২৫ সালের ৭ আইনমতে সরেজমিনে ঢেঢরা করিতে হইবেক কিন্তু বিরোধি ভূমির নিলামে তাহা হয় নাই এমতে বিক্রীর পূর্ব্বে ফৈরাদী আপত্য না করাতে নালিশের প্রতিবন্ধক নাই এবং বিক্রয় পরে সরাসরি দরখাস্ত নামঞ্জুর হওায় অবশ্য জাবেতা নালিশের দ্বারা আপত্য করিতে পারে প্রথম ডিক্রী ফৈরাদী ১৮৩৪ সালের ২৮ জানের পাইয়াছে এবং গঙ্গাপ্রসাদ ঐ সালের ৫ ফিবরেল ডিক্রী জারি ও ৪ দিসেম্বর নসিরা গ্রাম ক্রোকজন্য দরখাস্ত করে যেহেতু উক্ত সম্পত্তি গঙ্গাদয়ালের নিকট বন্দক ছিলনা এমতে বিক্রয় অসিদ্ধযোগ্য।

নিলাম খরিদার সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন প্রকাশ যে ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১২ ধারাক্রমে নিলামের ইস্তাহার নসিরা

গ্রামে জারি হয়নাই এমতে বিবেচনা হইতেছে যে ফৈরাদী বিক্রয়ের পূর্ব্বে জানিতে না পারিয়া আপত্য করে নাই এমতে নিলাম অন্যথার বিষয় প্রধান সদর আমিনের নিষ্পত্তি স্বাব্যস্থ যোগ্য কিন্তু কিরূপ ডিক্রীজারি হইবেক তাহার বিশেষ না থাকায় হুকুম হইল যে উক্ত মৌজার একতেহাই ফৈরাদীর খরিদ শুরত এবং গৌর গোবিন্দ সিংহের একতেহাই অংশ তাহার অংশেরদেনা সোধপর্য্যন্ত ফৈরাদীর দখলে থাকিবেক এবং গৌর গোবিন্দ ও জয়সিংহের দুই তেহাই অংশে ফৈরাদীর স্বত্ত রাখিয়া গঙ্গাদয়ালের ডিক্রী জারিতে পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবেক. কিন্তু যেপর্য্যন্ত গৌর গোবিন্দের অংশের দেনা পরিষোদ নাহয় সেপর্য্যন্ত খরিদার দখল পাইবেক না।

শ্রীযুত টকর সাহেবের ঐক্যমতে রিট সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইল।

শ্যামলাল ঠাকুর ও হরলালঠাকুর ইং আঃ
রাধামোহন ঘোষ ... ... রেঃ

রেস্পাণ্ডেন্ট মায়শুদ ফাজীলখাজনা ৭৫২৪৮/৭৬ কড়ার দাবিতে ইং ১৮৩৪ সাল ২১ ফিবরেল বাং ১২৪০সাল১১ফালগুণ তারিখেগোপীমোহন ঠাকুরের উত্রাধিকারি নন্দকুমার ঠাকুর ইত্যাদি ও লাডলি-

পৃষ্ঠা ৫০ ১৮৪১ ও অন্তরহ্য ফাজীল খাজনার মোকদ্দমাতে বিশেষ প্রধান সদরে নিষ্পত্তি হইয়া

মোহন ঠাঙ্গরেরনামে জেলা জসহরের দেওয়ানীআদালতে এই নালিশ করে ।

ছ ঐ তারিখ হইতে বার বসর গত বিায় মধ্যে২ তফরকা দরস্তি করাতে গ্রাহ্য হই না ।

আরজীতে লেখে ফৈরাদী ফং ১২০৩ সালে পরগণে ইছফপুরের জমিদার শ্রীকান্ত রায়ের স্থানে মফস্বলি তালুক উক্ত পরগণার তরফ রশুলপুরের মৌজে বাহির গ্রামে সালিয়ানা ৯০১॥/১৬. জমায় খরিদ করিয়াছিল বাং সন১২১২ সালে গোপীমোহন ঠাঙ্গর ও লাডলিমোহন ঠাঙ্গর উক্ত পরগণা খোষ কবলা শুরত খরিদকরিয়া ঐ তালুকের জমা বৃদ্ধির বাসনায় জরিপের উদ্যোগ করিলে জেলা ও সদরে দরখাস্তও রামঙ্গমাররায় নামক আমিন ঐতালুকের জরিপ জমাবন্দি করণ জন্য নিয়োগ হইয়া ১৭৭৬৸৵৬ কড়া নির্দ্ধার্য্য করিলে ঐ হারে ফৈরাদী ইং ১২১২ নাং ১২১৮ সাল মালগুজারি করে ঐ আমিনের জমাবন্দিতে কোন২ রাইয়ত অসন্তুষ্ট হইয়া ফৈরাদীর নাম সম্বলিত জমিদারের নামে প্রথক২ নালিশকরে এবং উক্ত জমাবন্দি শুধারা জন্য প্রেমচাঁদ দত্ত নামক অপর আমিন নিয়োগ হয় ঐ আমিনের রোয়দাদে প্রকাশ যে পূর্ব্ব আমিন উক্ত তালুকে ৮০৮৬১ কাঠার কাত ৬০১৬/১২ গণ্ডা বেশি জমাবন্দি করিয়াছে এষংঐ রোয়দাদ দৃষ্টে ইং ১৮১৬ সালের ৮ নবেম্বর বাং ১২২৩ সাল ২৪ কার্ত্তিকে যে রেজেষ্টর সাহেব নিষ্পত্তি করেন ও জজাপীলে তাহা ইংরাজী ১৮১৭ সাল২৪ জুলাই

বাং ১২২৪ সাল ১০শ্রাবণ ম্বাব্যস্থথাকে এমতে পূর্ব্ব ডিক্রী ক্রমে যে ১৭৭৬৸৵৪৸ কড়া জমা ধার্য্য হইয়াছে তাহার পুণবিচার কারণ ফৈরাদী দরখাস্ত করিলে সদর আদালত তাহা ইং ১৮১৮ সালের ৬জুলাই বাং ১২২৫সালের ২৩আষাঢ় তারিখে নামঞ্জুর করিয়া আদেশ করেণ যে উভয় বিবাদি শেষ জরিপ শুরত আপসে জমার ধার্য্যকরে আপোষ নিষ্পত্তি না হওয়ায় জেলা জজ ইং ১৮২২সালের ১৮ ডিসেম্বর বাং ১২২৯ সালের ৪ পৌষ তারিখে নূতন নালিশ জন্য ফৈরাদীর প্রতি হুকুম করেন ফৈরাদী ঐ হুকুমের প্রতিকূলে ক্রোট আপীলে আপীল করিলে সদরে অর্পণ হয় সদর আদালত প্রেমচাঁদ দত্ত আমিনের জরিপ জমাবন্দি শুরত জমা নির্দ্ধার্য্যের হুকুম করিলে জেলা জজ ইং ১৮২৪ সালের ১৪ জানের বাং ১২৩০ সালের ২ মাঘ তারিখে ১১৭১।৵২৸জমা নির্দ্ধার্য্য করেন ফৈরাদী আরকহে যে ১৮১৮ সালের ৬ জুলাইয়ের হুকুম ক্রমে ১৭৭৬৸৵৪৸ কড়ার হিসাবে ইং বাং ১২১৯ নাং ১২২৩ সাল ৮১০৭॥৶৪ গণ্ডা জমিদারকে দিয়াছে কিন্তু শুধারা জমা শুরত ঐ কয়েক সনে তাহাদিগের পাওনা ৫৮৫৬৸৵১৩৸ কড়া ছিল এমতে ফাজীল ২২৫০৸/২। কড়া ও শুদ ইং ১২২০ নাং ১২৪০ সাল সতকরা ১২ টাকার হিসাবে ৫২৭৩।/৫॥ কড়া একুনে ৭৫২৩৵৭৸ কড়ার দাবিতে এই নালিশ করে।

পার্ট ৫০
১৮৪১
৬ অক্টবর

পৃষ্ঠা ৫০ আসামী জওাবদেয় যে আদালত কর্তৃক প্রথম জমা ধার্য্য হওা পর্য্যন্ত ফৈরাদী অবিবাদে ঐ জমা দিয়া আসিয়া পরে রাইয়ত দিগের পরামর্শ দিয়া আদালতের আমীনের জমাবন্দি অন্যথা জন্য নালিশ করাইয়া তাহাদিগের যোগে জমা ছাপায় ও পরে সাবেক নিষ্পত্তির পুনর্বিচার প্রার্থণা করে কিন্তু ১৮১৮ সালের ৬ জুলাই কি ১৮২৪ সালের ১৪ জানের উভয় দিবসীয় হুকমে টাকা ফিরিয়া দেওনের প্রসঙ্গ নাই বিশেষ নালিশ করণ জন্য নিরূপীত কাল গত বিধায় নালিশ গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

১৮৪১

৬ অক্তবর

জেলা জজ ফৈরাদীর পক্ষে তাবত টাকা ডিক্রী করেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত মনি সাহেব কহেন ফৈরাদী যে কএক সনের ফাজীল টাকার দাবিকরে তাহা আদালতের ডিক্রীক্রমে সেচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া নালিশ করণ জন্য যে সময় নির্ণয় আছে তাহার বহুকাল গতে নালিশ করিয়াছে এমতে জেলা নিষ্পত্তির অন্যথাচরণে ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস যোগ্য।

শ্রীযুত বাড়িন সাহেব কহেন আমার বিবেচনায় নালিশের কাল উত্তীর্ন হয়নাই কারণ কমহারে জমা ধার্য্যের শেষহুকম ১৮২৪সালের ১৪ জানেরতারিখে হইয়াছে এবং এইমোকদ্দমা ১৮৩৪সালের ২১ ফিবরেল অর্থাৎ ১২ বৎসর মধ্যে উর্থাপণ করিয়াছে এমতে ফৈরাদীর দাবি ডিক্রীযোগ্য কিন্তু জেলা জজ্জ

যে সমস্ত শুদ ডিক্রী করিয়াছেন তাহা শুধারায় ফৈরাদী আসলের সমান শুদ পাইবেক।

পৃষ্টা ৫৭ ১৮৪১ ৬ অক্তবর

শ্রীযুত টকর সাহেব কহেন আমার বিবেচনায় নালিশের সময় উত্রীন হইয়াছে কারণ প্রথম নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যে ১৮১৮ সালের ৬ জুলাই অগ্রাহ্য হয় তাহাতে পষ্ট লিখিত আছে যে উক্ত নিষ্পত্তি ১২১৮ সালের পর খাজনার প্রতি খাটিবেক না এমতে ফৈরাদীর সাধ্য ছিল যে প্রেমচাঁদ দত্ত আমীনের রোয়দাদ শুরত জমা ধায্যের নালিশ করে ফৈরাদী তাহা না করিয়া বারম্বার মুতফরকা দরখাস্ত করায় ১৮২৪ সালের ১৪ জানের তারিখে কমহারে জমা নির্দ্ধায্যের হুকুম হয় এইক্ষণে যে ইং ১২১৯ নাং ১২২৩ সালের খাজনার দাবিতে নালিশ হইয়াছে তাহাও রাইয়তদিগের ডিক্রীর পূর্ব্ব সময়ের দাবি এমতে নালিশের কারণ ১৮১৮ সালের ৬ জুলাই হইতে গণ্য যে হেতু ফৈরাদী ১৮৩৪ সালে এই নালিশ উর্থাপণ করে এমতে শ্রীযুত মনি সাহেবের ঐক্যতায় ফৈরাদীর নালিশ অগ্রাহ্য ও আপীলাণ্টের আপীল ডিক্রীযোগ্য।

১৮৩৯ সালের ১০ আপ্রিল উক্ত নিষ্পত্তি হইলে তাহার পুনর্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইয়া শ্রীযুত টকর ও শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর ও শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেবের সমীপে উপস্থিত হয় ১৮৪১ সালের ৬ অক্তবর তারিখে শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর

সাহেব শ্রীযুত ব্রাডিন সাহেবের মত ও শ্রীযুত টকর ও শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেব পূর্ব্বনিষ্পত্তি স্থাব্যস্থ করেন।

পৃষ্ঠা ৫২
১৮৪১
৬ অক্তুবর
ভূমি সম্পত্তির মোকদ্দমায় দ্বিতীয় ব্যক্তি মোজাহেম হওয়ায় ও প্রধান আমিন ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী দেওয়ায় জজ আপীলে মোজাহেমের পক্ষের ডিক্রী সদরে স্থাবাস্থ রহিল।

চেদিলাল ·········· আপীলাণ্ট।

বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ····· রেস্পাণ্ডেণ্ট।

আপীলাণ্ট বাল পরগণার প্রতাবপুর গ্রামের দখল প্রার্থণায় নহর সাহির নামে সারেঙ্গের জেলা আদালতে এই নালিশ করে।

আরজীতে লেখে যে নহর সাহি ৫০০০ টাকায় উক্ত গ্রাম ১৮২৯ সালের ২৩ দিসেম্বর তারিখ ফৈরাদীর নিকট বন্দক রাখিয়া ছিল মেয়াদমত টাকা না দেওয়ায় ফৈরাদী ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাক্রমে নুটীশ বন্দক দাতার প্রতি জারি করিয়া এইক্ষণে ঐ কটকবালা বয়বাত হওনের প্রার্থণায় এই নালিশ করে।

আসামি উপস্থিত হইল না মোজাহেম রেঃ জেলা আদালতে দরখাস্ত করে যে আসামি উক্ত গ্রাম ১৮২০ সালের ৭ মে তারিখে লালা গোবিন্দ প্রসাদের নিকট কটকবলা শুরত বন্দক রাখিয়াছিল এবং ১৮২৭ সালের ফিবরেল মাসে উক্ত গ্রাম ও অপর ভূমি সম্পত্তি মোজাহেমের নিকট বিক্রয় করে এবং লালা গোবিন্দপ্রসাদ আপন কটকবালা বয়বাত করণ অভিপ্রায় ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাক্রমে নুটীশ বন্দকদাতার প্রতি

জারি করিলে মোজাহেম আপন স্বত্ব রক্ষার্থে লালা গোবিন্দ প্রসাদের টাকা দিয়া বিরোধি গ্রাম মুক্ত করে নহরসাই ঐ টাকা না দেওয়ায় ত্রোট আপীলে ঐ নহর স্যাহির প্রতিস্বলে নালিশ করিলে ১৮৩১ সালের ৩মে তারিখে রফাশুরত বিরোধি ভূমি ইত্যাদি অপর ভূমি মোজাহেমের পক্ষে নিষ্পত্তি হয় যেহেতু ফৈরাদীর দাবির পূর্ব্বে ১৮২৭ সালের ফিবরেল মাসে তাহার দাবি স্থাপন হইয়াছে এমতে উক্তগ্রাম তাহার প্রাপ্য যোগ্য।

প্রধান সদরামিন শুজাওদ্দিন আলিখাঁ ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী ও বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ জজাপীল করিলে তাহা অন্যথা হয়।

সদরে খাষ আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত রাটরি ও টকর ও ডিক সাহেব শ্রীযুত ইস্মীথ ও লিঃ ওয়ারনরের অমতে জজ আদালতের নিষ্পত্তি স্থাব্যস্ত করেন।

সৈএদ এরসাদালি খাঁ আপীলাণ্ট।

সৈএদ ইমজাদখাঁ ··· রেস্পাণ্ডেণ্ট। পৃষ্ঠা ৫৩

১৮৪১

২৫ ফিবারল

রেস্পাণ্ডেণ্ট নরহট পরগণার কান্দর গ্রামের অর্দ্ধেকের এক তেহাই অংশ দখল পাওন জন্য বেহারের জেলা আদালতে এই নালিশ উত্থাপন করে।

আরজিতে লেখে যে উক্ত গ্রামের অর্দ্ধেক অংশ

অংশের নিরূপণ ভিন্ন একত্রে কোনগ্রাম বন্দক ও এককালিন টাকা

পরিষোধের নিয়মথাকিলে বন্দকদাতার মধ্যে কেহআপন অংশমুক্ত করিতে পারিবেক না।

ফৈরাদী ও তাহাব আর দুই সহোদরের তাহারা একত্রে আসামির নিকট ঐ অর্দ্ধেক অংশ বন্দক রাখিয়া ৩০০৲ টাকা ৬ বৎসর মেয়াদে কর্জ্জকরিয়া বন্দকি বস্তু মহাজনের দখলে রাখিয়া ছিল মেয়াদ গতে বন্দক গৃহীতার দরখাস্তমতে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার নটীস জারি হইলে ফৈরাদী আসামির পাওনা টাকার একতেহাই আপন দেনা বলিয়া আনামত করিয়াছিল এইক্ষণে ঐ সম্পত্তির একতেহাই অংশ মুক্ত হওনজন্য নালিশ করে।

আসামি জওাব দেয় যে বন্দকি পত্রে অংশের নির্দ্ধার্য্য নাই এমতে দেনার কতক দিয়া কতক অংশ মুক্ত করিতে পারেনা প্রধান সদর আমিন মৌলবি নেযামত আলি ও এডিসনেল জজ শ্রীযুত স্কইণ্টীন সাহেব ফৈরাদীর পক্ষে ডিক্রী করেন।

সদরে খাষাপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত বেরলো সাহেব কহেন যে বন্দক নামায় কোন খাতকের কত অংশ তাহার নির্দ্ধার্য্য নাই বরং তাহাতে এক কালীন তাবত দেনা পরিষোধ করনের নিয়ম আছে প্রত্যেক অংশী যে প্রত্যেক অংশ মুক্ত করিবেক এমত কথা নাই যদ্যপি ফৈরাদী সকল দেনা অ-মানত করিত তবে কোন আপত্য ছিল না সদর রিপোর্টের তৃতীয়পুস্তকের ১৫৯ পৃষ্ঠারলিখিত সাহু লাল ও নিমা বিবির মোকদ্দমা দৃষ্টে উক্ত সম্পত্তির

অংশ মুক্ত হইতে পারে না এমতে নিম্নাদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা যোগ্য।

শ্রীযুত রিড সাহেবের ঐক্যমতে বারলো সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইল।

গেশ পরমাল হম গেশ পর .... আপীলাণ্ট
ইডমন কিণ্ট হিউম ইত্যাদি ...... রেস্পাণ্ডেণ্ট

আপীলাণ্ট নালিসি সম্পত্তির মূল্য ১০০০০০ টাকার দাবিতে ঢাকার দেওাণী আদালতে এই নালিশ করে।

আরজীতে লেখে যে ফৈরাদীর স্ত্রীর পূর্ব্বপুরুষ টার ইষ্টেফনুসের ৩ সন্তান অর্থাৎ সরকিস টার ইষ্টেফনুশ ও মারটীরূশটার ইণ্টে ফনুশ ও করকা হশ টার ইষ্টে ফলুশ ছিল করকা হ সটার ইষ্টে ফনুশ শুজান বিবি নামক কন্যা রাখিয়া ও সরকিশ টার ইষ্টেফনুশ মাইকেল সরকিশ নামক পুত্র রাখিয়া লোকান্তর হয় ও মাইকেল সরকিশ আপন অবিধি স্ত্রীর পুত্র আরাওন মাইকেল ও পিতার সহোদর মার্টীরূশটার ইষ্টে ফনুশ ও পিতার সহদর পুত্রী শুজান বিবির বর্ত্তমানে পরলোক প্রাপ্তহয় আরমানিদিগের শাস্ত্রানুসারে মারটীরূসটার ইষ্টেফলুসের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত অপর দুইজন অর্থাৎ আরাওম মাইকেল ও শুজানবিবি মাইকেল সরকিসের সম্পত্তি পাইতেপারেনা ১৭৯০

পৃষ্ঠা ৫৪
১৮৪১
৩০ নবেম্বর
উভয় আরমানি মোকদ্দমায় সদরের ডিক্রী ক্রমেযাহার যে অংশনিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহাদিগের মৃত্যুপরে অপরআরমানি সাস্ত্রসম্মত বলিয়া উইল পত্রের দ্বারা ঐ সমস্তসম্পত্তির প্রতি দাবি করাতেও ঐ ডিক্রীক্রমে নিষ্পত্তি হওয়া অংশের অন্যথা হইলনা অপরআরমানি জাতিয় কোন

ব্যক্তি কোন স ম্পত্তির ৩ অং ২ অংশে অর্থা ৎ এক অংশে নিজ অংশ ও অপর অংশে উইল পত্র ক্র মে ভোগবা নথাকিয়ালো কান্তর হইলে ঐদুই অংশতা হারকন্যাভো গবান হইয়া যে রফানামা লিখিয়া দেয় যদ্যাপিকথিত যে ঐ উইলে লিখিত ছিল যে জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগ বান থাকিয়া লোকান্তগতে উত্রাধিকারি গণেবত্তিবেক এবং দাবি ও ঐ উইলের স

সালে মাইকেল সরকিসের পরলোক হইলে তাহার খুড়া মারটীন্বস ও অবিধীপুত্র আরাওন শুপ্রেমকোট হইতে লেটর আফ এডমনিষ্টর প্রাপ্তহয় ১৭৯৬ সালে মারটীন্বসএকউইলনামা প্রস্তুতকরিয়াতদ্দারা আরাওণমাইকেলকে আপন উত্রাধিকারি স্থাপন করিয়া বিরোধি সম্পত্তি তাহাকে ও তাহার সন্তানাদি বিধিপূর্ব্বক উত্রাধিকারি গণকে দেন ও আরাওন মাইকেল তদনুসারে ভোগবান হইলে শুজান বিবির দৈহিত্রির স্বামি এবি এটিকটারইষ্টে ফলুস ঐ সম্পত্তির কতক অংশ তাহার স্ত্রীর প্রাপ্য বলিয়া নালিশ করিলে মাইকেল সরকিসের একতেহাই অংশতাহার পক্ষে সদর আদালত ডিক্রী করেন তাহা সদর রিপোর্টের ৩ পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত আছে এবং অপর দুইঅংশ আরাওন মাইকেলের থাকে ঐ দুই অংশের লভ্য হইতে আরাওন মাইকেল বাটী ভূমি ইত্যাদি অপর সম্পত্তি উপার্জন করিয়া ১২৩০ সালের ৯ বৈশাখ ইং ১০২৩ সালের ২০ আপরিল তারিখে আপন কন্যা শুজান কেথিক সেথ আগাসিকে রাখিয়া লোকান্তর হয় ঐ শুজান কেটীকের দুইকন্যা কেতেরাইন ও হেলনা ঐ হেলনাকে ফেরাদী বিবাহ করে আরাওন মাইকেলের মৃত্যুপরে তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি মেরিএম আপন স্বামির স্বাক্ষরিত এক উইল পত্র উপস্থিত করিলে ঐ শুজানকেটীকের সহিত নানা প্রকার বাদানুবাদ ও হাকিমাস্ত হইয়া

শেষ রফা শুরত ফৈরাদীর স্ত্রীর মাতা আপন পীতা আরাওনের সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি মেরিএমকে দেয় শুজান কেটীক ১৮২৭ সালে উপরোক্ত কেথে রাইন ও হেলনা দুই নাবালগ কন্যা রাখিয়া লোকান্তর হইলে ডেবিড মলিক কিরিডুন বেলগের ও পিতরূস গ্রিগরি তাহাদিগের গারজিন নিয়োগ হয় বিবি মেরিএম আসামি হিউমের সহিত প্রথম বিবাহ স্থিরকরিয়া লোকান্তর হইলে ঐ হিউম বিবিমেরিএমের স্বাক্ষরিত এক উইল পত্র উপস্থিত করে আরাওনের কন্যা শুজান কেটীকের নাবালগ কন্যাগণের উক্ত গারজিনের মধ্যে একজন লোকান্তর ও অপর গারজিনি পরিত্যাগ করিলে বর্ড ও সরকীশ নামক অপর দুইজন গারজিন নিয়োগ হয় কেথেরাইন ও হেলনা পরে বিবাহ করিয়া আরাওন মাইকেলের অর্দ্ধেক অংশে ভোগবাণ আছে অপর অর্দ্ধেক আপষ রফানামা ও বিবি মেরিএমের উইল মতে আসামিয়ান দখল করে যেহেতু মারটুরূশটার ইণ্টে ফনুশের উইল নামা মতে সমস্তসম্পত্তিআরাওনমাইকেলের সন্তানাদিতে অর্শিয়াছে এবং রফানামা ও বিবি মেরিএমের উইলনামা আরমানি শাস্ত্রক্রমে অসিদ্ধ এমতে রফানামা ক্রমে বিবি মেরিএম যে অংশ পাইয়াছে তাহা তাহার স্ত্রী হেলনার মাতামহ আরাওন মাইকেলের বিষয় তাহারস্ত্রীর প্রাপ্যবলিয়া দাবিকরে

স্বত্তিতেছিলত ত্রাপি ঐস্ত্রীর রফানামা তাহারউত্রাধিকা কারিগণকেব দ্ধ করিলেন।

সদর আদালতের নিষ্পত্তি।

পৃষ্ঠা ৫৪
১৮৪১
৩০ অক্তবর

আস.মি হিউম জওাবদেয় যে মাইকেল সরকিস জিবৎমানে আপন সমুদয় সম্পাত্তিতে ভোগবাণ ছিল তাহার লোকান্তরে তাহার খুড়া মারটুরুশ টার ইণ্টেফনস ও খুড়তুতা ভগ্নি শুজান ও পুত্র আরাত্তন মাইকেল সমান অংশে ভোগবান থাকে মারটুরুশ টার ইষ্টেফনুশ আপন সম্পাত্তির উত্রাধিকারি আরাওনমাইকেলকে করিয়া লোকান্তর হইলে এবি এটিক টার ইষ্টেফনুশ আপন স্ত্রী শুজান বিবির দৈহিত্রীর অংশের নালিশ করিলে ঐ সম্পাত্তির একতেহাই তাহার ও অপর দুই তেহাই অর্থাৎ নিজ ও মাটুরুসের অংশ আরোওন মাইকেলের পক্ষে নিষ্পত্তি হয় আরাওন মাইকেলের মৃত্যু পরে তাহার স্ত্রী বিবি মেরিএম ভোগ করে ঐ আরাত্তনের কন্যা শুজন কেটীক সেথ আগাসির সহিত ঐ বিবি মেরিএমের বিবাদ হওায় রফানামাক্রমে উক্ত সম্পাত্তি উভয়ে অর্দ্ধা অর্দ্ধি করিয়া লয় এমতে উক্ত দুই অংশের অর্দ্ধা অর্দ্ধি রফা বিধি পূর্ব্বকই হইয়াছে অপর ফৈরাদী যে আপত্য করে উইলে লিখিত আছে আরাওনের পুত্র সন্তানে অধগামি হইবেক কন্যা সন্তানে হইবেক না তাহাও যথার্থ পূর্ব্বক নহে এবং বিবি মেরিএম উক্ত সম্পাত্তির অর্দ্ধেক অংশ রফানামা ক্রমে পাইয়া উইল পত্রের দ্বারা অপর দানের সহিত আপন স্বামি হিউমকে

দান করিয়াছে জেলা জজ যৈরাদীর দাবি ডিসমিস করিলে সদরে আপীল হয়।

পৃষ্ঠা ৫৪
১৮৪১
৩০ নবেম্বর

শ্রীযুত টকর সাহেব ও শ্রীযুত বেরলো সাহেব কহেন যে এইমোকদ্দমা ও অপর মোকদ্দমা যাহা এই আদালতে উপস্থিত আছে তাহাতে যৈরাদী দাবিকরে যে মাইকেল সরকীসের অংশ তাহার স্ত্রীর প্রাপ্য কারণ মাইকেল সরকীশের মৃত্যুপরে তাহার সম্পত্তিতে তাহার খুড়া মার টুক্কশ টার ইস্টেফনুসের অধিকার হইলে পর ঐ মারটুক্কশের উইলনামামতে আরাওনমাইকেলকে এইনিয়মে দানকরেন যে আরাওন জিবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগবাণ থাকিয়া তাহার লোকান্তরে তাহার উত্রাধিগণে অধগামি হইবেক এমতে উইলপত্রে যে উত্রাধিকারি শব্দ লিখিত আছে তাহা কেবল তাহার স্ত্রী ও ঐস্ত্রীর ভগির প্রতি বত্তে কিন্তু তদ্বিষয়ে যৈরাদীর পক্ষে কোন প্রমাণনাই বরঞ্চ উইলের মজমুন তাহার বিপরিত কারণ মারটুক্কশ আপন উইলে লিখিয়াছে যে মাইকেলসরকীসের সম্পত্তির তিনঅংশী এবং আরাত্তন মাইকেল তাহারপীতা মাইকেলশরকীসের সম্পাত্তির অংশ পাইয়াছে এবং ঐ সম্পত্তি যে জিবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগ যোগ্য তাহাও উইলে বোধ হয় না এবং মারটুক্কশ আরাওনকে সেইঅংশে উত্রাধিকারি করিয়াছেন যে অংশ মাইকেল সরকীসের উত্রাধিকারি রূপেপাইয়াছিলেন এবং ঐ উইলে কোননিয়মছিলনা

অপর ফৈরাদী কহে যে বিধিপূর্ব্বক উত্রাধিকারি বিধায় মাইকেল সরকীসের সম্পত্তি মারটুরুশ টার ইণ্টে ফনুশকে বর্ত্তিয়াছে কিন্তু তাহা ১৮২০ সালের ৮ ফিবরেল দিবসীয় সদরের ডিক্রীতে নিষ্পত্তি হই য়াছে যে তাহার কেবল একতেহাই অংশ এবং তাহা এইক্ষণে অন্যথা হইতে পারেনা ঐ ডিক্রীতে আর লিখিত আছে যে মাইকেল সরকীসের উত্রাধিকারি মাইকেল আরাওনের একঅংশ এবং মারটুরুসের অংশ যে তাহার উইল মতে আরাওন পাইয়া ছিল তাহা রফানামা শুরত ফৈরাদীর স্ত্রী ও ঐ স্ত্রীর ভগির দখলে থাকা ফৈরাদী স্বীকার করিয়াছে অপর মাররুটসের সম্পত্তি বলিয়া ফৈরাদী যাহা দাবি করে তাহা মারটুরুসের নহে এমতে জেলা নিষ্পত্তি স্থাব্যস্থ।

গেবরিল এবি এটিক ইষ্টেফনুশ ..... আপীলাণ্ট
গেসপর মালহুম গেষপর .... রেস্পাণ্ডেণ্ট

পৃষ্টা ৫৭
১৮৪১
৩০ নবেম্বর
স্থাবর বস্তুর দাবিতে ঐ বস্তু সংক্রান্ততাহার দিগের পূর্ব্বপুরুষের মোকদ্দমারনি

রেস্পাণ্ডেণ্ট দক্ষিণসাহারাজপুর পরগণাইত্যাদি ও ঢাকামোকামের বাটীসকলের ৵৩ কড়া অংশের দাবিতে ২১০০০ টাকার তাইনে ঢাকারদেওাণী আদালতে এই নালিশ করে।

আরজীতে লেখে যে ফৈরাদীর স্ত্রীরপূর্ব্বপুরুষটার ইষ্টেফনুসের ৩ সন্তান সরকিসটার ইষ্টেফনুশ ও মারটরুশ টার ইষ্টেফনশ ও ক্বারহুশ টার ইষ্টে-

সদর রিপর্টের ৩ পুস্তক ৯ পৃষ্টা দৃষ্টাবশ্যক।

ফনুশ ছিল কারঙ্গশটার ইষ্টেফলুশ আপন কন্যা শুজান বিবি ও সরকীশ টার ইষ্টেফলুশ আপন পুত্র মাইকেলসরকিশ ও মাইকেল সরকিশ আপন অবিধি স্ত্রীর পুত্র আরাওন মাইকেল ও খুড়া মার টরুশ টার ইষ্টেফনুশ ও খুড়ওতা ভগ্নি শুজান বিবিকে রাখিয়া লোকান্তর হয় মারটরূশ টার ইষ্টেফনুশের জিবদ্দশায় অপর শুজন বিবি ও আরাত্তন মাইকেল আরমানি সাস্ত্রক্রমে মাইকেল সরকিশের সম্পত্তি পাইতে পারে না ১৭৯০ সালে মাইফেল সরকিশের মৃত্যু হইলে তাহার খুড়া মারটুরুশ ও অবিধি স্ত্রীর পুত্র আরাত্তন শুপ্রেম কোট হইতে লেটর আফ এড মনিষ্টর পায় এমতে মাইকেল সরকিসের সম্পত্তিতে শুজন বিবির স্বত্ব থাকিলে শুজনবিবি অবস্য তা-হাতে আপত্য করিত এবং ১৭৯৬ সালে মারটুরুশ যে উইলের দ্বারায় আরাওন মাইফেলকে আপন উত্রাধিকারি স্বীকার করে তাহাতে শুজানবিবি সাক্ষি হইতনা এবং শুজানবিবির দৌহিত্রীরস্বামি এবিএটীক টারইষ্টেফনুশ ঢাকাকোটে মাইকেল সরকিশের অংশেরদাবিকরিয়া সদরআপীলে একতেহাইঅংশেরডিক্রীপায় তখনমাইকেলআরাওনের দৈহীত্রিকে থেরাইন ও ফৈরাদীরস্ত্রী হেলনা জম্মেনাইওএর্যান্তাহারা অপ্রাপ্ত ব্যবহার একজন ১৬ বৎসর ও অপর ১০ বৎসর বয়স্কা এবিএট টার ইষ্টেফনুশ ১৮২০ সালে সদরে ডিক্রী পাইয়া নিঃন্তান পরলোক প্রাপ্তহইলে

সম্পত্তির জন্য প্রার্থনা করায় আদেশ হইলযে পূর্ব্ব নিষ্পত্তিস্বাব্যস্থ থাকিবেক

পৃষ্টা ৫৭
১৮৪১
৩৩ অক্তুবর

আসামি পিরু ওরকে গেবরেল এবিএটিকটর ইষ্টেফনুশ কৃত্রীম উইল উপস্থিত করিয়া কহে যে এবিএটিক টার ইষ্টেফনুশ তাহাকে সন্তান উল্লেখ করিয়াছে কিন্তু গেবরেল শুজান বিবির লখি দাসীর পুত্র উক্ত সম্পত্তির অধিকারি নহে ফৈরাদী এইক্ষণে কহে মাইকেল শর কিরশের উত্রাধিকারি মারটুকশ টার ইষ্টেফনুসের উইলের দ্বারায় যে আরাওন মাইকেলকে দান করিয়াছে ঐ আরাত্তন মাইকেলের দৈহীত্রী এবিটীক টার ইষ্টেফনুসের স্ত্রী যাহার পক্ষে সদরে ডিক্রী হয় ঐ স্ত্রীর অন্তরঙ্গ ফৈরাদীর স্ত্রী এমতে দ্বিবিধপ্রকারে এবিএটীক টার ইষ্টেফনুসের সম্পাত্তিতে তাহার স্ত্রীর স্বত্ব।

আসামি জওাব দেয় যে ১৮২০ সালে সদরে যে ডিক্রী হয় তাহাতে মাইফেল সরকিশের সম্পাত্তির এক তেহাই অংশ এবিএটীক টার ইষ্টেফনুশের হইয়াছে এবং আসামী আপন পীতা ঐ এ বিএটীকের অংশ তাহার উইলমতে পাইয়াছে এমতে উক্ত সম্পাত্তিতে ঐ বংশের কাহারো দাবি নাই।

ফৈরাদী দর জওাবে অধিক লেখে যে ফৈরাদী মারটুকশ টার ইষ্টেফনসের উইল ক্রমে দাবি করে এমতে আসামীর উল্লেখিত উইলসত্যমিথ্যা হওায় তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

প্রধান সদর আমিন রেইলি সাহেব কহেন ফৈরাদীর দাবীর দুই কারণ এক তাহার স্ত্রী আরা-

ত্তন মাইকেলের দৈহীত্রী দ্বিতীয়এবিএটীকটার ইষ্টে ফনুসের উত্রাধিকারি আসামী কহে ১৮২০ সালে সদরে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা অন্যথা হইতে পারে না এবং বিরোধি সম্পত্তি আপনপিতার উইল ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছে এমতে প্রধান সদর আমিন এ মোকদ্দমা ও ১৮২০ সালে সদরে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় তাহার মর্ম্ম অনুধাবণ পূর্ব্বক অভিপ্রায় করিলেন যে মারটুরুশ টার ইষ্টেফনুসের উইলক্রমে মাইকেল সরকীসের যে সম্পত্তি আরাত্তন মাইকেল পাইয়াছিলো ফৈরাদীর স্ত্রী তাহার উত্রাধিকারি বিধায় নালিষ করাইয়া সে অংশ পাইয়াছে তদ্ভিন্ন আসামী যে উইলের দাবি করে তাহা স্থাব্যস্ত হয় নাই কারণ আসামি বিধিপূর্ব্বক সন্তান নহে এবিএটীক টার ইষ্টেফনুশ আপন স্ত্রীর যে সম্পত্তি উদ্ধার করিয়াছে তাহা আরমানি বিকেরের ব্যবস্থামতে ঐ স্ত্রীর অন্তরঙ্গের প্রাপ্য এমতে ফৈরাদীর দাবি ডিক্রী যোগ্য। পৃষ্টা ৫৭ ১৮৪১ ৩০ নবেম্বর

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত টকর ও শ্রীযুত বেরলো সাহেব কহেন যে ফৈরাদী যে প্রথমাদালতে দুইকারণ দর্শায় তাহা পরষ্পর অন্যথা কারণ মারটরুশটার ইষ্টেফনুসের উইলেরদাবি এবিএটাকটার ইষ্টেফনুশ অংশ পাওয়ায় অন্যথা হইয়াছে অপর ফৈরাদী কহে আপন স্ত্রীর কেবল উত্রাধিকারিত্বের দাবিকরে তাহাতে মারটুরুশের উইলের বিচার

আবস্যক কিন্তু তাহা ১৮২০ সালে সদরে নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং এইক্ষণে তাহা অন্যথা হইতে পারে না এমতে জেলা ডিক্রী অন্যথা ও ফেরাদীর দাবি ডিসমিস যোগ্য।

পৃষ্টা ৫৯
১৮৪১
৭ ডিসেম্বর
ঞ্চমদেশচল
হিন্দুশাস্ত্রক্র
ম অর্জ্জেকের
পৌত্রের স্ত্রী
র্ত্তমানে ঐ
র্জ্জেকেরবর্ত্ত
ানে মৃতপু
ত্রকন্যা তা
ার সম্পত্তি
াইবেকনা

শ্রীমতি ব্রজমালি............. আপীলাণ্ট
বাবু শিবদয়াল সিংহের স্ত্রী প্রাণপ্যারি
ও রঙ্গীয়া ইত্যাদি............. রেস্পাণ্ডেণ্ট

আপীলাণ্ট আপন পীতামহ বাবু বঙ্কাসিংহের স্থাবর সম্পত্তির এক তেহাই অংশ পাওন প্রার্থনায় সাহাবাদের জেলা আদালতে এইনালিশ করে।

আরজীতে লেখে যে উক্ত সম্পত্তি বঙ্কাসিংহের স্বোপার্জ্জিত তাহার মৃত্যুপরে তাহার পুত্র গোলাব সিংহ তস্য মৃত্যুপরে বাবু শিবদয়াল সিংহ ও তস্য মৃত্যুপরে সন্তান না থাকায় স্ত্রীগণ ভোগ বাণ হইয়াছে বঙ্কাসিংহের যে অপর এক পুত্র নিধাসিংহ নামক ছিলেন ও তিনি পীতা বর্ত্তমান লোকান্তরহন তাহার বর্ত্তমান তিনকন্যার মধ্যে ফেরাদী এক কন্যা কহেন যে দায়ভাগমতে শীবদয়াল সিংহের স্ত্রীর স্বত্বের অগ্রে তাহাদিগের তিনভগ্নির সত্ব।

আসামিগণ জওাবদেয় উক্ত সম্পত্তিতে ফেরাদীর কোন অংশ নাই।

এডিসনল প্রধান সদরামিন শেএদ আলিবক খাঁ ফৈরাদীর দাবি ডিসমিস করিলে সদরে আপীল করে।

শ্রীযুত রাটরি ও শ্রীযুত টকর সাহেব কহেন বঙ্কাসিংহের সম্পত্তি তাহার মৃত্যুপরে তাহার সন্তান শিবদয়াল সিংহে অধগামি হইয়াছে ও শিবদয়াল নিঃসন্তান লোকান্ত হওয়ায় তাহার স্ত্রীরা ভোগবাণ আছে ফৈরাদীর পিতা আপন পিতা বঙ্কাসিংহের বর্ত্তমানে লোকান্তর হয় এমতে বাবু শিবদয়াল সিংহের স্ত্রীগণের বর্ত্তমানে তাহাদিগের অধিকার নাই অতএব প্রধান সদর আমিনের নিষ্পত্তি স্থাব্যস্থ যোগ্য কিন্তু শিবদয়াল সিংহের স্ত্রীগণের অবর্ত্তমানে ফৈরাদীর কোন স্বত্ব থাকিলে তাহা এইহুকুমে লোপ হইবেক নং।

অদৈত সিংহ ইত্যাদি ফৈরাদী আপীলাণ্ট — নম্বর ৬১
শ্রীমতি প্রাণপ্যারিও শ্রী মতিরঙ্গীয়া — ১৮৪১
ইত্যাদি আসামি .... রেস্পাণ্ডেণ্ট — ২৭ দিসেম্বর
ঐ রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ আপীলাণ্ট

দায়ভাগমতে স্থাবর বস্তুর দখলের মোকদ্দমায় দখলের দাবিডিসমিস করিয়া ভবিস্যতস্বত্বের কথা যে উল্লেখহইয়াছিল তাহা সদর

এই মোকদ্দমা উপরোক্ত মোকদ্দমারন্যায় শিবদয়াল সিংহের স্ত্রী আসামিগণের দখলের সম্পত্তি পাওনজন্য অদৈতসিংহ ইত্যাদি জেলা সাহাবাদের দেওয়াণী আদালতে এই নালিশ করে।

ফৈরাদী কহে উক্ত সম্পত্তি তাহাদিগের পূর্ব্ব পরুষ পৃথিসিংহের শুপার্জ্জিত এবং আসামি কহে তাহাদিগের স্বামির পিতামহ বঙ্কাসিংহের শুপার্জ্জিত।

আদালতে অবিধি বোধ হইল।

প্রধান সদর আমিন সৈয়দ আলি বক্স খাঁ ফৈরাদীর অবিলম্বে দখলের দাবি ডিসমিস করিয়া আদেশ করিলেন যে শিবদয়াল সিংহের স্ত্রীগণের মৃত্যুপরে ফৈরাদীরা এক অংশ পাইবেক ঐ ডিক্রীর অন্যথা জন্য উভয় পক্ষ সদর আপীল করিলে শ্রীযুতরাটরি ও শ্রীযুত টকর সাহেব কহেন যেপ্রধান সদর আমিন যে এই মোকদ্দমায় ফৈরাদীর ভবিষ্যত স্বত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার আবশ্যক ছিলনা ফৈরাদীরা অবিলম্বে দখলের নালিশ করে তাহাতে আসামীয়ানের জিবদ্দশা পর্য্যন্ত ভোগ রাখিয়া ডিসমিস করিলেই হইত যেহেতু ঐ বিধবা দিগের মৃত্যুপরে তদ্বিষয়ের বিচারের কোন ব্যাঘাতের সম্ভব নাই বরং এমোকদ্দমায় তাহার বিচার করা অবিধি ও শুক্ষ্মহইতে পারে না কারণ তৎকালিন অনেক উত্রাধিকারি উপস্থিত হওনের সম্ভব আছে এমতে ঐ প্রকারনিষ্পত্তি হইল।

পৃষ্ঠা ৬২ ১৮৪১ ২৮ দিসেম্বর

মসম্মাত রবিয়া খাওন ও মেহরুন্নে শা আঃ
বদরুন্নেশা .... রেঃ
মসম্মাতরবিয়া খাওন ও মেহরুন্নে শা আঃ
বদরুন্নেশা .... রেঃ

সরারমতেটাকার সহিতটাকা পরিবর্ত্ত হইলে অবিলম্বে দেওয়াল

রেস্পাণ্ডেণ্ট গণ এই দুই মোকদ্দমা প্রথকহ আপীলাণ্টের নামে ত্রিপুরার জেলা আদালতে মৃত বকশুল্লা খাঁর সম্পত্তির অংশ সরারমতে পাওন

জন্য উপস্থিত করে বকশুল্লা খাঁ আপন মাতা রুজ-ন্নেশা আপীলাণ্ট ও দুই স্ত্রী রবিয়া খাত্তন আপী-লাণ্ট ও সরফন্নেশা ও তিনকন্যা রবিয়া খাত্তনের গর্ব্ভযাত মেহরন্নেসা আপীলাণ্ট ও সরফন্নেসার গর্ব্ভযাত বদরনেশা ও করিমন্নেশাকে রাখিয়া লোকান্তর হয় এবং করিমন্নেশা এইনালিশ হওনের পূর্ব্বেগত হয়

আসামি রবিয়া খাত্তন জওাবদেয় যে বকশুল্লা খাঁ তাহার দেএন মোহরের পরিবর্ত্তে আপন সম্পাত্তির অর্দ্ধেক তাহার সহিত রফা করেন কিন্তু ফৈরাদীরা তাহা অস্বীকার হয়।

প্রধান সদর আমিন মৌলবি মহম্মদ আলি দাবি ডিক্রী করেন কিন্তু কাহার কত অংশ ঠিকরূপ ডিক্রীতে লেখেন না।

জজ আপীলে শ্রীযুত সা সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত ডিক্রী স্থাব্যস্থ থাকে।

সদরে খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে শ্রীযুত লিংওয়া রনর সাহেব রবিয়া খাত্তনের দাখিলি কাবিন নামা আদালতের কাজিকে অর্পণ করিয়া প্রশ্নকরেন যে সরার মতে তাহা বিধি পূর্ব্বক কি না।

ওয়া নাহইলে কিঅপর সম্পত্তি রসহিত্তহইয়ে তাহার মূল্য নিরূপনন থা কিলে পরিস র্ত্ত সিদ্ধনহে

কাবিননামার সংখেপ বিবরণ

যেহেতু মঙ্কাতরবিয়া খাত্তনেরপন ১২০০০ টাকা ও ৫০০ থান মোহর স্থিরকরিয়াছি ঐ পনের পরিবর্ত্তে আমারভূমিসম্পত্তি ও ভূমিরূপরিবর্ত্তে সরকারহইতে যে মাসহরা পাই তাহার অর্দ্ধেক এইখাত্তনকেবিক্রয় করিলাম।

আদালতের কাজী উত্তরকরিলেন ঐ কাবিননামা

পৃষ্টা ৬২ যথার্থওতদ্বারাবকশুল্লারসহিতরবিয়াখাত্তনের বিবা

১৮৪১ হ প্রমাণকিন্তু তল্লিখিতনিয়মও হস্তান্তরসম্বন্ধে অবিধি

২৮ দিসেম্বর তাহার এককারণ এইযে মোসহরা বস্তুর মূল্যারন্যায় নগদ টাকা দিতে হয় যেমত বকশুল্লা ভূমির উপস্বত্তের পরিবর্ত্তে পাইয়াছে এবং বিবাহের পর ও নগদ দিতেহয় এস্থানে নগদটাকার পরিবর্ত্তে নগদ টাকা দেওা হইয়াছে এমতে পরিবর্ত্ত যে অবিলম্বে দেওয়া লওয়া করিতে হয় তাহা মোসহরার সহিত হস্তবেনা কারণ মোসহরা মাসে২ সরকার হইতে পাওাযায় অতএব এমত হস্তান্তর অসিদ্ধ দ্বিতীয় কারণযে ভূমি সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়াছে তাহার মূল্য নিরুপন হয় নাই তাহাও অবিধিকারণ সরায় আদেশ আছে পরিবর্ত্ত সওদায় বস্তুর মূল্য নিরূপন করিতে হয়।

অপর প্রশ্ন হইল কাবিন নামার দ্বারায় রবিয়া খাত্তনের যে বিবাহ প্রমাণ হইয়াছে তদ্বারায় বকশুল্লার অপর উত্রাধিকারিগণের স্বত্বের হানি হই-হইয়াছে কিনা উত্তর হয় নাই অপর বকশুল্লার সম্পত্তি কিরূপ বিভাগ হইবেক প্রশ্নকরাতে কাজী ফত্তয়া দিলেন দেনা পরিশোধ করিয়া যাহা থাকিবেক তাহা ১২০০ অংশ হইয়া নিচের লিখিত মতে বিভাগ হইবেক।

		মোট	নিজ অংশ	মৃত করিমন্নেশার অংশ
সরফান্নেশা স্ত্রী	―	১৩১	৭৫	৫৬
রবিয়া খাতুন স্ত্রী	―	৭৫	০	৭৫
রজবন্নেশা মাতা	―	২১০	০	২১০
বদরন্নেশা কন্যা	―	৪৪৮	২৮০	১৬৮
মেহরন্নেশা কন্যা	―	৩৩৬	২৮০	৫৬

১২০০

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেব ঐ ফওয়া ক্রমে নিম্নাদালতেরনিষ্পত্তি সামান্য শুধারামতে সাব্যস্থ করিলেন।

শ্রীযুত রিডসাহেবের এক মতে তাহাই চূড়ান্ত হইল।

বয়রাম সিংহ .... আপীলান্ট

শিবস্বহার সিংহ ইং .... রেস্পাণ্ডেন্ট

রেস্পাণ্ডেন্ট ও মেহরাজ সিংহ ২০৯৪০ টাকা পাওন জন্য ভাগলপুরের জেলা আদালতে এই নালিশ করে আরজীতে লেখে যে বসাওন সিংহের তিনপুত্র বয়রাম সিংহ ও ভৈরব সিংহ ও গঙ্গারাম সিংহ তিনসহোদর একত্রে থাকিয়া কারবার করিয়াছিল ১২৩৬ সালে প্রথক হইলেপরে ভৈরবসিংহ ও গঙ্গারাম সিংহ আপন২ অংশ পাওনজন্য বয়রাম সিংহেরনামে নালিশকরিয়াদুইজনে দুইতেহাই অংশের ডিক্রীপায় কিন্তু বয়রাম সিংহ তাহার পরেও অবিভক্ত সময়ের তিন সহোদরের সাধারণের

পৃষ্ঠা ৬৬।
১৮৪১
২৮ দিসেম্বর
টাকার মোক দ্দমায় আসল টাকার সুদ পূর্ব্ব আদালতের ডিক্রীর দিবস পর্য্যন্ত হিসাব হইয়া মোট টাকার সুদ পাইবেকনিম্ন দালতে যে না লিশেরদিবস পর্য্যন্তহিসাব করিয়া মোট

প্রাপ্য অনেক টাকা আদায় ও তাহার ডিক্রী আ- পন নামে হাশীল করে এইক্ষণে ভৈরব ও গঙ্গানারা য়ণ সিংহের অংশ বয়রাম সিংহের স্থানে আদায় জন্য এই নালিশ হয়।

টাকার শুদ দেওয়াইয়াছি লেনতাহা অ ন্যথাহইল।

আসামি জওাব দেয় যে ডিক্রীর দ্বারায় যে টাকা পাইয়াছে তাহাতে ফৈরাদীর কোন অংশ নাই।

প্রধান সদর আমিন মৌলবি মাজিদ খাঁর নিকট মকদ্দমা শোপর্দ্দ হইলে ফৈরাদী মেহরাজ সিংহ আপন অংশ হইতে ক্ষান্তহইলে প্রধান সদরআমিন বর্ত্তমান রেস্পাণ্ডেণ্টেরপক্ষে আশল ২২৫৮১।০ টাকা ও নালিশের দিবশ পর্য্যন্তের শুদ ১২৫০৬।/০ এক্ষনে ৩৫০৮৬।।/০ টাকা ও ঐ মোট টাকার শুদ ইস্তক নালিশের তারিখ নাগাইদ পরিশোধের দিবশ ডিক্রী করেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর ও শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন যে ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সাঃ লিপিতে নিয়ম হইয়াছে যে আশলটাকার শুদ নিম্নাদালতের ডিক্রীর দিবশ পর্য্যন্ত হিসাব হইয়া মোট টাকার শুদ আদায় পর্য্যন্ত পাইবেক নালিশের তারিখ পর্য্যন্ত মোট টাকার শুদ হিসবহইয়া আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত পাইবেক না এমতে আশল ২২৫৮১।০ টাকা ও তাহার শুদ নাগাদি নিম্নাদালতের ডিক্রীর তারিখ ও ঐ মোট টাকার শুদ আদাএর তারিখ পর্য্যন্ত রেস্পাণ্ডেন্টের পক্ষে ডিক্রী হইল।

BENGALEE TRANSLATION

OF

REPORTS OF

SUMMARY.

CASES

Determined in the

SUDDER DEWANNY ADAWLUT,

APPROVED BY THE COURT

For the year 1841.

VOL. 7, PART 1.

বাঙ্গালা রিপোর্ট

অর্থাৎ

সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের
নিষ্পন্ন যে সমস্ত সরসরি মোকদ্দমা ঐ আদা
লতের সাব্যস্থ মতে
৭ পস্তকের ১ খণ্ডে প্রচার হয়
তাহা
চলিত বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইয়া

কলিকাতা
নিমতলা বিধিমুদ্গর যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল
ইং ১৮৪২ সাল

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।—

চরণ ভরসা।—

সদরদেওানী আদালতের সরসরি নিষ্পত্তি।

পৃষ্টা ১
১৮৪১
১৫ জানের

কৃষ্ণকিস্মোর রায়........ছাএল।

উপযুক্তকারণ ভিন্ন ফৈরাদীর দরখাস্তক্রমে জেলা জেলের কয়দীর খোরাকী জেলা জজ ন্যুন করিতে পারেন না।

ছাএল ডিক্রীজারিতে ধৃত হইয়া চট্টগ্রামের দেওাণী জেলে কয়েদ কালিন ফৈরাদীরদ্বারায় প্রতি দিন ।৹ চারিআনার হিসাবে খোরাকি স্থির হয় পরে ফৈরাদীর দরখাস্ত মতে জেলা জজ ৵৹ দুইআনা করেন সদর আপীল হইলে শ্রীযুত বিড সাহেব কহেন যে চাত্তর্য্যরূপে সম্পত্তি হস্তান্তর করা প্রমাণ ইত্যাদি উপযুক্ত কারণ ভিন্ন জেলা জজ ছাত্রলের খোরাকী ন্যূন করিতে পারেন না।

বিমলা দেবি চৌধুরাণী ও কালীকান্ত আচার্য্য ....ছাএল

পৃষ্টা ১
১৮৪১
১৫ জানের

জমিদারেরা কাজিরপ্রাপ্য

১৮৩৮ সালের ১২ দিসেম্বর দিবসীয় লিপি দ্বারা ময়মুন সিংহের জেলা জজ সদরে প্রশ্ন করেন যে হিন্দু কি ইউরোপিয় জমিদারেরা কোন আইনের

রশুম আদায় করিতে পারে ননা কিন্তু জমিদার এমত বিষয়ে জাবেতা নালিশ করিলে তাহার স্বত্বার বিচারেরহানিহইবেকনা।

দ্বারা মোছলমান রাইয়তদিগের স্থানে কাজিদিগের প্রাপ্য রশুম আদায় করিতে পারেন কি না সদর আদালত কাজির ফত্তয়া মতে জজকে জ্ঞাত করেন যে উক্ত ব্যক্তিরা উক্ত রশুম আদায় করিতে পারেন না জজ তদনুসারে ইস্তাহার জারি করেন এমতে ছাত্রল ঐ ইস্তাহার অন্যথা জন্য আপীল করিয়া কহে যে তাহাদিগের অধিকারে পূর্ব্বাপর উক্ত রশুম আদাএর রিতী আছে।

সদর জজ শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন কাজির প্রাপ্য রশুম আদায় করণ জন্য ক্ষমতা কোন জমিদারের প্রতি নাই এমত বিবাদ জাবেতা নালিশের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে এমতে এস্তাহার অন্যথা জন্য কোন হুকুম সম্ভবে না এইমাত্র জজের প্রতি আদেশ হইতে পারে যে উক্ত বিষয়ের কোম মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ইস্তাহার হইয়াছে বিধায় তাহার স্বত্বের বিচারের হানি হইবেক না

শ্রীযুত টকর সাহেবের ঐক্যমতে চূড়ান্ত হইল।

রূপচন্দ্র কপালী মোক্তার জানেবে

হরিশ্চন্দ্রবশু ইত্যাদি .... ছাএল

মহম্মদ আশগর............... প্রিতিপক্ষ

পৃষ্ঠা ২
১৮৪১
২ ফিবরেল

বান্দস্থানান্তর করণের হুকুম হহলে অপর বান্দঐপ্রকার

প্রতিপক্ষ এক বান্দ বান্দায় ও তাহাতে ছাএলের জমিদারির জলপথ বন্ধহওয়ায় ছাএল পাটনার দেওাণী আদালতে প্রতি পক্ষের নামে নালিশ করিয়া প্রধান সদরামিন অযুধ্যাপ্রসাদ তেওারির

বিচারে ডিক্রী পায় ও ঐ ডিক্রী জেলা জজ শ্রীযুত ইস্মেল্ট সাহেবের বিচারে স্বাব্যস্থ থাকিলে ডিক্রী জারিতে প্রতিপক্ষ স্থানান্তর করিয়া বান্দ বান্দে তাহাতেও ছাঁএলের জমিদারির জলপথ মুক্ত না হও য়ায় ছাএল ঐ প্রধানের নিকট দরখাস্ত করে যে ডিক্রীর হুঙ্গমের মতাচরণ হয় নাই এমতে বান্দ পুনর্ব্বার স্থানান্তর করণের আদেশ হয় তাহাতে ঐ প্রধান কহেন ডিক্রীতে যে বান্দ স্থানান্তর করার আদেশ আছে তাহা হইয়াছে অতএব এমত বিষয়ে সরসরি ক্রমে হস্ত নিক্ষেপ হইতে পারে না এবং জজ সাহেব তাহাই স্বাব্যস্ত করেন।

ব্যাঘাৎ জনক হইলেঐহুকুমে অবস্যরহিতহ ইবেক

সদর আপীলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন যে ছাত্রলের নালিশ ও ডিক্রীর অভিপ্রায় যে তাহার জমিদারির জলপথ মুক্ত হয় নতুবা কেবল বান্দ স্থানান্তর হওয়া নহে যাহাতে জলপথ মুক্ত না হয় অতএব উক্তজল পথ রূদ্ধ করিয়া অপর বান্দবান্দা হইতে অবস্য আসামিকে নিবারিত হইতে হইবেক।

বনমালি বসু .... আপীলান্ট
রাজা বরদাকান্ট রায় রেস্পাণ্ডেন্ট

পৃষ্ঠা ৩
১৮৪১
১০ ফিবরেল

উক্ত মোকদ্দমায় সদরের পূর্ব্ব জজেরা ১৮৪০ সালের ২১ সেতম্বর তারিখে আপীলান্টের পক্ষে যে নিষ্পত্তি করেন তাহারি পুন বিচার জন্য এই দর খাস্ত হয়।

পূর্ব্ব নিষ্পত্তি হওয়া মোক দ্দমার পুনবি চার জন্য দ্র খাস্তে নূতনক

বণ না থাকায় অগ্রাহ্য হইল

সদর জজ শ্রীযুত টকর সাহেব কহেন ছাএল এই মোকদ্দমার পুনর্বিচার জন্য কোন নূতন কারণ উর্থাপণ করেনাই পূর্ব্ব যে দলিলের বিচার হইয়াছে তাহারি পুনর্ব্বিচার প্রার্থণা করে এমতে পূর্ব্ব বিচারের আপীল আমাদিগের নিকট করা হইতেছে এমতে এমত মোকদ্দমা পুণর্ব্বিচারের যোগ্য নহে।

শ্রীযুত রাটরি সাহেবের ঐক্যমতে চূড়ান্তহইল।

পৃষ্টা ৩ ১৮৪১ ১৩ ফিবরেল সদরআমীনে র নিষ্পত্তির আ পালকি খাষ আপীলে জজ হে হুকুমকরেন তাহারপুনর্বি চারজন্যসদরে কোন হুকুমহ ইবেকনা।

উদ্যান সিংহ ছাএল

ছাএলের মোকদ্দমা প্রথমত জেলা পাটনার সদর আমীন কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইলে প্রধান সদর আমীন আদালতে আপীল ও জজাদালতে খাষআপীল হইয়াছিল পরে জজ ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে সদরে আপীল করিয়া পুনর্বিচার গ্রাহ্যের আদেশ জজের প্রতি প্রার্থণা করে।

সদর জজ শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন সদর আমীন যে মোকদ্দমার প্রথম বিচার করেণ তাহা জজাপিলেই চূড়ান্ত সদরে শুধারা হইতে পারেনা এমতে ছাএলের ছওাল অগ্রাহ্য।

পৃষ্টা ৩ ১৮৪১ ১৩ মার্চ ডিক্রীজারীতে নিলামঅসিদ্ধ

মহম্মাত রজবন্নেশা ..... ছাত্রল

ছাত্রলের সম্পত্তি ডিক্রীজারিতে বিক্রয় হইয়াছিল জেলা বীরভূমে ডিক্রীজারি হওায় তথাকার জজ পরে ঐ বিক্রী অসিদ্ধ করিলে সদর আপীলে স্বাব্যস্ত থাকে ছাত্রল এইক্ষণে নিলাম খরিদারের

দখল সময়ের ওয়াশীলাত পাওনের প্রার্থণা করে।

সদর জজ শ্রীযুত ইস্মীথ সাহেবের তলবমতে সে-রেস্তাদার কৈফীএত দেন যেইতি পূর্ব্বে সদর আদালত উক্ত প্রকার অনেক মোকদ্দমায় সরসরি দরখাস্ত মতে ওয়াশীলাতের নিষ্পত্তি করিয়াছেন এবং তাহার পোষক জন্য নিচের লিখিত চারি মোকদ্দমা রিপোর্ট করেন।

হই লসরসরি হুকুমমতে বেদখলসময়েরও য়াসীলাতের ও ওয়াসীলাত নিদ্ধার্য্য হওনেরতারিখ হইতে শুদপাইবেক।

বিচারহইল যে বীরচরণ চক্রবর্ত্তির ডিক্রীজারিতে ছাএলেরসম্পত্তিবিক্রয়হইলেঐচক্রবর্ত্তিস্বয়ংক্রয়করে পরে ঐ বিক্রীজেলা ও সদরআদালতেঅসিদ্ধহয় এমতে খরিদারের দখল সময়ের ওয়াশীলাত ও ঐ ওয়াশীলাত নির্দ্ধার্য্য হওনের বাকারির তারিখ হইতে পরিষোধ পর্য্যন্তের শুদ ছাএল পাওন যোগ্য। *

রামস্বহাই বাজপাই...... ছাএল

পৃষ্ঠা ৪
১৮৪১
২২ মার্চ

ছাত্রল ও শিবদয়াল ঠাঙ্গর ঢাকারজেলা আদালতে জগমোহন সেন ইত্যাদির বিপক্ষে কতক টাকার ডিক্রী পাইয়াছিল ঐ ডিক্রীজারিহইলে জগমোহন সেন ডিক্রীর বেবাকটাকা শিবদয়াল ঠাঙ্গরকে দেয় ছাত্রল তাহার অর্দ্ধেক টাকা শিবদয়াল ঠাঙ্গরের স্থানে পাওন জন্য জেলা আদালতে

অংশের নিষ্কপণ ব্যক্তির কসাধারণ ডিক্রীর টাকা এক ব্যক্তিলইলে অপর অংশী সরসরিদরখাস্ত মতে পাইবেক না।

---

* ১ নওাব হোসেনজঙ্গ বনাম জৌলতজঙ্গ ১৬জুলাই১৮২৩
২ জয়মনি দাসী ১ মে ১৮৩২ ৩ লক্ষ্মিনাথ সর্ম্মা বনাম রাজমোহন নেউগী. ২১ দিসেম্বর ১৮৩৭
৪ ভীমচরণ ভট্টাচার্য্য ১৮ আগষ্ট ১৮৪০

দরখাস্ত করিলে শ্রীযুত হক সাহেব জজ তাহা অগ্রাহ্য করেন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন শিবদয়াল ও ছাত্রলের পক্ষে মোট টাকার ডিক্রী হইয়াছে তাহাতে কাহার কত পাওনা নির্ণয় নাই এমতে ছাএল সরসরি দরখাস্তক্রমে তাহার অংশী দারের নিকটহইতে আপন অংশ পাইতে পারেনা জাবেতা নালিশ করিতে হইবেক।

পৃষ্টা ৪ ১৮৪১ ২৫ মার্চ ডিক্রী দারের সহিত রফা হওয়ার সংবাদ অগ্রে আদালতেনাকরায় ঐডিক্রীজারী রনিলামঅন্যথার কারণহইলনা।

চন্দ্রনাথ সর্ম্মা নস্কর........ছাএল

ছাএলের বিপক্ষে ডিক্রীজারিতে তাহার যে সম্পত্তি নিলাম হয় তাহা ঢাকা জজ স্বাব্যস্ত করিলে সদর আপীল হয় ছাএল কহে মহাজনের সহিত রফা হইয়াছিল জজ কহেন যেহেতু নিলাম স্থকীত জন্য রফার কথা পূর্ব্বে আদালতে উত্থাপন হয় নাই এমতে গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

সদর আদালত শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন যে ছাএল রফার কথা বিক্রয়ের পূর্ব্বে আদালতে জানায়নাই ডিক্রীদারের রসীদ যে কালেক্টরকে দেখায় তাহা যে টাকার জন্যে বিক্রয়ের হুকুম হইয়াছে তাহার কতক টাকার এমতে কালেক্টর কোনমতে বিক্রয় স্থকীত করিতে পারেনা অতএব জজের হুকুম স্বাব্যস্ত যোগ্য।

পৃষ্টা ৫ ১৮৪১ ৬ আপরিল

পদ্মলোচন মল্লিক.......... ছাএল

নদীয়ার প্রধান সদরআমিনের হুকুমের বিরুদ্ধে

এই আপীল হয় ছাএল অপর ব্যক্তির যোগে কোন ইজাদ্দারের জামিন হইয়াছিল ঐ ইজাদ্দার বাকী আদায় করিতে না পারায় জামিনদার সম্বলিত ইজাদ্দারের নামে ভূম্যাধিকারি নালিশ করিয়া ডিক্রী পায়। জামিনদারসম্বলিত ইজাদ্দারের বিপক্ষে ডিক্রী হইলে প্রত্যেক আসামী সমস্ত দেনার দাইক এক ব্যক্তি কতক দিয়া মুক্তহইবেক না।

যেহেতু ছাএল অপরের সহিত জামিন হইয়াছে এমতে প্রার্থণা করে যে ভূম্যাধিকারির পক্ষে যে টাকা ডিক্রী হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক ছাএল দিয়া মুক্ত ও বাকী অর্দ্ধেক অপর জামিনের স্থানে তলব হয়।

সদর জজ শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন ছাএলের দরখাস্ত গ্রাহ্য যোগ্য নহে কারণ বাকীদার ও জামিন দিগের বিপক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহাতে কাহার কত দেনা তাহার নির্ণয় নাই এমতে প্রত্যেক আসামী সমস্ত দেনার দাইক ও ছাএলের ছওয়াল অগ্রাহ্য।

মাধবি দাস্যা ····· ছাএল

পৃষ্টা ৫ ১৮৪১ ১৪ আপরিল

পৈরাগদত্ত পাঁড়ে নামক একব্যক্তি জেলা ময়মনসিংহের দেওয়ানী আদালতে বাকী খাজনা বাবদী কতক টাকার ডিক্রী কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে পায় মোকদ্দমা উপস্থিত কালিন নিষ্পত্তির মতাচরণ জন্য আসামীর জামিন তলব হওয়ায় আসামী জামিন দাখিল করিলে নাজীর রিপোর্ট করে যে জামিন উত্তম কিন্তু তাহা যথার্থ হইয়াছিল না পরে ডিক্রীদার জামিনের সম্পত্তির বিষয় দেওয়ানী নাজীর মিথ্যারিপোর্ট করিলে

যেপ্রকারেবক্তা হার উত্রাধি গণের প্রতি ডিক্রীজারীহ ইবেক তাহর নিয়ম।

আসামীয়ানের স্থানে টাকা আদায় করিতে না পারায় জামিনদার ও নাজীর লোকান্তর হওয়া প্রযুক্ত তাহার উত্রাধিকারির নামে নালিশ করিয়া ডিক্রীপায় ঐ ডিক্রীজারি কালিন প্রধান সদরআমীন যাহার সমীপে ঐ সংক্রান্ত অপর এক মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল সদরে উপদেশ প্রার্থণা করিলেন যে দুই মোকদ্দমার আসামীয়ানের মধ্যে কাহার প্রতিকূলে ডিক্রীজারি হইবেক। *

সদর জজ রিড সাহেব কহেন যে উক্ত ডিক্রী প্রথম আসামীর প্রতি পরে জামিনের প্রতি তাহাতে আদায় না হইলে নাজিরের উত্রাধিকারির প্রতি জারি হইবেক।

পং ষ্টাঙ ১৮৪১ ১৪ আপরিল

হরিশচন্দ্র বন্দো ..... ছাএল

কটকের প্রধান সদর আমীনের হুকুমের বিরুদ্ধে এই আপীল হয়।

ভূমি সম্পত্তির মোকদ্দম উত্থাপনজন্য টাকারডিক্রীজারিতেআসামীর স্বত্ববিক্রয়র প্রতিবন্ধক হইবেক না।

ছাএল আলিবক্স খাঁর প্রতিকূলে টাকার ডিক্রী পাইয়া তাহার সম্পত্তির প্রতি জারী করিয়াছিল ইতি মধ্যে ঐআলিবক্সের স্ত্রী সাদিবিবি দেএনমোহরের দাবিতে ঐ সম্পত্তি পাওন জন্য তাহারস্বামির

---

* এই মোকদ্দমায় নাজিরের জামিনের উত্রাধিকারিরাও আসামী ছিল ১৮৪১ সালের ৮ জুলাই দিবসীয় ডিক্রী ক্রমে নির্ণয় হইয়াছে যে তাহারা দাইক হইবেক না কারণ জামিনি নামায় লিখিত আছে যে নাজির তহবিল কি গচ্ছিত সম্পত্তি অন্যায় তছরূপ করিলে জামিনদার দাইক হইবেক মিথ্যা রিপোট করণ জন্য দাইক হইবেক না।

নামে নালিশ করিয়া দরখাস্ত করায় ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত বিক্রী স্থকিত থাকনের আদেশ হয়।

সদরে আপীল হইলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন মোকদ্দমা নিষ্পন্ন পর্য্যন্ত বিক্রী স্থকিতের কোন কা-রণ দৃষ্ট হইতেছে না কারণ কেবল আলিবক্‌সের স্বত্ব বিক্রয়হইবেক তাহাতে তাহারস্ত্রীরস্বত্বের হানিনাই এমতে ঐ প্রধানের হুকুম অন্যথা যোগ্য।

রামদুলাল নস্কর ..... ছাএল

পৃষ্টা ৬
১৮৪১
১৯ আপরিল
মোকদ্দমাউপস্থিত কালিন দাবিরমূল্যঘটিত বাচনিক হুকুমের সরুসরি আপীলগ্রাহ্য যোগ্য।

জেলা ময়মনসিংহের সেরপুরের মুনছফের নিকট ছাএলের নামে এক নালিশ হইয়াছিল তাহাতে ছাএল আপত্য করে যে ফৈরাদী দাবির মূল্য অনেক ন্যুন করিয়া নালিশ করিয়াছে মুনছফ তাহা গ্রাহ্য না করায় জজের নিকট আপীল করে জজ কহেন জাবেতা মোকদ্দমার বিচার কালিন উক্ত প্রকার বাচনিক হুকুমের আপীল গ্রাহ্য যোগ্য নহে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে যদ্যপি আসামীর মননিত না হয় আপীল করিতে পারিবেক।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন যে ১৭৯৩সালের ৪আইনের ৪ ধারাক্রমে দাবির মূল্য বিষয়ক মোকদ্দমার বিচারের মধ্যে বাচনিক হুকুমের আপীল গ্রাহ্য যোগ্য এমতে ময়মনসিংহের জজকে তাহা জ্ঞাতকরাযায় সাংলিঃ ২০আগষ্ট ১৮৪১ দৃষ্টাঃ।

কৃষ্ণকান্ত নাএক ..... ছাএল

পৃষ্ঠা ৭
১৮৪১
২০ আপরিল
ডিক্রীজারিতে কোন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বয়নামাপাইলে কয়েক মাসপরে ঐ সম্পত্তির অধিকারি বেজাবেতা নিলামের আপত্য করারতে জজ যেবিক্রয় অসিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা অনাথা হইল

ছাএল পার্ব্বতি দাসীর বিপক্ষে ডিক্রী জারীতে ঐ দাসীর কোন সম্পত্তি ১৮৪১ সালের ১ নবেম্বর তারিখে ক্রয় করিয়া পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের জজ কর্তৃক বয়নামা পায় ঐ জজের পাদাভিষিক্ত অপর জজের নিকট পার্ব্বতিদাসী ১৮৪০ সালের ১৩ জুলাই বেজা- বেতা নিলাম হওনের আপত্যে দরখাস্ত করিলে জজ বিক্রয় অসিদ্ধ করেন।

সদরে আপীল হইলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন যে জাবেতা নিলামের আপত্য করণ জন্য আইনে একমাস মেয়াদ আছে অনেক মাস গতে দরখাস্ত করায় যে জজ বিক্রী অসিদ্ধ করিয়াছেন তাহা যথার্থ হয়নাই অধিকান্ত তাহার পূর্ব্ব পদস্থ জজ যে ক্রেতা- কে বয়নামা দিয়াছেন তাহা অন্যথা করায় পূর্ব্ব পদস্থ জজের হুকুম অন্যথা করা হইয়াছে তাহা সদরের অনুমতি ভিন্ন তাহার কর্ত্তব্য ছিলনা অতএব জজের হুকুম অন্যথা যোষ্য।

ভগবানদত্ত সিংহ ... ফৈরাদী
মির্জাআহমদহোসেন আসামী

পৃষ্টা ৭
১৮৪১
২০ আপরিল
অনোদ্যোগ জন্যআপীলে কোন মোকদ্দ

ফৈরাদী এই মোকদ্দমা জেলা ভাগলপুরের প্রধান সদর আমীন আদালতে ডিক্রী পাইলে ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে সদর আপীল ও তাহা অনদ্যোগ

জন্য নম্বর খারিজ হয় পরে ঐ প্রধানের নিকট আসামী কর্তৃক ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত হইলে ঐ প্রধান সদরে প্রশ্নকরেন যে যে নিষ্পত্তির প্রতিস্থলে সদরে আপীল হইয়া নম্বর খারিজ হয়. তাহার পুনর্বিচার জন্য তিনি সদরে অনুমতি প্রার্থণা করিতে পারেন কি না।

সদর জজ শ্রীযুত রিডসাহেব আদেশ করিলেন যেহেতু সদর আপীলে স্বত্বের বিচার হয়নাই এমতে প্রধান সদর আমীন পুনর্বিচারের অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারেন প্রমাণ ১০৫৭ সংখ্যা কনেষ্ট্রকষণ।

নন্দকিসোর সা ..... ছাএল

বিমলা দেব্যার নালিশি মোকদ্দমায় ছাএল জয়কৃষ্ণ গিরির সহিত আসামী ছিল বিমলা দেবি ময়মনসিংহের প্রধান সদর আমীন আদালতে ডিক্রী পাইলে ছাএল ও জয়কৃষ্ণ গিরি একযোগে আপীল করিয়া পরে জয়কৃষ্ণ দস্তবরদারি দাখিল করিলে জজসাহেব নম্বর খারিজ করেন ঐ মোকদ্দমা পুন গ্রহনের আদেশ জজের প্রতি হওন প্রার্থণায় সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিড়সাহেব কহেন যে একত্রে আপীল হইয়াছিল বিধায় একজন আপীলাণ্টের প্রার্থণাক্রমে জজ ঐমোকদ্দমার নম্বরখারিজ করিতে পারেন না অতএব মোকদ্দমা নম্বর ভুক্ত ক-

যা নম্বরখারিজ হইলেনিম্নাদালততাহার কৃত নিষ্পত্তির পুনর্বিচারপ্রার্থণা করিতে পারেন।

পৃষ্ঠা ৮
১৮৪১ ৮
২০ আপরিল
এক আপালের মোকদ্দমায় একজন আপীলাণ্টের দরখাস্তে মোকদ্দমা নম্বরখারিজকরায়পুনর্ব্বার নম্বরভুক্ত করিয়া বিচার জন্য জজের প্রতি আদেশ হইল।

রিয়া বিচার করণ জন্য নিম্নাদালতের প্রতি আদেশ হইল।

কৃষ্ণদয়াল সিংহ ..... ছাএল

পৃষ্টা ৮
১৮৪১
২৬ আপরিল
ইজারাদেওনিয়ারপ্রতিকুলে ইজারাভূমিকে বলডিক্রীহইয়াছে বিধায় ইজারারমেয়াদ পর্য্যন্তইজাদ্দার বেদখল হইলনা।

রাণী পদ্মাবতি আপন মৃত স্বামির স্বত্ব বলিয়া পোড়াখালি পরগণায় ভোগবান হইলে ছাএল ঐ রাণী স্থানে ঐ পরগণার কতক ভুমি ইজারা লয় বাবু দুলার সিংহ ইত্যাদি ঐ রাণীর বিপক্ষে উক্ত পরগণা ডিক্রী করিয়া দখল পাইলে ছাএলকে ইজারা ভূমি হইতে বেদখল করে মেয়াদ পর্য্যন্ত ইজারা স্বাব্যস্থ থাকন প্রার্থণায় ছাএল জেলা ময়মনসিংহের জজের নিকট দরখাস্ত করিলে জজ নামঞ্জুর করেন। সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন প্রতিপক্ষ ডিক্রীপাইয়াছে বিধায় ছাএলের দরখাস্ত যে জজ অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা যথার্থ হয়নাই উচিত ছিল ইজারা ঘটিত কোন চাতুরি ছিল কিনা তাহার অনুসন্ধানকরেণ অতএব উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া বিচার করণ জন্য জজের প্রতি হুকুম হইল।

সেখ শুপন ..... ছাএল

পৃষ্টা ৯
১৮৪১
৪ মে
কোনভূমিরপ্রতি কেহ হকসফার ডিক্রী ক

এই মোকদ্দমার কাগজে প্রকাশ যে নিরূপীত রাজস্বে কোন ভূমি অপরের সহিত সরাকতে কয়ামদ্দিন নামক একব্যক্তির দখলেছিল কিন্তু ঐভূমি মালিকানা স্বরূপ অপর ভূম্যাধিকারির থাকে কয়ামদ্দিন

ঐ ভূমির কতক ছাএলের নিকট বিক্রয় করিলে তাহা দিগের উভয়ের নামে উদ্যান সিংহ হকসফার দাবিতে পাটনার জেলা আদালতে নালিশ করিয়া মূল্যের টাকা আমানত করিয়া ভূমি পাওনের ডিক্রী পাইয়া টাকা আমানত করে পরে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ঐ ভূমি বাজেআপ্ত হইয়া ভূম্যাধিকারির সহিত বন্দবস্ত হইলে উপরোক্ত দখলি কারগণ বেদখল হয় এমতে উদ্যান সিংহ আপন হকসফা রক্ষা জন্য যেটাকা আমানত করে ঐ টাকা ছাএলের স্থানে ফিরিয়া পাওন জন্য দরখাস্ত করিলে প্রধান সদর আমিন সৈএদএম দাদালি অগ্রাহ্য ও জজ ইস্মেল্ট গ্রাহ্য করেন।

রিলে পর ঐ ভূমি বাজেআপ্ত হইলে ঐ দাবি হইতে মুক্ত হইতে পারি বেক না এবং অপরের সহিত বন্দবস্ত করিতে হইবেক।

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন উদ্যান সিংহ আপন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক উক্ত ভূমির দখিল কারের আবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে পরে ঐ ভূমি বাজেআপ্ত হওয়ায় তাহার অন্যথা কি ছাএল দায়গ্রস্থ হইতে পারে না এমতে জজের হুকুম অন্যথা হইল।

পীতাম্বর চক্রবর্ত্তি ... ছাএল

পৃষ্ঠা ৯
১৮৪১
১১ মে

গৌরীপ্রসাদ নামক একব্যক্তি আপন পাওনা টাকার ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়া টাকা আদাএর পূর্ব্বে লোকান্তর হইলে তাহার পুত্র ছাএল ও কৃষ্ণকান্ত নামক ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকে ছাএল ঐ ডিক্রীর কতক

ডিক্রী দারের উত্রাধিকারির মধ্যে কেহ ডিক্রীর টাকা অ

দায় করিলে অপর সরসরি দরখাস্তে পাইবেক না জাবেতা নালিশ করিতে হইবেক।

টাকা আদায় করিয়া তাহার খুড়াকে কিছু না দেওয়ায় ঐ খুড়া ঐ টাকার অংশ পাওন জন্য জেলা রাজসাহির দেওয়ানী আদালতে ছাএলের নামে দরখাস্ত করিলে জেলা জজ ছাএলের প্রতি কতক টাকা আমানত করণের হুকুম দেন ছাএল তাহা না করায় তাহার জায়দাদ ক্রোক করেন।

ছাএল সদরে আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন যেহেতু গৌরীপ্রসাদের সম্পত্তির অংশের বিবাদ খুড়া ভ্রাতষ্পুত্রের সহিত ইহা সরসরি মতে নিষ্পত্তি ও অংশ দেওন জন্য ছাএলকে তলব করা হইতে পারে না খুড়াকে ছাএলের নামে জাবেতা নালিশ করিতে হইবেক এমতে জজের হুকুম অন্যথা হইল।

পৃষ্ঠা ১০ ১৮৪১ ১৯ মে

মধুসূদন হালদার ইত্যাদি ছাএল

দেবসেবারপালার উপস্বত্ব নিজদেনার ডিক্রী জারিতে ক্রোক হইবে না।

দরখাস্ত কারিরা ৷/ কালিঘাটের অধিকারি তাহাদিগের সেবার পালার উপস্বত্ব বদন হালদার ইত্যাদির পালা বলিয়া তাহাদিগের প্রতিকূলে ডিক্রী জারীতে জেলা ২৪ পরগণার জজ কর্তৃক ক্রোক হওয়ায় দরখাস্ত কারিরা সদরে আপীল করিলে শ্রীযুত রিড সাহেব পালার অধিকারির বিচার না করিয়া কহেন যেহেতু পালার উপস্বত্ব দেবালয়ের খরচ জন্য নিজ খরচ জন্য নহে এমতে কাহারো

নিজের দেনার ডিক্রীতে ক্রোক হইতে পারে না অত এব জজের হুকুম অন্যথা হইল।

বিগলের সাহেব ... ছাএল

ষ্টা ১০
১৮৪১
২৬ মে

ছাএল করুণামই নাম্নি এক হিন্দ স্ত্রীর বিপক্ষে ডিক্রী পায় ঐ দেনা ঐ স্ত্রীর নিজের ছিল করুণামই আপন স্বামি রামকীসোর রায়ের মৃত্যুপরে তাহার পূর্ব্ব অনুমতি ক্রমে রাধাকিসোর নামক একব্যক্তি-কে পৌষ্যপুত্র করিলে ঐ পুত্র রামকিসোরের সম্পত্তির স্বত্বাধিকারি হয় করুণামইর মৃত্যুপরে ছাএল রামকিসোরের উক্ত সম্পত্তির প্রতি ডিক্রী জারি করিলে ঢাকার জেলা জজ সদরে সমর্পণ করিয়া কহেন যে উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত সদরের পূর্ব্ব হুকুম দৃষ্টে সদরের উপদেশ ভিন্ন ছাএলের ছওালের হুকুম দিতে পারেন না।

হিন্দুস্ত্রী স্বামির অনুমত্যানুসারে পৌষ্যপুত্র করিলে তাহার নিজ দেনায় ঐ স্বামির সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে না ঐ সম্পত্তির প্রতি দাবি স্বত্বাস্ত জন্য ডিক্রীদারকে জাবেতা নালিশ করিতে হইবেক।

সদর জজ শ্রীযুত রাটীরি ও শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন যে করুণামই আপন স্বামির অনুমত্যানুসারে রাধাকিসোরকে পৌষ্যপুত্র করায় রাধাকিসোর যে রামকিসোরের সম্পত্তি পাইয়াছে তাহা করুণামইর নিজ দেনায় বিক্রয় হইতে পারেনা তবে ঐ সম্পত্তি রক্ষা জন্য দেনা হইয়া থাকিলে ছাএল তাহা জাবেতা নালিশের দ্বারায় প্রমাণ করিতে পারে সরসরি মতে তাহার বিচার হইতে পারেনা।

বংশীদাস অধিকারি ছাএল

পৃষ্ঠা ১১
১৮৪১
৩১ মে
উত্রাধিকারির
হিত বস্তু সরকা
রে দাখিল হই
লে তাহা পাও
ন জন্য সরসরি
দরখাস্তের অ
গ্রাহ্যের আ
পীল না হওয়া
র কারণে জে
াবেতা নালি
শ ডিসমিস হই
াছে তাহা বি
পূর্ব্বক নহে।

গৌরীপৃয়া নাম্নি এক বৈষ্ণবীর মৃত্যুপরে তাহার সম্পত্তির উত্রাধিকারি রহিত জন্য সরকারে দাখিল হইলে ছাএল আপনাকে ঐ মৃত বৈষ্ণবীর উত্রাধিকারি জানাইয়া দরখাস্ত করিলে যশহরের জেলা জজ অগ্রাহ্য করেন ছাএল ঐ সম্পত্তি পাওন জন্য গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে জাবেতা নালিশ করিলে জজ কহেন যে হেতু ছাএল পূর্ব্ব সরসরি হুকুমের আপীল করে নাই এমতে ঐ হুকুম চূড়ান্ত ও জাবেতা নালিশ ডিসমিস যোগ্য।

সদরে সরসরি আপীল হইলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন জেলা জজ যে হেতুতে ছাএলের মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়াছেন তাহা আদালতের নিয়মের বহিভূত এপ্রকার সরসরি হুকুম অন্যথা জন্য অবশ্য জাবেতা নালিশ গ্রাহ্য ও বিচার্য্য হইবেক।

লক্ষ্মীনারায়ণ বড়াল ... ছাএল

পৃষ্ঠা ১১
১৮৪১
১৪ জুন
টাকা তা
বিপক্ষে
ী হইয়
তাহারি

ছাএলের বিপক্ষে জেলা মেদনিপুরের প্রধান সদর আমীন ১৭৯৩ টাকার নালিশে ৮৯০ টাকার ডিক্রী দেওয়ায় ছাএল ঐ ৮৯০ টাকার দাবির ইষ্টাম্প কাগজে জজ আপীলের দরখাস্ত করিয়াছিল জজ প্রথম দাবি ১৭৯৩ টাকার তাইনে আপীলের আদেশ করিলে ছাএল সদরে সরসরি আপীল করে।

শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন ছাএলের আবশ্যক যে টাকা তাহার প্রতিস্থলে ডিক্রী হইয়াছে তাহারি আপীল করে এমতে প্রথম দাবির তায়দাদে আপীল করণের প্রয়োজন নাই অতএব জজের হুকুম অন্যথা হইল।

আপীলহইবেক প্রথমদাবির তাইএনে আপীল করিতে হইবেক না।

পৃষ্ঠা ১১
১৮৪১
১৫ জুন

গোপালকৃষ্ণ দাস … ছাএল

ছাএল ঢাকা জেলার দেওয়ানী জেলে যে ব্যক্তির ডিক্রী জারিতে কএদ হইয়াছিল ঐ ব্যক্তির বিপক্ষে খুদিদেব্যা ডিক্রী করিয়া জারি করিলে ছাএলের ডিক্রীদার খোরাকী টাকা আমানত না করায় খুদিদেব্যা আমানত করে এমতে খোরাকী টাকা ছাএলের ডিক্রীদার আমানত না করণ জন্য মুক্ত হওনের প্রার্থণায় ছাএল দরখাস্ত করিলে জজ অগ্রাহ্যকরেন

ছাএল সদরে সরসরি আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন ছাএলের বিপক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা খুদিদেব্যার খাতকের পাওনা বিধায় তাহাতে খুদিদেব্যার দাবি আছে এমতে জজ যে ছাএলের মুক্ত হওন প্রার্থণার দরখাস্ত উক্ত বিবরণে অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা যথার্থ হইয়াছে।

ডিক্রীদারের আসামীর ডিক্রীর কএদীর খোরাকী ঐ কএদীর ডিক্রীদার আমানত না করিলেঐ ডিক্রীদারের ডিক্রীদার ঐকএদীর খোরাকী আমানতকরিয়া টাকাআদায় পর্যান্তকএদীকে কএদরাখিতে পারিবেক

অমৃতলাল ….. ছাএল

পৃষ্ঠা ১২
১৮৪১
২৩ জুন

ছাএল সারঙ্গের জেলা আদালতে আপনপাওনা টাকার দাবিতে নালিশ করিয়া সাক্ষী হাজির করিতে

প্রধানসদরআমীন কর্তৃক পুনর্বিচারের দরখাস্ত জজ অগ্রাহ্য করিলে তাহাই চূড়ান্ত।

না পাওয়ায় প্রধান সদর আমীন নালিশ ডিসমিস করেন ছাএল ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত করিলে প্রধান সদর আমীন জজের নিকট অনুমতি প্রার্থণা করায় জজ অস্বীকার হন।

সদর আপীল হইলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন প্রধান সদর আমীন কর্তৃক পুনর্বিচার করণের দরখাস্ত জজ অগ্রাহ্য করিলে তাহাই চূড়ান্ত কি না এতদ্বিষয়ের প্রশ্ন ইংরাজী কোর্টে করা গিয়াছিল তাহাতে উভয় কলিকাতা ও এলাহাবাদ আদালতে স্থির হইয়াছে যে জজের হুকুম চূড়ান্ত অতএব ছাএলের ছওয়াল অগ্রাহ্য।

চণ্ডিচরণ মজুমদার ... ছাএল

পাষ্ট ১২ ১৮৪১ ২৮ জান

বন্দকদাতা ও বন্দকগৃহীতার সহিত কোনব ন্দবস্ত হইলেও জাবেতা নালিশ ডিসমিস হইলে দরখাস্তে জজ বয়বাত সিদ্ধ করিতে পারেন না।

এই মোকদ্দমার কাগজের দ্বারায় প্রকাশ যে বিশ্বম্ভর বিদ্যাভূষণ নামক এক ব্যক্তির স্থানে বন্দক রাখিয়া শ্রীমতি গয়ামনি ও মদনমোহন ঘোষ ও বানিমোহন ঘোষ ও মনমোহন ঘোষ ও নাবালগ গোপীমোহন ও মথুরামোহন ঘোষের পীতা দ্বারকানাথ ঘোষ ১৫০০০ টাকা কর্জ করিয়া ছিল এবং বন্দক গৃহীতা কর্তৃক ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারা র নটীস জারি হইলে মেয়াদ মধ্যে বন্দক দাতারা উপস্থিত না হওয়ায় মিছিল নম্বর খারিজ হইয়া বন্দক গৃহীতার প্রতি বয়বাত জন্য জাবেতা নালিশের হুকুম হইলে পর শ্রীমতি গয়ামনি ও মনমোহন

ও গোপীমোহন ঘোষ উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত করে যে তাহারা বন্দক কিস্তীদের বিষয় কিছুই জ্ঞাত ছিলনা পরে মনমোহন ঐ বানিমোহনের যোগে এক দরখাস্ত করিয়া লেখে যে বন্দকীপত্র ইত্যাদি যথার্থ এবং বন্দক গৃহীতার নিকট এই নিয়মে অপর এক মেয়াদ লইয়াছে যে ঐ মেয়াদ মধ্যে টাকা পরিষোধ না হইলে বিনেনালিশে বন্দকীবস্তু বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক এবং বন্দক গৃহীতা তাহার অনুরূপ দরখাস্ত করিলে বদ্ধ-মানের জেলা জজ শ্রীযুত ডনবার সাহেব তদনুসারে হুকুম করেন যে উক্ত মেয়াদে বন্দকদাতারা বন্দকী টাকা পরিষোধ না করিলে কটকয়ালা বিক্রয়কয়ালা হইয়া খরিদা বস্তুর ন্যায় বন্দক গৃহীতা ভোগবান হইবেক।

ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে মথুরামোহন ঘোষ নাবাল-গের অন্তরঙ্গ উক্ত ছাএল ঐ নাবালগের স্বত্ব রক্ষার্থে সদর আপীল করিলে শ্রীযুত বিডসাহেব কহেন যে উভয় পক্ষে যেমত বন্দবস্ত হউক জজের এমত ক্ষমতা নাই যে জাবেতা নালিশ ভিন্ন বিক্রয় সিদ্ধ করেন বিশেষ রিতমত নম্বর খারিজ করিয়া যে পুনর্ব্বার শুধারা করিয়াছেন তাহাও বিধিপূর্ব্বক নহে এমতে জজের হুকুম অসিদ্ধ।

রায় নন্দকিসোর ... ছাএল

পৃষ্ঠা ১৩
১৮৪১
৩০ জুন

বিজনাথসাহি ইত্যাদির তালুক বাকী খাজনার

পনর্বিচারের দরখাস্ত ভিন্ন শুধারা হইয়াছে জজ বস্তু মানে স্বয়ং নতুবা অপর দুই কি অধিক জজে শুধারা করিয়াছেন।

সদর জজ শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন সাবেক জজ শ্রীযুত হাচীনসন সাহেবের ডিক্রীতে খরচার বিষয় পষ্ট ভ্রম প্রকাশ হইতেছে এমতে পূর্ব্ব রিত্যানুসারে আমার বিবেচনা সিদ্ধ এই যে পুনর্বিচারের দরখাস্ত ব্যতিরেক দুই জজ উক্ত ভ্রম শুধারা করেন।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেবের ঐক্যমতে তাহাই চুড়ান্ত হইল।

ফজলুনেশা ..... ছাএল

পৃষ্টা ১৫ ১৮৪১ ১৫ জুলাই ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার লিখিত মেয়াদ অতিত হওনের দিন রবিবার হইলে পরদিবস টাকা আমানত হইবেক

ছাএল কোন ভূমি বন্দক রাখিয়া কর্জ্জ করিয়াছিল বন্দক গৃহীতা ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার লিখিত নটীস ছাএলের প্রতি জারি করিলে নটীসের মেয়াদ গত হওার দিন রবিবার হওয়ায় ছাএল পরদিবস বন্দকী টাকা আদালতে আমানত করিলে মেয়াদ অতিত হইয়াছে বিধায় হুগলির জেলা জজ আমানত গ্রহণ করিলেন না।

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব জজের হুকুম স্থাব্যস্থ করেন।

শ্রীযুত ইস্মীত সাহেব কহেন মেয়াদ অতিত হওনের দিন রবিবার হওয়ায় ও ছাএল পরদিবস টাকা

আমানত করায় মেয়াদের মধ্যে টাকা আমানত হওয়া ও গ্রাহ্য যোগ্য।

শ্রীযুত লিঃ ওয়ারনর সাহেবের ঐক্যমতে শ্রীযুত ইম্মীতের মত চূড়ান্ত হইল।

হিরাসাহু ..... ছাএল

পৃষ্টা ১৫ ১৮৪১ ২৩ আগষ্ট অংশ নিরূপন ভিন্ন ডিক্রীর আসামীয়ানের মধ্যে কেহ আপন অংশ দেনা আমানত করিলে মুক্ত হইবেক না।

ছাএল ও অপর ব্যক্তির বিপক্ষে একত্রে ডিক্রী হইলে ছাএল আপন অংশ দেনা দিয়া মুক্ত হওনের প্রার্থণা করায় জেলা জজ অগ্রাহ্য করেন।

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিড সাহেব কহেন ডিক্রীতে লিখিত আছে ছাএল ইত্যাদি সকল আসামী ডিক্রীর টাকার দাইক এমতে ছাএল আপন অংশ দেনা দিয়া মুক্ত হইতে পারে না ছাএলের ছওাল অগ্রাহ্য।

হরচন্দ্র চৌধুরি ... ছাএল

পৃষ্টা ১৬ ১৮৪১ ৩১ আগষ্ট সম্পত্তি স্থানান্তর করণেরমনন প্রমাণ হইলে জামিন তলব হইবেক জামিন না দিলে ১৮০

সম্ভুচন্দ্র চৌধুরি নামক একব্যক্তি ছাএলের নামে জেলা ময়মন সিংহের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া পার দরখাস্ত করে যে ছাএল আপন সম্পত্তি স্থানান্তর করণের উদ্যোগী হইয়াছে এমতে প্রার্থণা যে ডিক্রী হইলে তাহার মতাচরণ জন্য ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ক্রমে ছাএলের স্থানে জামিন তলব হয় তাহাতে প্রধান সদর আমিন রীত

যত প্রমাণ না লইয়া ছাএলের সম্পত্তি স্থানান্তর করা নিবারণ জন্য ইস্তাহার জারি করেন।

ালের ২ আ
ইনের ৫ ধারা
ক্রমে সম্পত্তি
ক্রক হইবেক
১০ সংখ্যক
নেষ্ট্রকষন
ন্টাঃ।

ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন প্রথমে প্রমাণ তলবকরিতে হইবেক যে আসামীর কর্ম্মের দ্বারায় প্রকাশ যে আপন সম্পত্তি হস্তান্তর করণের মনন করিয়াছে তাহা প্রমাণ হইলে আসামীর স্থানে জামিন তলব হইবেক জামিন দিতে না পারিলে আসামীর জায়দাদ ক্রোক হইবেক।

পৃষ্টা ১৬
১৮৪১

শিবপ্রসাদ দত্ত ... ছাএল

৭ সেতম্বর
ক্রীজারিতে
কান ভূমিসম্প
ত্তিনিলামকরি
ত হইলে যে
ানার অধিন
ভূমি সেই
ানায়ইস্তাহা
জারিকরিতে
ইবেক।

ছাএলের ভূমি সম্পত্তি শ্যামকিশোর রাএর ডিক্রী জারিতে কালেক্টর কর্তৃক নিলাম হওয়ায় ছাএল ঐ নিলাম অন্যথা জন্য জজের নিকট দরখাস্ত করিলে জজ অগ্রাহ্য করেন ছাএল জজের হুকুমের বিরুদ্ধে সদর আপীল করিয়া আপত্য করে— ১ দফা বিক্রীত সম্পত্তি জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত দাউদকাঁদি থানার সামিল ছিল কিন্তু নিলামি ইস্তাহার জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত জাফরগার থানায় জারি হওয়াতে ছাএল নিলামের বিষয় জ্ঞাত ছিলনা দ্বিতীয় জেলা ত্রিপুরার কালেক্টর কর্তৃক নিলাম না হইয়া জেলা ময়মনসিংহের কালেক্টর কর্তৃক নিলাম হইয়াছে কিন্তু নিলামি সম্পত্তি ত্রিপুরার কালেক্টরি সামিল ছিল।

সদর জজ শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন যে ছাএলের কহত মত দৃষ্ট হইতেছে যে নিলামি বস্তু জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত দাউদকাঁদি থানার সামিল ছিল এবং নিলামি এস্তাহার জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত জাফর গার থানায় জারি হইয়াছে ইহা অবিধি অপরু ঐ সম্পত্তি জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত জেলা ময়মনসিংহের কালেক্টর কর্তৃক বিক্রয় হয় তদ্ভিন্ন জজ স্বয়ং অংশ নির্ণয় করিয়া বিক্রীর আদেশ করিয়াছেন যে হেতু তাহার উচিত ছিল যে ডিক্রীর টাকা দৃষ্টে উপযুক্ত অংশ বিক্রয় জন্য কালেক্টরের প্রতি ভারার্পণ করেন এমতে নিলাম অবশ্য অন্যথা যোগ্য।

এবং সেকালেক্টরের অধিকারে ঐভূমি ঐ কালেক্টর কর্তৃক নিলাম হইবেক এবং জজ বিক্রয় জন্যভূমির অংশ নিরূপণ নাকরিয়া টাকা দৃষ্টে উপযুক্ত অংশ বিক্রয়জন্যকালেককটর কে ভারদিবেনতাহানাহইলেনিলামবিধিপূর্ব্বক হইবেকনা

রাজা বৰ্দ্ধমান ..... ছাএল

রাণী বসন্তকুমারী দস্তাবেজ পাওনের দাবিতে ছাএলের নামে বৰ্দ্ধমানের জেলা জজের নিকট জাবেতা নালিশ করায় রাণীর দরখাস্ত মতে দলিল আদালতে উপস্থিত করণ জন্য ছাএলের প্রতি হুকুম হইয়াছিল ছাএল দলিল দাখিল না করায় জেলা জজ ১৮৪১ সালের ৮ জুলাই তারিখে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণ মতে নালিশের আরজীর ইষ্ট্যাম্প মূল্যের সিকী ছাএলের জরিমানা করেন।

পৃষ্টা ১৭
১৮৪১
৭ সেতম্বর
যেদলিলপাওন জন্যনালিশ হইয়াছেতাহা আসামীর দাখিল না করন জন্য ১৮১৪সালের ২৬আইনের ১২ধারার ৩প্রকরণমতে

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন জজ যে আইন উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কে-

বল প্রমাণ স্বরূপ দলিল আদালতের হুকুম ক্রমে দাখিল না করিলে খাটিবেক নতুবা এমোকদ্দমায় খাটিবেক না কারণ এমোকদ্দমায় ছাএল যে দলিল দাখিল করেনাই তাহাই মোকদ্দমায় দাবি অতএব জজের হুকুম অন্যথা যোগ্য।

নালিশি আর জীর ইষ্টাম্পের সিকীমলাজরি মানা হইবেকনা

বেগমজান ..... ছাএল

পৃষ্ঠা ৯৭ ১৮৪১ ১৩ সেপ্তম্বর বিক্রী অসিদ্ধ জন্য জাবেতা নালিশ খরিদা বস্তুর দখল রহিতের কারণ নহে।

আদালতের ডিক্রী ক্রমে নিলাম হওয়ায় ছাএল কোন সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিল ঐ সম্পত্তির ইস্তাহার কালিন ধর্ম্মদাস নামক একব্যক্তি মোজাহেম হওয়ায় তাহার মোজাহেমি অগ্রাহ্য হয় ঐ হুকুম অন্যথা জন্য পাটনার জেলা আদালতে মোজাহেম নালিশ করায জজ ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত ছাএলের দখল স্থকিত রাখেন।

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন ছাএলের খরিদা বস্তুর নিলাম অন্যথা জন্য মোজাহেম জাবেতা নালিশ করায় ছাএলের দখল স্থকিতের প্রতি উপযুক্ত কারণ নহে অতএব জজের হুকুম অসিদ্ধ।

পৃষ্ঠা ৯৮ ১৮৪১ ২০ সেপ্তম্বর অপচয়ের নালিশে যেটাকা

চণ্ডীচরণ মুখুর্য্যা ... ছাএল

ছাএলের নামে অপচয় বাবুদি ১৫০০ টাকার দাবিতে নালিশ হওয়ায় প্রধান সদর আমীন ছাএলের বিপক্ষে ৫ টাকা ডিক্রী করায় ছাএল ঐ ৫

টাকার দাবিতে জজ আপীল করিলে জজ তাহা অ-গ্রাহ্য করিয়া ১৫০০ টাকার দাবিতে আপীলকরণের আদেশ করেণ।

ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন জজের হুকুম ন্যায় পূর্ব্বক নহে কারণ ছাএলের বিপক্ষে যে টাকার আপীল হই-য়াছে ছাএল তাহারি আপীল করিবেক অতএব জেলা জজের হুকুম অন্যথা যোগ্য।

কৃষ্ণকান্ত হাজরা ... ছাএল

আসামীর বিপক্ষে ডিক্রীহ ইলেকর্ত্তাহারি আপীলহইবে কসমস্তদাবির আপীলহইবে কনা।

গোপাল চট্টো নামক একব্যক্তি ছাএলের নামে বাকী খাজনার সরসরি নালিশকরিয়া ১৮২৯ সালের ২৯ নবেম্বর ডিক্রী পাইয়াছিল ঐ ডিক্রী জারিতে ছাএলের কোনসম্পত্তি বিক্রয়হইয়াও বাকীথাকা প্র-মাণ প্রযুক্ত ছাএলের পাট্টা অন্যথা করিয়া অপরকে পাট্টা দিয়াছিল ছাএল ১৮৩৯ সালের ২১ দিসেম্বর তারিখে ঐ সরসরি ডিক্রী অন্যথা ও ক্ষতি পাওন জন্য জাবেতা নালিশ করণের নিমিত্তে বর্দ্ধমানের জেলা জজের নিকট পাপর প্রার্থণা ও মোকদ্দমার দাবি ৯৯৪২ টাকা করে জজ সাহেব যে ৭০০ টাকায় ছাএলের সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছিল ঐ ৭০০ টাকার দাবিতে নালিশের অনুমতি দিয়া বাকী দাবির নালিশের পাপর অগ্রাহ্য করেন।

পৃষ্ঠা ১৭
১৮৪১
৫ অক্তবর
১৮৩১ সালের ৮ আইনজারি রপর একবৎসরের মধ্যে বাকীখাজনার সরসরি ডিক্রী অন্যথাজাবেতানালিশ নাহইলে গ্রাহ্য হইবে কনা।

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন গোপাল চট্টের প্রাপ্ত সরসরি ডিক্রীর দ্বারায় ছাএলের সম্পত্তি বিক্রী ও পাট্টা অন্যথা হইয়াছে ঐ ডিক্রী অন্যথা না হইলে তাহা স্বাবস্থ থাকিবেক অপর ছাএলের পাপর প্রার্থণা ঐ ডিক্রী অন্যথা জন্য নালিশ করণের বিষয়ে ইংরাজি কোর্টে প্রশ্ন হইয়াছিল যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা জারির পূর্ব্বে যে বাকী খাজনার সরসরি ডিক্রী হইয়াছে তাহা অন্যথা জন্য ঐ আইন জারির পর এক বৎসরের মধ্যে করিতে হইবেক কি না তাহাতে কলিকাতা ও এলাহাবাদ সদর উভয় আদালতের অভিমত হইল যে এমত নালিশ এক বৎসরের মধ্যে না করিলে গ্রাহ্য হইবেক না এমতে ছাএলের ছওালে ও জজে যে হুকুম দিয়াছিলেন সমস্ত অন্যথা হইল।

আরাত্তন ইত্যাদি ... ছাএল

পৃষ্ঠা ১৯
১৮৪১
৬ অক্তবর
জমিদার আপন জমিদারি ইজারা দিলেও ঐ জমিদারিতে অসিদ্ধ লবনের খালাড়ি হইলে ১৮৩৮ সা

ছাএলের তালুকে অসিদ্ধ লবনের খালাড়ি হওা প্রমাণ হওায় বাকরগঞ্জের জেলা জজ কর্তৃক ১৮৩৮ সালের ২৯ আইনের ২৭ ধারা ক্রমে জরিমানার হুকুম হয় ছাএল ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে সদর আপীল করিয়া কহে যে তাহার তালুক ইজারা দেওয়া গিয়াছে এমতে ইজারাদার জরিমানার দাইক।

সদর জজ শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন জমিদার আপন জমিদারি ইজারা দিলেও উক্ত আই-

নের জরিমানার দাবি হইতে মুক্ত হইতে পারে না এমতে যথার্থ জরিমানা হইয়াছে ছাএলের ছওাল অগ্রাহ্য। লে ২৯ আইনের ২৭ধারা বালাখিত জরিমানা হইতে অমিদার মুক্ত হইতে পারিবেকনা

ঈশ্বরদত্ত ...... ছাএল

ছাএল জেলা সাহাবাদের প্রধান সদর আমীন আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় কোন ভূমির তদারক জন্য ৩০ টাকা মাসিক বেতন আমীন নিয়োগ হইয়া চারিমাস কর্ম্ম করিয়া সম্পূর্ণ বেতনে পায় আমীন খরচা অধিক হইয়াছে বিধায় জেলা জজের নিকট সরসরি আপীল হইলে জজ হুকুম দেন যে দুইমাসের কর্ম্মে চারিমাস হইয়াছে বিধায় অর্দ্ধেক টাকা আমীনকে ফিরিয়া দিতে হইবেক ছাএল ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে ফিরে দেওয়া টাকা ফিরে পাওন জন্য পরাভূত ব্যক্তির নামে জাবেতা নালিশ করিলে জজ ঐ নালিশ অগ্রাহ্য করেন।

পৃষ্ঠা ১৯ ১৮৪১ ১৩ ডিসেম্বর নিম্নাদালতের আমীনের মেহনতানারকোনঅংশ জজফিরে দেওনেরআদেশ করিলে তাহা অন্যথা জন্য নালিশ হইবেক না।

ছাএল সদর আপীল করিলে শ্রীযুত রিডসাহেব কহেন জজ যে ছাএলের অর্দ্ধেক বেতন ফিরিয়া দেওনের হুকুম দিয়াছেন তাহা অন্যথা জন্য জাবেতা নালিশ হইতে পারেনা অতএব জজ যে ছওয়াল অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা স্বাব্যস্থ।